মহিলাদের হজ্জ ও উমরা

হযরত মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা.বা. এর “কিতাবুল হজ্জ” কিতাব থেকে সংগ্রহ করে সাজানো

www.darsemansoor.com

GET IT ON Google Play

www.islamijindegi.com

Download From App Store

সূচিপত্র

বিষয়:	পৃষ্ঠা	বিষয়:	পৃষ্ঠা
হজ্জ কাকে বলে	৯	বেহুশ ব্যক্তির ইহরাম	২৫
হজ্বের নিয়ত খাঁটি হওয়া চাই	৯	অভিজ্ঞতা	২৫
হজ্বের সফর সংক্রান্ত বিষয়	১০	ইহরাম বাঁধার পর দুইটি কাজ	২৬
হজ্জ ও উমরার ফাযায়েল	১২	ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ	২৬
সামর্থ্য থাকা সত্বেও হজ্জ না যাওয়া	১৫	ইহরাম অবস্থায় করা সম্ভব	২৮
মহিলাদের হজ্বের শর্ত	১৫	মহিলাদের বিশেষ মাসায়েল	২৯
মাহরাম কারা?	১৫	ইহরামের কাপড়ের ফায়দা	৩০
মাহরাম না থাকলে করণীয়	১৬	ইহরাম বাঁধার পর হজ্বে যেতে না পারলে	৩১
মাহরাম ছাড়াই হজ্জ	১৬	ইহরাম অবস্থায় মৃত্যু	৩১
মাহরাম সৌদি আরব থাকলে	১৭	উমরার আলোচনা	৩৩
ইদ্দত অবস্থায় থাকলে	১৭	তাওয়াফের প্রস্তুতি	৩৪
হজ্জ কবূলের শর্ত	১৭	মসজিদে হারামের মাসায়েল	৩৪
নাবালেগের হজ্বের হুকুম	১৭	তাওয়াফ শেষে করণীয়	৪০
ফকীর হয়ে গেলে	১৭	যমযমের পানি	৪১
মীকাত প্রসঙ্গ	১৭	উমরার প্রথম ওয়াজিব	৪৩
মীকাত মোট পাঁচটি	১৮	সা’ঈর পদ্ধতি	৪৪
বাংলাদেশীদের মীকাত	১৮	উমরার দ্বিতীয় ওয়াজিব	৪৫
হারাম এর পরিচয়	১৮	নফল তাওয়াফের নিয়ম	৪৮
হিল এর পরিচয়	১৯	মহিলাদের তাওয়াফ ও সা’ঈ	৪৯
হজ্বের প্রকার সমূহ	২০	হজ্বের ফরয তিনটি	৫০
কিরান	২০	হজ্বের ওয়াজিবসমূহ	৫১
তামাত্তু	২০	মিনায় যাওয়ার প্রস্তুতি	৫১
ইফরাদ	২১	৮ই যিলহজ্জ করণীয়	৫২
তামাত্তু হজ্বে ব্যাখ্যা	২২	মিনায় অবস্থানকালে করণীয়	৫৩
ইহরামের প্রস্তুতি	২২	৯ই যিলহজ্বের আমল	৫৪
ইহরাম বাঁধার স্থান	২২	আরাফায় করণীয়	৫৫
ইহরাম বাঁধার পদ্ধতি	২৩	চারটি বিশেষ রাত	৫৬
উমরার ইহরামের নিয়ত	২৩	যেখানে উকূফ গ্রহণযোগ্য নয়	৫৭
তালবিয়ার পড়ার তরীকা	২৪	সূর্যাস্তের পর করণীয়	৫৭
মহিলাদের ইহরাম	২৪	এ রাতে করণীয়	৫৯
নাবালেগের ইহরাম	২৫	মুযদালিফায় উকূফের সময়	৫৯
বোবা ব্যক্তির ইহরাম	২৫	উকূফের সময় করণীয়	৬০

বিষয়:	পৃষ্ঠা	বিষয়:	পৃষ্ঠা
দশ তারিখের প্রথম কাজ	৬১	এগারই যিলহজ্বে করণীয়	৭২
পাথরের ধরণ	৬১	বারই যিলহজ্জ করণীয়	৭৩
জামারা সমূহরে পরিচয়	৬২	তেরই যিলহজ্জ করণীয়	৭৪
শয়তানকে পাথর মারার সময়	৬২	তেরই যিলহজ্জ করণীয়	৭৫
তালবিয়া বন্ধ	৬২	মহিলাদের বিশেষ মাসায়েল	৭৫
পাথর নিক্ষেপের পদ্ধতি	৬৩	ঋতুবতী মহিলার হুকুম	৭৬
পাথর মারতে না পারলে	৬৫	মক্কায় যিয়ারাতে স্থান	৭৮
দশ তারিখের দ্বিতীয় কাজ	৬৫	বদলী হজ্জ	৮১
কুরবানীর পশু কেমন হবে	৬৫	ইহরামে নিষিদ্ধ কাজ করা	৮৪
কুরবানীর সময়	৬৬	যিয়ারাতে মদীনা	৮৯
একাধিক কুরবানী করা	৬৬	মদীনায় দ্বিগুণ বরকত	৯০
কুরবানীর স্থান	৬৭	মদীনার মূল্য	৯০
হাজ্বীদের জন্য কুরবানীর হুকুম	৬৭	মদীনায় মৃত্যুর ফযীলত	৯০
মুকীম ও মুসাফির	৬৭	মদীনায় সফরের প্রস্তুতি	৯১
হজ্বের কুরবানীর গোশত	৬৮	রওজায় আতহারে সালাম	৯২
যার কুরবানীর সামর্থ্য নেই	৬৮	মদীনায় করণীয়	৯৫
দশই যিলহজ্জ তৃতীয় কাজ	৬৮	মদীনায় যিয়ারাত	৯৬
চুল কাটার সময়	৬৯	ঈমানের সাক্ষ্য	৯৬
চুল কাটার পদ্ধতি	৬৯	দেশে ফেরার সময় করণীয়	৯৮
দশই যিলহজ্জ চতুর্থ কাজ	৭০	হজ্জ কবূল হওয়ার আলামত	৯৮
ফরয তাওয়াফের সময়	৭০	এক নজরে হজ্জ	৯৯
তাওয়াফের যিয়ারাত	৭০	হজ্বের চিত্র	১০১

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অবতরণিকা

হামদ ও সালাতের পর আরয হলো, আরকানে ইসলামের পঞ্চম রোকন হলো ‘হজ্বে বাইতুল্লাহ’। আল্লাহ তা’আলার প্রতি বান্দার ইশক-মুহাব্বাত বহিঃপ্রকাশের সর্বশেষ স্তর হলো হজ্জ। হজ্জ সঠিকভাবে আদায় করতে পারলে একজন মুসলমান আল্লাহ তা’আলার ওলী হয়ে যায়। কিন্তু হজ্জ যেহেতু জীবনে একবারই ফরয হয়, আর সাধারণত লোকেরা একবারই হজ্জ করে থাকে, তাই আমাদের সমাজে হজ্বের মাসাইলের আলোচনা নেই বললেই চলে। এ কারণে মাসআলা জেনে-শুনে সঠিকভাবে হজ্জ আদায় করা কষ্টসাধ্যই বলা যায়।

আল্লাহ তা’আলার খাস মেহেরবানী যে, তিনি আমাকে প্রতিবছর শাওয়াল মাসে কিছু সংখ্যক হজ্জযাত্রীকে নিয়ে ‘হজ্জ ট্রেনিং’-এর ব্যবস্থা করার তাওফীক দিয়েছেন। এ ট্রেনিং-এ হজ্বের জরুরী মাসাইলের আলোচনা করা হয়ে থাকে এবং বোর্ডে নকশা করে হজ্বের যাবতীয় কার্যাদি বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে ট্রেনিং-এ উপস্থিত হাজীগণ সঠিকভাবে এবং সহজে হজ্জ সম্পন্ন করতে পারে।

ট্রেনিং-এ উপস্থিত হাজী সাহেবদের পক্ষ থেকে বার বার তাকাযা আসছিলো যে, ট্রেনিং-এ যেসব মাসআলা-মাসাইলের আলোচনা হয়, সেগুলি লিপিবদ্ধ করে কিতাব আকারে প্রকাশ করা হোক। যাতে ট্রেনিং-এ যারা উপস্থিত হতে পারেনি তারাও এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। তাদের আবেদনে সাড়া দিয়েই মূলত এই কিতাব প্রস্তুত করা হয়েছে।

এই কিতাবের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে মাসআলাগুলি সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং হজ্জ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। অভিজ্ঞতা যদিও পরিবর্তনশীল তারপরও আশাকরি হজ্জযাত্রীরা এর দ্বারা বেশ উপকৃত হবে। আল্লাহ তা’আলা আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কবূল করে ‘কিতাবটিকে’ আমাদের নাজাতের উসীলা করুন এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে এ কিতাব থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

উলামায়ে কেরামের খেদমতে বিশেষভাবে আবেদন এই যে, যদি কোনো ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে মেহেরবানীপূর্বক আমাকে অবগত করবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী এডিশনে ভুল শুধরে দেওয়া হবে।

সবশেষে আল্লাহ তা’আলার দরবারে দু’আ করছি আমার প্রিয় শাগরিদ মৌলভী জালীস মাহমূদ-এর জন্য, যে আমাকে এ কিতাব প্রকাশের ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেছে। আল্লাহ পাক তার ইলমে বরকত দান করুন এবং তাকে ইলমে দ্বীনের সহীহ খিদমতের তাওফীক দান করুন। আমীন।

আরযগুযার
মুফতী মনসূরুল হক
১৫/৮/২০১৩ইং

باسمه تعالي

الحمد لله رب العلمين و الصلوة والسلام على خاتم النبيين

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে তাঁর বিশেষ নৈকট্য দান করার জন্য পৃথিবীতে অবস্থিত বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নামের সাথে সম্পৃক্ত ঘরে নিয়ে যান। কেউ হয়তো ভাবতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার ঘর-এর অর্থ হল আল্লাহ তা'আলা ঐ ঘরে থাকেন, যেমন আমাদের ঘরে আমরা থাকি। নাউযুবিল্লাহ এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ আল্লাহ তা'আলার ঘরের অর্থ হল এই ঘর আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত সম্মানিত।

তিনি স্বীয় বাছাইকৃত বান্দাদেরকে নিজের আশেক-দেওয়ানা বানানোর জন্য হজ্বের নামে আপন ঘরের তাওয়াফের জন্য নিয়ে যান। তাই হজ্বের লেবাসটাও অনেকটা পাগলের মত দেওয়া হয়েছে। মাথা খোলা, পেট খোলা, পায়ে নিতান্ত–সাধারণ স্যান্ডেল, শুষ্ক এলোমেলো চুল, সাজগোজের কোনো চিহ্ন নেই অনেকটা পাগলের বেশই বলা চলে। কিছু লোক তো বাস্তবেই আল্লাহ তা'আলার পাগল হয়ে সেখানে যান, আর কিছু লোক পাগল না হলেও পাগলের বেশ ধরার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বাস্তব আল্লাহ প্রেমিকদের দলভুক্ত করে নেন। ধানের সাথে যেমন চিটা বিক্রি হয়, চালের সাথে যেমন পাথর চলে যায়, তেমনি আসল প্রেমিকদের সাথে নকল প্রেমিকরাও কবূল হয়ে যায়।

হজ্জ কাকে বলে: আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শরী'আত-প্রদত্ত নিয়ম অনুসারে ইহরাম বাঁধার পর পবিত্র মক্কা মুকাররমায় উপস্থিত হয়ে নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে বিশেষ কিছু কাজ করা। রদ্দুল মুহতার:৩/৫১৬ রশীদিয়া

হজ্জের নিয়ত খাঁটি হওয়া জরুরী: হজ্বে যাওয়ার সময় নিয়ত বিশুদ্ধ করে নিবে। আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনার্থে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হজ্জ করছি এমন নিয়ত করবে। লোকে হাজী বলবে, সম্মান দেখাবে, প্রসিদ্ধি অর্জন হবে, ব্যবসা ভালো জমবে, ইলেকশনে ভালো করা যাবে, এধরণের মনোভাব নিয়ে হজ্জ করলে সাওয়াবতো হবেই না; বরং রিয়ার কারণে গুনাহ হবে। রিয়া বা লোক দেখানো এমন ভয়ানক গুনাহ যে, এই একটি গুনাহের কারণেই বড় বড় আলেম, শহীদ ও দানবীরগণ জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে। রিয়া থেকে বাঁচার জন্য নিজের হজ্বের ঘটনা ঘটা করে অন্যের কাছে না বলা উচিত। তবে কেউ জিজ্ঞেস করলে মাসআলার আলোচনা হিসাবে বলতে কোনো দোষ নেই। সহীহ মুসলিম হা.নং ১৯০৫

হজ্বের সফরের আনুষঙ্গিক বিষয়: যেহেতু মাহরাম ছাড়া কোন মহিলার হজ্বের সফর জায়েয নাই তাই মাহরাম-ই তার ১. পাসপোর্ট তৈরি করবে এবং ২.

সরকার অনুমোদিত বিশ্বস্ত কোনো হজ্জ এজেন্সি বা ট্রাভেল এজেন্সি এর মাধ্যমে ভিসা, বিমানের টিকেট এবং রিয়াল বা ডলার সংগ্রহ করবে।

হজ্বের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীঃ যদিও মাহরাম-ই ১.পাসপোর্ট, ২.ভিসা, ৩.বিমানের টিকেট, ৪.ডলার/রিয়াল এবং বাংলাদেশী দু'এক হাজার টাকা সাথে রাখবেন তাই মহিলাদের নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া তেমন কিছু না নেয়া ভালো। কেননা সফরে প্রয়োজন অতিরিক্ত জিনিস নেয়ার দ্বারা সফর সঙ্গীর কষ্ট পোহাতে হয়। তবে হ্যাঁ পাসপোর্ট, ভিসা, বিমানের টিকেট এবং হজ্জ এজেন্সি থেকে দেয়া প্রয়োজনীয় কাগজের ফটোকপি গলার ব্যাগে রাখা জরুরী। মহিলাদের প্রয়োজনে লাগতে পারে এমন একটি তালিকা তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো:

১. কিছু রিয়াল, ডলার এবং টাকা নিজের সাথে রাখা।
২.হজ্বের মাসায়েল সংক্রান্ত– নির্ভরযোগ্য মুফতী সাহেবের লেখা কিতাব।
৩.মাঝারী একটি ব্যাগ বা লাগেজ
৪.ছোট একটি ব্যাগ (মিনায় সামান নেওয়ার জন্য)
৫.হাজীবেল্ট
৬.গলায় ঝুলিয়ে রাখার মতো একটি ব্যাগ যাতে পাসপোর্ট, ভিসা, বিমানের টিকেট এবং হজ্জ এজেন্সি থেকে দেয়া প্রয়োজনীয় কাগজের ফটোকপি ও হজ্বের মাসায়েল সংক্রান্ত– বই রাখা যায়।
৭. মহিলাদের জন্য নিজেদের ব্যবহারের সবধরনের কাপড় এবং পর্দা করার জন্য বড় চাদর ও রশি। চাদর বা পাতলা কাঁথা।
৮. শীতের মৌসুম হলে প্রয়োজনীয় শীতের কাপড়।
৯. ছোট একটি চাকু, নখ কাটার মেশিন, ব্লেড, ছোট আয়না, সুই-সূতা। (লৌহজাত দ্রব্য গুলো বিমানে বড় ব্যাগে দিয়ে দিবে। নিজের সাথের ব্যাগে রাখবে না।)
১০. মেসওয়াক, ব্রাশ, টুথপেস্ট, প্রয়োজনীয় সাবান, নীল।
১১. টয়লেটটিস্যু ও টিস্যুপেপার।
১২. স্টিল বা মেলামেইনের একটি প্লেট, একটি গ্লাস ও একটি ছোট চামচ, একটি দস্তরখান।
১৩. খাতা-কলম।
১৪. গরমের দিন ছোট একটি ছাতা।
১৫. সুগন্ধিমুক্ত তেল, ভেসলিন, ক্রীম।
১৬. মাথাব্যাথা, গলাব্যাথা, শরীরব্যাথা, জ্বর, বমি, পেট খারাবের ঔষধ, খাওয়ার স্যালাইন এবং নিজের ব্যবহার্য ঔষধ।

১৭. পাসপোর্ট, টিকেট ইত্যাদির দুই তিনটা করে ফটোকপি ভিন্ন দু'তিন জায়গায় রাখা।
১৮. এক-দেড় কেজি ভালো চিড়া ও গুড়। (প্রয়োজন মনে করলে রাখা যেতে পারে)
১৯. তায়াম্মুমের মাটি। (যদিও এখন তেমন দরকার হয় না)
উল্লেখিত তালিকা দ্বারা হজ্বের সফরে প্রয়োজনীয় জিনিস সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া উদ্দেশ্য। প্রত্যেকে নিজের রুচি ও প্রয়োজন অনুসারে এর মধ্যে কম-বেশিও করতে পারে। তাছাড়া এসব জিনিস মক্কা-মদীনার মার্কেটে কিনতে পাওয়া যায়। তাই কেউ যদি এসব জিনিস দেশ থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়া ঝামেলা মনে করে তাহলে সেখান থেকে কিনে নিতে পারবে।

হজ্জ ও উমরার ফাযায়েল

عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال: بنى الاسلام على خمس: شهادة أن لا اله الا الله, وأن محمدا رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وحج البيت, وصوم رمضان.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর, এ কথার সাক্ষ্য দান করা যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, বাইতুল্লাহর হজ্জ করা, রমযানে রোযা রাখা। (বুখারী হা.নং ৮)

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سئل النبى صلى الله عليه وسلم: أى العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسو له, قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد فى سبيل الله, قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور.

হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো: কোন আমল বেশি ফযীলতপূর্ণ? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা। বলা হলো এরপর কোন আমল বেশি ফযীলত রাখে? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আবার বলা হলো এরপর কোন আমল বেশি ফযীলত রাখে? তিনি বললেন, হজ্বে মাবরূর। (অর্থাৎ এমন হজ্জ যার মধ্যে কোনো গুনাহ করা হয় না।) (বুখারী হা.নং ১৫১৯)

عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته امه.

হযরত আবূ হুরাইরা রা. বলেন: আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনেছি, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির জন্য হজ্জ করবে এবং হজ্বের মধ্যে অশ্লীল কথাবার্তা ও গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকবে সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে হজ্জ থেকে ফিরে আসবে যে দিন মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। (সহীহ বুখারী হা.নং ১৫২১,সহীহ মুসলিম হা.নং ১৩৫০.)

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما و الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: এক উমরা আরেক উমরার মধ্যবর্তী গুনাহের জন্য কাফফারা, আর হজ্বে মাবরূরের প্রতিদান শুধুই জান্নাত। (সহীহ বুখারী হা.নং-১৭৭৩, সহীহ মুসলিম হা.নং ১৩৪৯.)

جاء فى حديث طويل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعمروبن العاص رضى الله عنه أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله.

দীর্ঘ একটি হাদীসের অংশ বিশেষ, ‘নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনুল আস রা.কে বলেন: তুমি কি জানো না যে, ইসলাম গ্রহণ করার দ্বারা এর পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়, হিজরত করার দ্বারা তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়, আর হজ্জ করার দ্বারাও তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়? (সহীহ মুসলিম হা. নং ১৯২.)

قال النبى صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج و العمرة فإنهما ينفيان الفقر و الذنوب....

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা হজ্জ এবং উমরা একত্রে কর (তথা হজ্বে কিরান কর কিংবা হজ্বে তামাত্তু কর) কেননা হজ্জ এবং উমরা দৈন্য ও গুনাহ বিদূরিত করে। (সুনানে তিরমিযী হা.নং ৮১০.)

وقال النبى صلى الله عليه وسلم: جهاد الكبير و الصغيرو الضعيف و المرأة الحج و العمرة.

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: বড়, ছোট, দূর্বল এবং মহিলাদের জিহাদ হল হজ্জ ও উমরা। সুনানে নাসা’ঈ হা.নং ২৬২৬.

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للحاج ولمن استغفرله الحاج.

হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: হাজী এবং হাজী যার জন্য ক্ষমা চায় তাকে মাফ করে দেওয়া হয়। (সহীহ ইবনে খুযাইমা হা.নং ২৫১৬.)

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করার ব্যাপারে ধমকি

قال النبى صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة اوسلطان جائر او مرض حابس فمات و لم يحج فليمت إن شاء يهوديا او نصرانيا.

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো ব্যক্তির জন্য বাহ্যিক প্রয়োজন, অত্যাচারী বাদশাহ কিংবা মারাত্মক অসুস্থতা যদি হজ্বে যাওয়ার প্রতিবন্ধক না হয়, আর সে হজ্জ না করেই মারা যায়, তাহলে সে যেন ইহুদী কিংবা খৃষ্টান হয়ে মরে (এতে আমার কোনো পরওয়া নেই)। (সুনানে দারেমী হা.নং ১৭৮৬.)

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أن الله تعالى يقول: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه فى المعيشة تمضى عليه خمسة أعوام لايغدو الى لمحروم.

হযরত আবূ হুরাইরা রা. এর সূত্রে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন: এমন বান্দা যাকে আমি সুস্থ শরীর দিয়েছি এবং যার জন্য আমি প্রশস্থ জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তার উপর যদি পাঁচটি বছর এমন অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে যায় যে, সে আমার ঘরে আসল না, তাহলে অবশ্যই সে (আমার নৈকট্য থেকে) মাহরূম। (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ ৩/৩৫৬)

এই হাদীসের কারণে উলামায়ে কেরাম বলেন, আল্লাহ তা‘আলা যাকে তাওফীক দিয়েছেন তার জন্য কমপক্ষে প্রত্যেক চারবছরে একবার নফল হজ্জ বা উমরার মাধ্যমে বাইতুল্লাহর যিয়ারত করা মুস্তাহাব।

মহিলাদের হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত: প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই পরিমাণ টাকা-পয়সা বা জমিজমা থাকা যা দিয়ে নিজের এবং একজন মাহরামের হজ্বে যাওয়া-আসা ও থাকা-খাওয়ার যাবতীয় খরচ বহন সম্ভব হয়। কোনো মহিলার যথেষ্ট সম্পদ আছে কিন্তু সাথে যাওয়ার মতো কোনো মাহরাম নেই। তাহলে তার উপর হজ্জ ফরয হবে না। কোনো মহিলার মাহরাম হজ্বে যাচ্ছে সেও তার সাথে হজ্বে চলে গেল, এক্ষেত্রে সে তার মাহরামকে কোনো খরচ না দিলেও তার ফরয আদায় হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার ৩/৪৬৪ যাকারিয়া কুতুব খানা)

যদি কারো স্ত্রীর উপর হজ্জ ফরয হয়ে যায়, আর সে হজ্বে যাওয়ার জন্য কোনো মাহরামও পেয়ে যায় (যেমন ছেলে, পিতা, চাচা, ভাই, মামা, এদের মধ্য থেকে কাউকে) তাহলে স্বামী তাকে হজ্বে যেতে নিষেধ করতে পারবে না। তবে নফল হজ্বের ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীকে যেকোনো মাহরামের সাথে যেতে নিষেধ করতে পারবে। আর স্ত্রীও উক্ত নিষেধাজ্ঞা মানতে বাধ্য থাকবে। রদ্দুল মুহতার ৩/৪৬৫ যাকারিয়া

মাহরাম কারা?: যাদের সাথে কখনো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হয় না তারাই মাহরাম। যেমন: পিতা,পুত্র, আপন ও সৎ ভাই, দাদা-নানা, আপন চাচা ও মামা, ছেলে বা মেয়ের ঘরের নাতি এবং তাদের ছেলে, জামাতা, শ্বশুর, দুধ ভাই, দুধ ছেলে ইত্যাদি। তবে একা একা দুধ ভাইয়ের সাথে যাওয়া এবং যুবতী শ্বাশুরীর জামাতার সাথে যাওয়া নিষেধ। রদ্দুল মুহতার ২/৪৬৪

মুতাআখখিরীন উলামায়ে কেরামের ফাতাওয়া হলো, বর্তমান ফেতনার যামানায় শুধুমাত্র নিজের খান্দানের দ্বীনদার মাহরাম এর সাথে হজ্বে যাবে। অন্যান্য মাহরামের সাথে যাবে না। (ইসলাহুল খাওয়াতীন)

মাহরাম এর বয়স: মাহরামের জন্য সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া এবং বালেগ হওয়া শর্ত। তবে অনেক ফকীহ এর মতে মাহরাম যদি মুরাহিক তথা বালেগ হওয়ার কাছাকাছি হয়, তাহলে তাকে নিয়েও সফরে যাওয়া জায়িয আছে। (রদ্দুল মুহতার ৩/৫৩১-৩২ রশীদিয়া)

বৃদ্ধ মহিলাও মাহরাম ছাড়া অন্যান্য মাহরামওয়ালা মহিলার সাথে হজ্বে যেতে পারবে না। (মুসলিম শরীফ হা.নং ১৩৩৮, মানাসিক পৃ. ৫৬)

কোনো মহিলার মাহরাম না থাকলে ফরয হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে বিবাহ করা তার জন্য জরুরী নয়। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৬৪)

মাহরাম না থাকলে করণীয়: কোনো মহিলার নিকট মাহরাম নিয়ে হজ্বে যাওয়ার টাকা আছে, কিন্তু সে কোনো মাহরাম পাচ্ছে না যে তাকে হজ্বে নিয়ে যাবে, তাহলে সে শারিরীকভাবে হজ্জ আদায়ের সক্ষমতা থাকা পর্যন্ত মাহরামের অপেক্ষা করবে। যখন শারিরীকভাবে অক্ষম হয়ে যাবে তখন কারো মাধ্যমে বদলী হজ্জ করাবে। এছাড়া হজ্জ করতে না পারার ক্ষেত্রে বদলী হজ্বের অসিয়ত করে রাখাও ওয়াজিব। (রদ্দুল মুহতার ২/৫৯৯)

মাহরাম ছাড়াই হজ্জ: যদি কোনো মহিলা স্বামী বা মাহরাম ছাড়াই ফরয হজ্জ আদায় করে ফেলে, তাহলে তার ফরয আদায় হয়ে যাবে বটে কিন্তু সে গুনাহগার হবে। এগুনাহের জন্য তাওবা-ইস্তিগফার করে নেওয়া জরুরী। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৬৫)

মাহরাম সৌদিআরব থাকলে: যদি কোনো মহিলার স্বামী বা মাহরাম সৌদিআরব থাকে, আর সে তাকে নিয়ে হজ্জ করতে চায়, তথাপি তার জন্য মাহরাম ছাড়া বাংলাদেশ থেকে সফরে বের হওয়া জায়িয হবে না। (ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/২২১)

ইদ্দত অবস্থায় থাকলে: যদি কোনো মহিলা স্বামীর মৃত্যুর কারণে বা তালাকের কারণে ইদ্দত অবস্থায় থাকে তাহলে তার জন্য ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে হজ্বের সফরে বের হওয়া জায়িয নেই। তথাপি কেউ যদি এই অবস্থায় গিয়ে হজ্জ করে

ফেলে তাহলে তার ফরয আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু সে ইদ্দত অবস্থায় সফর করার কারণে গুনাহগার হবে। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৬৫)

হালাল টাকা হজ্জ কবুলের শর্ত: হজ্বের জন্য যে অর্থ খরচ করা হবে তা হালাল হতে হবে। হজ্বের মধ্যে হারাম টাকা খরচ করা হারাম। যে হজ্বে হারাম টাকা খরচ হয়, সে হজ্জ কবূল হয় না। কারো কাছে হালাল টাকা নেই কিন্তু সে হজ্জ করতে চায়, তাহলে সে কারো কাছ থেকে হালালপন্থায় উপার্জন করা টাকা ঋণ নিবে। এরপর হালাল টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে চেষ্টা করবে। একান্ত কোনো ব্যবস্থা করতে না পারলে হারাম অর্থ দিয়েই ঋণ পরিশোধ করে দিবে। (রদ্দুল মুহতার ৩/৫১৯ রশীদিয়া)

নাবালেগার হজ্বের হুকুম: নাবালেগা যদি পিতা-মাতা বা অন্য কারো সাথে হজ্জ করে তাহলে তার এই হজ্জ নফল বলে গণ্য হবে। বালেগা হওয়ার পর হজ্জ ফরয হলে তাকে আবার হজ্জ করতে হবে। অন্যথায় হজ্বের ফরয আদায় হবে না। রদ্দুল মুহতার ২/৪৬৬

ফকীর হয়ে গেলে: কারো উপর হজ্জ ফরয হয়েছিল, কিন্তু সে যেকোনো কারণে হজ্জ করেনি, ইতিমধ্যে সে ফকীর হয়ে গেল, তার উপর হজ্জ ফরযই থেকে যাবে। যার উপর একবার হজ্জ ফরয হয়, আদায় করা ছাড়া তার থেকে এই ফরয আর সাকেত হয় না। কিতাবুল মাসাইল ৩/৯৭

মীকাত প্রসঙ্গ: যারা মক্কা মুকাররমার উদ্দেশ্যে বের হবে, তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করার আগে ইহরাম বেঁধে নেওয়া ওয়াজিব। ঐ নির্ধারিত স্থানকেই মীকাত বলে। কেউ যদি ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করে, তাহলে আবার মীকাতে ফিরে এসে ইহরাম বাঁধতে হবে, অন্যথায় দম ওয়াজিব হবে।

মীকাত মোট পাঁচটি:

১. ‘যুলহুলাইফা’ মদীনা বা উত্তর দিক থেকে আগমনকারীদের জন্য। এখানে ‘মসজিদুল মীকাত’ নামে একটি শানদার মসজিদ আছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্বের জন্য এখান থেকে ইহরাম বেঁধেছিলেন। এখান থেকে মক্কা মুকাররমার দূরত্ব ৪১০ কি.মি.।

২. ‘জুহফা’ (বর্তমান নাম ‘রাবিগ’) সিরিয়া ও মিসর তথা পশ্চিম দিক থেকে আগমনকারীদের জন্য। এখান থেকে মক্কা মুকাররমার দূরত্ব ১৮৭ কি.মি.।

৩. ‘করনুল মানাযিল’ (বর্তমান নাম ‘আসসাইল’) নজদ এবং পূর্ব দিক থেকে আগমনকারীদের জন্য। এখান থেকে মক্কা শরীফের দূরত্ব প্রায় ৮০ কি.মি.।

৪. ‘ইয়ালামলাম’ (বর্তমান নাম ‘সা‘দিয়া’) ইয়ামান এবং দক্ষিণ দিক থেকে আগমনকারীদের জন্য। এখান থেকে মক্কা শরীফের দূরত্ব প্রায় ১২০ কি.মি. কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি।

৫. ‘যাতুইরক’ ইরাক এবং উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আগমনকারীদের জন্য। রদ্দুল মুহতার ৩/৪৭৮ যাকারিয়া, কিতাবুল মাসাইল ৩/১০১

বাংলাদেশীদের মীকাত: বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান থেকে আকাশ পথে গমনকারীদের বিমান করনুল মানাযিল ও যাতুইরক বরাবর হয়ে মীকাতের সীমানায় প্রবেশ করে বলে প্রতীয়মান হয় এবং বিমান জেদ্দা অবতরণের সাধারণত ২০/২৫ মিনিট পূর্বে মীকাতের সীমানায় প্রবেশ করে। এ জন্য আকাশ পথে গমনকারীদের নিজ বাসা, বিমানবন্দর কিংবা বিমান জেদ্দায় অবতরণের কমপক্ষে ২০-২৫ মি. পূর্বে ইহরাম বেঁধে নিতে হবে, অন্যথায় দম ওয়াজিব হয়ে যাবে। জাওয়াহিরুল ফিকহ ১/৪৬৫, আহকামে হজ্জ ৩৭-৪২

‘হারাম’ এর পরিচয়: হযরত ইবরাহীম আ. জিবরাঈল আ. এর মাধ্যমে বাইতুল্লাহ শরীফের চারিদিকে কিছু এলাকা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাঁর নির্ধারণকৃত সীমানাকে ‘হারাম’ বলে । এই সীমানার ভিতরের গাছগাছালি কাটা, পশুপাখি ধরা বা মারা এবং এখানে যুদ্ধবিগ্রহ করা নিষেধ। ইহরাম অবস্থায় হোক বা ইহরাম ছাড়া । মানাসিক ৩৮৬-৮৭

বর্তমানে হারামের সীমানায় বিশেষ আলামত দেওয়া আছে। নিম্নে বাইতুল্লাহর চতুর্পার্শ্বের হারামের সীমানা উল্লেখ করা হলো:

১. তানঈম: মদীনার পথে অবস্থিত, এখানে ‘মসজিদে আয়েশা’ নামে একটি মসজিদ আছে। মসজিদে হারাম থেকে এই স্থানের দূরত্ব সাড়ে সাত কি.মি.।

২. নাখলাহ: মক্কা থেকে তায়েফ যাওয়ার পথে অবস্থিত। মসজিদে হারাম থেকে এই স্থানের দূরত্ব তের কি.মি.।

৩. জিয়িররানাহ: এটাও মক্কা থেকে তায়েফের দিকে অবস্থিত। মসজিদে হারাম থেকে এই স্থানের দূরত্ব বাইশ কি.মি.

৪. এযাতু লাবান, বর্তমানে আকীশিয়্যাও বলা হয়: মসজিদে হারাম থেকে এই স্থানের দূরত্ব ষোল কি.মি.।

৫. হুদাইবিয়্যাহ, এই স্থানকে শুমাইসিয়াও বলা হয়: মসজিদে হারাম থেকে এই স্থানের দূরত্ব বাইশ কি.মি.

৬. জাবালে আরাফাত, এই স্থানকে যাতুসসালীমও বলা হয়: মসজিদে হারাম থেকে এই স্থানের দূরত্বও বাইশ কি.মি.। কিতাবুল মাসাইল ৩/১০১

‘হিল’ এর পরিচয়: হারাম এবং মীকাতের মধ্যবর্তী স্থানকে ‘হিল’ বলে। এই স্থানের অধিবাসীদেরকে ‘আহলে হিল’ বা ‘হিল্লী’ বলে। এদের জন্য হারামের অধিবাসীদের মতো কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। হারামের সীমানা এদের মীকাত। এরা হজ্জ বা উমরা করতে চাইলে হারামের সীমানায় প্রবেশের আগেই ইহরাম বাঁধতে হবে। হজ্জ বা উমরা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করতে চাইলে ইহরাম ছাড়াই প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু মীকাতের বাহিরে অবস্থানকারীরা যেকোনো উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করতে চাইলে ইহরাম বেঁধে প্রবেশ করতে হবে। ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৩, কিতাবুল মাসাইল ৩/১০৫-৬

হজ্বের প্রকারসমূহ

হজ্জ তিন প্রকার: ১. কিরান ২. তামাত্তু ৩. ইফরাদ

১. কিরান: কিরান সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ। হজ্বে কিরানের মধ্যে হজ্জ ও উমরার ইহরাম এক সাথে বাঁধা হয় এবং একই সাথে হজ্জ ও উমরার ইহরাম খোলা হয়। উমরার পরে হালাল হওয়া যায় না অর্থাৎ উমরা করার পর মাথার চুলের আগা কাটা যায় না এবং ইহরামের সময় নিষিদ্ধ কোনো কাজও করা যায় না। যারা শেষের দিকে যায় তাদের জন্য এই প্রকার হজ্জ করা সহজ।

২. তামাত্তু: কিরানের পর তামাত্তুর ফযীলত বেশি। ‘তামাত্তু অর্থ ফায়দা হাসিল করা। হজ্বে তামাত্তুর জন্য প্রথমে উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কা শরীফ যেতে হয় এবং বাইতুল্লাহ পৌঁছে উমরার কাজ শেষ করে হালাল হয়ে যেতে হয়। এরপর জিলহজ্বের সাত বা আট তারিখে মিনায় যাওয়ার সময় হজ্বের জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্ব পর্যন্ত স্বাভাবিক থাকতে পারে। মাঝের এই সময়ে স্বাভাবিকভাবে থেকে ফায়দা হাসিল করা (যেমন: ইহরাম অবস্থায় যে সকল জিনিস নিষিদ্ধ করা হয়ে ছিল তা করতে পারা। খোশবু ব্যবহার করা, চুল-নখ ইত্যাদি কাটা।) কেই তামাত্তু বলে। তামাত্তু হজ্বে দুইবার ইহরাম বাঁধতে হয়, দুইবার খুলতে হয়। প্রথমবার উমরার জন্য দ্বিতীয়বার হজ্বের জন্য।

তামাত্তু হজ্জকারীর ক্ষেত্রে নিয়ম হলো: মদীনা সফর শেষ করে হজ্বের জন্য মক্কা শরীফ আসা। অথবা প্রথমে মক্কা গিয়ে হজ্বের সব কাজ শেষ করে মদীনায় যাওয়া। কিন্তু আজকাল ট্রাভেলওয়ালারা নতুন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, তাহলো, প্রথমে মক্কা শরীফ গিয়ে উমরা করে ২/৪ দিন থেকে তারপর মদীনা চলে যাওয়া। সেখানে আটদিন থেকে হজ্বের পূর্বে মক্কা ফিরে আসা। এই সূরতে তামাত্তুকারীর তামাত্তু হবে কিনা সে বিষয়ে ফুকাহাদের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে এই সূরতে তামাত্তু বাতিল হবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর মতে এই সূরতে তামাত্তু বাতিল হয়ে যাবে। তবে মদীনা থেকে ফিরার সময় আবার নতুন করে তামাত্তু বা কিরান করার

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সুযোগ থাকবে। আর ইমাম আবূ হানীফা রাহ. এর মতে যেহেতু এই সূরতে তামাত্তু বাতিল হবে না, তাই মদীনা থেকে শুধু হজ্বের নিয়তেই মক্কায় ফিরবে। (ইমদাদুল আহকাম ২/১৮১)

যেহেতু এই সূরতটা মতবিরোধপূর্ণ, তাই ট্রাভেলওয়ালাদেরকে অনুরোধ করে এই সূরত থেকে বেঁচে থাকা ভালো।

৩. ইফরাদ: ইফরাদ হজ্বের ফযীলত কিরান ও তামাত্তুর তুলনায় কম। হজ্বে ইফরাদ অর্থ শুধু হজ্জ করা। মীকাত থেকে শুধু হজ্বের ইহরাম বেঁধে মক্কায় পৌঁছে একটি তাওয়াফ করবে (তাওয়াফে কুদূম যা সুন্নাত)। এরপর হজ্বের কার্যক্রম শেষ হওয়া পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকবে। এ হজ্বে ১০ই জিলহজ্বের পূর্বে কোনো উমরা নেই। উমরা করতে চাইলে হজ্বের কার্যাদি শেষ করার পরে (১৩ই যিলহজ্বের পর) করতে পারবে। তবে ১৩ তারিখের পর উমরা করলে ঐ উমরার দ্বারা এই হজ্জ তামাত্তু বা কিরান হবে না। কারণ তামাত্তু বা কিরান হওয়ার জন্য হজ্বের আগে উমরা করা শর্ত। (রদ্দুল মুহতার ৩/৬৩১রশীদিয়া, মানাসিক ৭৪)

হজ্বে তামাত্তুর ব্যাখ্যা

যেহেতু আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক তামাত্তু হজ্জ করে, তাই নিম্নে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হলো। হজ্বে তামাত্তুর জন্য প্রথমে শুধু উমরার ইহরাম বাঁধতে হয়। উমরা আদায়ের পর হালাল অবস্থায় থেকে হজ্বের সময় এলে হজ্বের ইহরাম বাঁধতে হয়।

উমরার আলোচনা

উমরার হুকুম: যার সামর্থ্য আছে তার জন্য জীবনে কমপক্ষে একবার উমরা করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। অনেকে উমরাকে ওয়াজিবও বলেছেন। (মানাসিক পৃ.৪৬৩)

উমরার সময়: উমরার জন্য কোনো নির্ধারিত সময় নেই। বছরের যেকোনো সময়ই উমরা করা যায়। তবে ৯ই যিলহজ্জ থেকে ১৩ই যিলহজ্জ এর মধ্যে উমরা করা মাকরূহ। কারণ এসময় হজ্বের কার্যক্রম চলতে থাকে। (মানাসিক পৃ.৪৬৪)

উমরার উত্তম সময়: উমরার জন্য উত্তম সময় হলো রমযান মাস। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রমযান মাসে উমরা করলে একটি হজ্বের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যায়। অন্য এক বর্ণনায় আছে, রমযান মাসে উমরা করলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হজ্জ করার মত সাওয়াব পাওয়া যায়। (বুখারী হা. নং ১৭৮২, সহীহ মুসলিম হা.নং ১২৫৬)

উমরার ফরয দুইটি: ১. ইহরাম বাঁধা ২. তাওয়াফ করা।

উমরার ওয়াজিবও দুইটি: ১. সা’ঈ করা ২. চুলের আগা সামান্য অংশ কেটে ছোট করা।

উমরার প্রথম ফরয: ইহরামের প্রস্তুতি

* ইহরামের প্রস্তুতির নিয়তে প্রথমে নখ এবং শরীরের অতিরিক্ত পশম কেটে নিবেন।

* সফরে বের হওয়ার আগে ইহরামের নিয়তে গোসল করে নিবেন। গোসল সম্ভব না হলে শুধু উযূ করলেও চলবে। গোসলের পর মহিলারা নিজেদের স্বাভাবিক কাপড় তথা ঢিলেঢালা ফুল হাতার কামিজ ও সেলোয়ার পরবে। এরপর এমন বোরকা পরবে যা চেহারা আবৃত করে । কারণ, পরপুরুষের সামনে চেহারা খোলা রাখা হারাম। (যে-সব মহিলা চেহারা খোলা রাখবে এবং যে-সব পুরুষ ইচ্ছাকৃত তাদের দিকে তাকাবে, তাদের গুনাহ হবে। ফলে তাদের ‘হজ্বে মাবরূর’ নসীব হবে না।) কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে মুখ ঢাকার জন্য যে নেকাব পরা হবে, তা যেন চেহারায় লেগে না থাকে। সেজন্য আমাদের দেশে-বাইতুল মুকাররমসহ আরো অনেক জায়গায় ক্যাপের মত একটা জিনিষ পাওয়া যায়, কিন্তু ক্যাপের সামনের অংশ যত লম্বা ততো লম্বা নয় বরং এক দেড় ইঞ্চির মত লম্বা হবে, দেখতে অনেকটা ২/৩ তারিখের চাঁদের মত সেটা পরে তার উপর দিয়ে নেকাব পরবে। তাহলে পর্দাও হয়ে যাবে আবার নেকাব চেহারার সাথে লেগেও থাকবে না। মহিলারা হায়েয-নেফাস অবস্থায়ও ইহরাম বাঁধতে পারবে। তবে তখন পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য গোসল করা ভালো। (মানাসিকে মোল্লা আলী কারী পৃ.৯০)

বি.দ্র. অনেকে মনে করে যে, ইহরাম অবস্থায় মেয়েদের চেহারা খোলা রাখতে হয়। এটা মারাত্মক ভুল। এক ফরয আদায় করতে গিয়ে আরেক ফরয তরক করার শামিল। তাই আমরা যেভাবে চেহারা ঢাকার কথা বলেছি সেভাবে ঢাকতে হবে। অন্যথায় গুনাহ হবে।

ইহরাম বাঁধার স্থান: যারা বাংলাদেশ থেকে সরাসরি মদীনায় যাবে, তারা মদীনা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে জুলহুলাইফা নামক স্থানে ইহরাম বাঁধবে। জুলহুলাইফা মদীনা শহর থেকে ছয় মাইল দক্ষিণে। কিন্তু যারা বাংলাদেশ থেকে সরাসরি মক্কা যাবে, তাদের জন্য ঢাকা থেকেই (বাসা বা বিমানবন্দর থেকে অথবা বিমান যদি পথে বিরতি দেয় সেখান থেকে) ইহরাম বেঁধে নেওয়া ভালো। মনে রাখতে হবে ইহরামের কাপড় যেন লাগেজে না যায়, ইহরামের কাপড় থাকবে হাত ব্যাগে।

ইদানিং যেহেতু বিমানের শিডিউল ঠিক থাকে না, আবার অনেকের ফ্লাইটও বাতিল হয়ে যায়, তাই বাসায় ইহরাম না বাঁধাই ভাল। মনে রাখতে হবে, নিয়ত ও

তালবিয়া পড়া ছাড়া ইহরাম বাঁধা হয় না। তেমনি মাথার চুলের আগা না কাটলে ইহরাম ভঙ্গ হয় না।

ইহরাম বাঁধার পদ্ধতি: যারা সরাসরি মক্কায় যাবে, তারা হজ্জ ক্যাম্প বা বিমানবন্দর গিয়ে ফ্লাইট নিশ্চিত হলে, ওয়েটিং রুমে বসে থাকার ফাঁকে বাথরুমে গিয়ে, উযূ করে দক্ষিণ পাশের নামায ঘরে গিয়ে, মাকরূহ ওয়াক্ত না হওয়ার শর্তে দুই রাকা'আত নামায পড়ে নিবে। ইহরামের উদ্দেশ্যে এই দুই রাকা'আত নামায পড়া মুস্তাহাব। প্রথম রাকা'আতে সূরা কাফিরুন ও দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ইখলাস পড়া উত্তম। অন্য কোনো সূরা পড়লেও চলবে। মাকরূহ ওয়াক্ত হওয়া কিংবা অন্য কোনো কারণে এই নামায পড়তে না পরলেও কোনো সমস্যা নেই। অত:পর বিমানে উঠে শান্ত হয়ে বসে উমরার নিয়ত করে তালবিয়া পড়লেই ইহরাম বাঁধা হয়ে যাবে। তামাত্তু হজ্জকারী যেহেতু প্রথমে উমরা করবে, তাই প্রথমবার ইহরাম বাঁধার সময় শুধু উমরার নিয়ত করবে।

উমরার ইহরামের নিয়ত :

اللهم إنى أريد العمرة فيسرها لى وتقبلها منى

'হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য উমরার নিয়ত করছি। আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে কবূল করে নিন।' নিয়ত আরবীতে করা জরুরী নয়।

তালবিয়া: নিয়তের পর তালবিয়া পড়বে। মহিলাগণ নিচু স্বরে পড়বে। যখনই তালবিয়া পড়বে তিনবার পড়া এবং তালবিয়ার চার বাক্য চার শ্বাসে পড়া মুস্তাহাব। (রদ্দুল মুহতার ৩/৪৯২ যাকারিয়া)

তালবিয়ার চার বাক্য চার শ্বাসে এভাবে পড়বে:

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ -----১

لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ----২

اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ----৩

لَاشَرِيْكَ لَكَ -----৪

নাবালেগার ইহরাম: নাবালেগা বাচ্চা বুদ্ধিমান হলে নিজের ইহরাম নিজেই বাঁধবে এবং হজ্জ ও উমরার যাবতীয় কাজ নিজেই করবে। কোনো ওযর ছাড়া তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ ইহরাম বাঁধলে বা তার হজ্বের কাজ অন্য কেউ করে দিলে সহীহ হবে না। নাবালেগা বাচ্চা যদি বুদ্ধিমান না হয় তাহলে তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক ইহরাম বাঁধবে। তার নিজের ইহরাম বাঁধা ধর্তব্য হবে না। তবে

নাবালোগা বাচ্চা যদি ইহরাম বাঁধা ছাড়াই পিতা-মাতা বা অন্য কারো সাথে হজ্বের সফরে যায় তাহলেও তাতে কোনো গুনাহ হবে না। (রদ্দুল মুহতার ৩/৫৩৫-৩৬ রশীদিয়া)

বোবার ইহরাম: বোবা ব্যক্তির ইহরাম বাঁধার জন্য তালবিয়া পড়তে হবে না। তার জন্য হজ্বের নিয়তই ইহরাম বলে গণ্য হবে। (রদ্দুল মুহতার ২/১৮১-৮২ যাকারিয়া)

বেহুশ ব্যক্তির ইহরাম: হজ্ব বা উমরার সফরে বের হয়ে ইহরাম বাঁধার আগেই যদি কেউ বেহুশ হয়ে যায়, আর মীকাত অতিক্রম করার আগে হুশ ফেরার সম্ভাবনা দেখা না যায়, তাহলে তার সঙ্গীদের মধ্য থেকে কেউ নিজের ইহরাম বাঁধার সময় বা নিজের ইহরাম বাঁধার পরে ঐ বেহুশ সঙ্গীর পক্ষ থেকেও ইহরামের নিয়ত করে নিবে। এর দ্বারা তারও ইহরাম বাঁধা হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার ৩/৫৪৮-৪৯ যাকারিয়া)

অভিজ্ঞতা: ঢাকা থেকে সরাসরি মক্কাগামী হাজীদের বিমান সাধারণত জিদ্দায় অবতরণের ২০-২৫ মি. আগে মীকাত অতিক্রম করে থাকে। অনেক বিমানে ঘোষণাও করা হয় যে, বিমান আর দশমিনিট পর মীকাত অতিক্রম করবে। এটাই ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করার দম থেকে বাঁচার শেষ সময়। তখনও যদি কেউ ইহরাম বেঁধে নেয় তাহলে তাকে দম দিতে হবে না।

ইহরাম বাঁধার পর দু'টি কাজ

১. বেশি বেশি তালবিয়া পড়া। যে কোনো স্থান ও অবস্থার পরিবর্তনে তালবিয়া পড়া সুন্নাত। যেমন: ঘরে-বাইরে, পথেঘাটে, বাসে, বিমানে, এমনিভাবে প্রত্যেক নামাযের পরে, উপরে উঠার সময়, নিচে নামার সময়, ঘুমানোর আগে ও পরে। মোটকথা সব জায়গায় তালবিয়া পড়তে থাকা, এমনকি কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে আগে তালবিয়া পড়া তারপর সালাম দেওয়া। রদ্দুল মুহতার ৩/৪৯২ যাকারিয়া

* প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে তালবিয়া পড়বে। মুআল্লিম বা অন্য কারো সাথে তাল মিলিয়ে পড়বে না। রদ্দুল মুহতার ৩/৫০২ যাকারিয়া
* যখনই তালবিয়া পড়া হবে এক সাথে তিনবার পড়া মুস্তাহাব। মানাসিক১০২-৩

২. ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বেঁচে থাকা।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজের বর্ণনা: নিষিদ্ধ কাজসমূহ কয়েক ভাগে বিভক্ত। যেমনঃ

১. আল্লাহর হুকুমের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন: কোনো প্রকারের গুনাহ করা।

২. শরীর ও কাপড়ের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন: মহিলারা মাথা, চেহারা ঢেকে রাখবে কিন্তু নেকাব যাতে চেহারায় লেগে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। খ. চুল, নখ ইত্যাদি কাটা। গ. গোসলের সময় ইচ্ছাকৃত শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা। ঘ.

কাপড় বা শরীরে কোনো প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করা, তাই আতর, সেন্ট, সুগন্ধিযুক্ত তেল, সাবান, সোনো, পাউডার ইত্যাদি কোনো কিছুই ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি পানের সাথে সুগন্ধি জর্দা খাওয়াও মাকরূহ। মেহেদিও খোশবুর অন্তর্ভুক্ত তাই কেউই মেহেদি ব্যবহার করতে পারবে না। (মানাসিকে মোল্লা আলী কারী পৃ.১১৭)

৩. স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন : স্বামীর সাথে অতি-অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কোনো কথাবার্তা বলা কোনো কাজ করা। তবে স্বামীর পাশে বসা বা চলাচলের সময় স্বামীর হাত ধরতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু স্বামীর সাথে একই বিছানায় শোয়া বা ঘুমানো উচিত নয়। (মানাসিক পৃ. ১১৯)

৪. সাথীদের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন : সাথীর সাথে কিংবা অন্য যে কোনো মানুষের সাথে ঝগড়া করা। কারো কোনো জিনিষ না বলে নেওয়া। (হজ্বের সফরে যথাসম্ভব অন্যকে নিজের উপর প্রধান্য দেওয়ার চেষ্টা করা।) (মানাসিক পৃ.১১৭)

উল্লেখ্য, কোনো পতিত জিনিষ ধরবে না। পতিত জিনিষ ধরলে বা উঠালে চোর সাব্যস্ত হয়ে জেলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। তবে হ্যাঁ, পতিত জিনিষের মালিককে বলা যেতে পারে যে, আপনার সামান উঠিয়ে নেবে।

৫. প্রাণীর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন: বন্য পশু শিকার করা বা কোনো শিকারীকে সাহায্য করা। উকুন মারা এবং মারতে সাহায্য করা । (মানাসিক পৃ. ১১৯)

ইহরাম অবস্থায় যে-সব কাজ করা যায় :

* ইহরাম অবস্থায় মাথা ও মুখ ব্যতীত সম্পূর্ণ শরীর কাঁথা, কম্বল, চাদর ইত্যাদি দিয়ে ঢাকা। মাথা ও গাল বালিশে রেখে শোয়া। তবে সম্পূর্ণ চেহারা বালিশে রেখে উপুড় হয়ে শোয়া যাবে না। (মানাসিক পৃ.১২৩)

* ইহরাম অবস্থায় নিজের পরিধেয় কাপড় ময়লা বা নাপাক না হলেও পরিবর্তন করা। (মানাসিক পৃ.৯৮)

* সুগন্ধিযুক্ত সাবান ব্যবহার না করে গোসল করা । তবে ইচ্ছাকৃত শরীরের ময়লা উঠানো যাবে না। (মানাসিক পৃ. ১২০)

* সুঘ্রাণযুক্ত ফল-মুল খাওয়া যাবে। তবে ইচ্ছাকৃত ফল বা ফুলের ঘ্রাণ নিবে না। (মানাসিক পৃ. ১২১,১২৪)

* ঘ্রাণমুক্ত লিপজেল, ভ্যাসলিন ঠেকাবশত ব্যবহার করা । (কিতাবুল মাসাইল ৩/১৬২)

* সেলাইযুক্ত বেল্ট, ব্যাগ ইত্যাদি ব্যবহার করা । (মানাসিক পৃ.১২২)

* ইহরাম অবস্থায় গৃহপালিত পশু যেমন : হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল ইত্যাদি জবাই করা এবং মাছ শিকার করা । (মানাসিক পৃ.১১৯)

* ইহরাম অবস্থায় মশা-মাছি, সাপ-বিচ্ছু, পিঁপড়া, পোকা-মাকড়, হিংস্র জানোয়ার মারা। পিঁপড়া কষ্টদায়ক না হলে মারা যাবে না। (মানাসিক পৃ ১২৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫২)

* দাঁত উঠানো। ফোঁড়া, বিচি ইত্যাদি গালা, ভাঙ্গা নখ কেটে ফেলা, ব্রাশ করাও যাবে তবে সুগন্ধি পেস্ট ব্যাবহার করা যাবে না। (মানাসিক পৃ.১২২)

* ইহরাম অবস্থায় চশমা, ঘড়ি, আংটি, মাফলার ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই। (আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৮৯)

মহিলাদের বিশেষ কিছু মাসাইল :

* মহিলারা পায়ের পাতা ঢেকে ফেলে, এমন জুতা, হাত ও পায়ের মোজা, জাঙ্গিয়া-পেন্টি ইত্যাদি পরতে পারবে। মানাসিক পৃ. ১১৫

* মাসিক বা সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব চলাকালীনও ইহরাম বাঁধতে পারবে। তাওয়াফ, নামায, কুরআন তিলাওয়াত ও মসজিদে প্রবেশ ব্যতীত ঐ অবস্থায় হজ্বের অন্যান্য সব কাজই করতে পারবে। মানাসিক পৃ.৯০

* স্বর্ণ ও অন্যান্য অলংকার পরতে পারবে। তবে ইহরাম অবস্থায় অলংকার না পরাই ভালো। মানাসিক পৃ.১১৬

* ইহরাম অবস্থায় চুলে তেল দেওয়া, সিঁথি করা নিষেধ। চুল বেঁধে রাখতে পারবে। তবে চুল না আঁচড়ানোর কারণে যদি খুব বেশি সমস্যা হয়, চুলে জট লেগে যাওয়ার উপক্রম হয়, তাহলে সাজসজ্জার নিয়ত ছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী বড় দাঁতের চিরুনি দ্বারা চুল আঁচড়ানো যাবে। মানাসিক পৃ.১২৪, গুনইয়াতুন নাসিক পৃ. ৮৯-৯০

* কালো বোরকা ব্যবহার করতে পারবে। অনেকে সাদা বোরকা ব্যবহার জরুরী মনে করে। এধারণা মোটেও ঠিক নয়। মানাসিক পৃ.১১৫

* মেহেদি, লিপস্টিক ঘ্রাণমুক্ত হলেও ব্যবহার করা যাবে না। গুনইয়াতুন নাসিক পৃ.৯০

* মক্কায় অবস্থানকালে মহিলারা হজ্বের ইহরাম বাসাতেই বাঁধবে। মহিলাদের ইহরামের জন্য মসজিদে হারামে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। মানাসিক পৃ. ১১৫

* চুল ধোয়ার জন্য সুগন্ধি শ্যাম্পু ব্যাবহার করা যাবে না। বর্তমান বাজারের সব শ্যাম্পুই সুগন্ধিযুক্ত তাই ইহরাম অবস্থায় শ্যাম্পু ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। কিতাবুল মাসাইল ৩/১৬৩

ইহরাম বাঁধার হজ্বে পর যেতে না পরলে করণীয়: হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধার পর যেকোনো কারণবশত মক্কায় যেতে না পারলে ইহরাম অবস্থায় থাকবে এবং ইহরাম অবস্থার নিষেধাজ্ঞাসমূহও মেনে চলবে। অতঃপর যখন যাওয়া সম্ভব হয় তখন গিয়ে হজ্জ বা উমরা আদায় করে ইহরাম থেকে মুক্ত হবে। কিন্তু দীর্ঘ সময় ইহরাম অবস্থায় থাকা যদি কষ্টকর হয়, তাহলে কারো মাধ্যমে মক্কায় হারামের সীমানার ভিতর উমরা ও ইফরাদ হজ্বের ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একটি বকরী বা দুম্বা জবাই করাবে। আর কিরান হজ্বের ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দুইটি বকরী বা দুম্বা জবাই করাতে হবে। বকরী বা দুম্বা জবাই হওয়ার পরই হালাল হয়ে যাবে তথা ইহরামমুক্ত হয়ে যাবে। তবে জবাই এর পর চুলের আগা থেকে সামান্য চুল কাটা উত্তম। অতঃপর যে ব্যক্তি উমরার ইহরাম থেকে হালাল হবে সে পরবর্তীতে একটি উমরা কাযা করে নিবে। আর ইফরাদ হজ্বের ইহরাম থেকে হালাল হলে একটি উমরা ও একটি হজ্জ কাযা করতে হবে। কিরান হজ্বে ইহরাম থেকে হালাল হলে, দুইটি উমরা ও একটি হজ্জ করতে হবে। তবে যদি ঐ বছরই হজ্জ করা সম্ভব হয়, তাহলে অতিরিক্ত উমরাটি করতে হবে না। (মানাসিকে মোল্লা আলী কারী পৃ.৪১৭-২৭)

ইহরাম অবস্থায় মৃত্যু হলে করণীয়: কেউ যদি ইহরাম অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে তাহলে তাকে সাধারণ মাইয়্যেতের মতোই গোসল করাতে হবে এবং কাফন-দাফন করতে হবে। তার চেহারাও ঢাকা যাবে এবং আতর ও কর্পূরও ব্যবহার করা যাবে। রদ্দুল মুহতার ২/৪৮৮

* যে বছর হজ্জ ফরয হয়েছিল সেই বছর ইহরাম অবস্থায় মারা গেলে ঐ ব্যক্তির ওয়ারিশদের জন্য ঐ হজ্বের বদলী করানো জরুরী নয়। আর যদি ঐ বছর ইহরাম না বেঁধে থাকে বরং পরবর্তী কোনো বছর ইহরাম বেঁধে থাকে এবং উকূফে আরাফার আগে মারা যায় তাহলে তার পক্ষ থেকে তার দেশ থেকে বদলী হজ্জ করানো জরুরী। আর উকূফে আরাফার পরে মারা গেলে বদলী হজ্জ করাতে হবে না। আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫২২

অভিজ্ঞতা :

১. মনে রাখতে হবে যে, বিমানের মধ্যে এবং লাগেজ হাতে পাওয়ার আগ পর্যন্ত যে-সব জিনিষ প্রয়োজন হবে (যেমন: গামছা, জায়নামায, ঔষধ, কিছু শুকনা

খাবার ইত্যাদি) সেগুলো নিজের সাথে রাখবে অর্থাৎ হাতব্যাগে রাখবে। যাতে পথে কোনো অসুবিধা না হয়।

২. জিদ্দায় পৌঁছার পর প্রথমে ইমিগ্রেশন পার হতে হয়। ইমিগ্রেশনের পর সামান্য সামনে আগে বাড়তেই সামানপত্র বুঝে নেওয়ার স্থান। কর্তৃপক্ষ বিমান থেকে লাগেজ নামিয়ে সেখানে জমা করতে থাকে। সেখান থেকে নিজের লাগেজ বুঝে নিতে হবে। তারপর একটু সামনে অগ্রসর হলেই কাস্টম চেকইন, সেখানে মেশিনে চেক করানোর পর দরজার কাছে গেলে, কুলিরা লাগেজ তাদের গাড়িতে তুলে নিবে। অপরদিকে মুআল্লিমের লোকেরা পাসপোর্টে বাস ভ্রমণের টিকিট লাগিয়ে দিবে। টাকা পয়সা টিকিট ইত্যাদি নিজের গলায় ঝুলানো ব্যাগে রাখবেন। এ পর্যন্ত বিমানবন্দরের কাজ শেষ।

এখন বাসে চড়ে গন্তব্যস্থলে যাওয়ার জন্য আপনাকে পায়ে হেঁটে সামান্য দূরে বাংলাদেশ হজ্জমিশনের স্থানে (দরজা থেকে বের হয়ে ডান দিকে) পৌঁছতে হবে এবং কুলিরা মাল আনার পর নিজের লাগেজ বুঝে নিতে হবে। তারপর বাসে উঠার আগ পর্যন্ত নিজের দেশের জন্য নির্ধারিত স্থানে অপেক্ষা করতে হবে। বিশাল তাবুসদৃশ অপেক্ষার ঐ জায়গাকে হজ্জ ক্যাম্প বলে। সেখানে উযূ ইস্তিঞ্জা ও নামাযের সুব্যবস্থা আছে আশে-পাশে সৌদির বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানির সীম পাওয়া যায় এবং প্রত্যেকটি সীমে মূল্যের সমপরিমাণ ‘ফ্রী’ কথা বলার সুযোগ থাকে। সেখানে বিভিন্ন রকমের খাবারও পাওয়া যায়।

৩. ইমিগ্রেশন থেকে নিয়ে বাসে উঠা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতে পারে। এ কারণে কেউ যেন অধৈর্য না হয়। প্রত্যেকের চিন্তা করা দরকার বিমান আবিস্কার হওয়ার আগে মানুষ কত কষ্ট করে হজ্জ করতো। হজ্বের সফরে কয়েক মাস সময় লেগে যেত। পথে হাজারো বালা-মুসীবত ও বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হত। আর এখন আল্লাহ তা‘আলা কতো সহজ করে দিয়েছেন। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হজ্জ যাত্রী সুদূর বাংলাদেশ থেকে মক্কায় পৌঁছে যাচ্ছে। এরপর সামান্য দেরির কারণে অধৈর্য হওয়া মোটেই সাজে না। অপেক্ষার সময়ে অধৈর্য না হয়ে যিকির আযকার করতে থাকবে। ইহরামের অবস্থায় থাকলে বেশি-বেশি তালবিয়া পড়তে থাকবে, তবে তালবিয়া দলবদ্ধভাবে পড়া ঠিক নয়।

৪. বাসে উঠার পূর্বে লাইনে দাঁড়াতে হয়। মুআল্লিমের লোকেরা বার বার লোক সংখ্যা গুনে এবং পাসপোর্ট নিয়ে নেয়। এরপর দেশে ফেরার জন্য জেদ্দায় আসা পর্যন্ত পাসপোর্ট মুআল্লিম এর লোকদের কাছে থাকে। আর বাস ভ্রমণের সময় পাসপোর্ট ড্রাইভারের দায়িত্বে থাকে। হজ্জ শেষে যখন দেশে ফেরার জন্য জেদ্দায় পৌঁছে তখন পাসপোর্ট ফেরত দেওয়া হয়। এর আগে পাসপোর্ট দেওয়া হয় না।

৫. মক্কায় পৌঁছার পর প্রথমে মুআল্লিম এর অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে বিভিন্ন পরিচয়পত্র দেওয়া হয় যা গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হয় এবং হাতে পরতে হয়। এসব পরিচয়পত্র যত্নের সাথে গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে এবং হাতে পরতে হবে। এরপর হাজীদেরকে তাদের জন্য ভাড়াকৃত বাসা বা হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। বাসা বা হোটেলে গ্রুপ লিডার যে কামরা দিবে সেখানে নিজের সিট নিবে। সিট পাওয়ার পর উমরার জন্য তাড়াহুড়া করবে না বরং ধীরে সুস্থে নিজেকে উমরার জন্য প্রস্তুত করবে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিবে। সম্ভব হলে গোসল করবে। কাপড় পরিবর্তন করে প্রয়োজনে কিছু খেয়ে নিবে। এরপর খোঁজ-খবর নিয়ে যখন ভিড় কম মনে হবে তখন উমরার নিয়তে মাহরাম সহ বাইতুল্লায় রওনা হবে।

উমরার দ্বিতীয় ফরয: তাওয়াফের প্রস্তুতি

তাওয়াফের জন্য পবিত্রতা জরুরী। সুতরাং উযূ না থাকলে উযূ করে নেবে, আর গোসল ফরয হলে গোসল করে নেবে। মসজিদে হারামে প্রবেশের পূর্বেই (বাসায় বা হোটেলে) উযূ-গোসল সেরে নিতে হবে। কাপড় বা শরীরে নাপাকি থাকলে পাক করে নিতে হবে। বাহ্যিক নাপাকিসহ তাওয়াফ করা মাকরূহ। মনে রাখবেন মহিলারা হায়েয নেফাস অবস্থায় তাওয়াফ করতে পারবে না। এবং তাওয়াফ করতে সাথে মাহরামকে রাখা। গুনইয়াতুন নাসিক পৃ.১২২

মসজিদে হারাম সংশ্লিষ্ট মাসায়েল:

* পবিত্রতা অর্জনের পর প্রথমে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে। মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় মসজিদে প্রবেশের সুন্নাতগুলো যথানিয়মে পালন করবে। অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলবে, দুরূদ শরীফ পড়বে, এরপর এই দু'আটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ ذُنُوْبِیْ وَافْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

এই তিনটি দু'আ একত্রে এভাবে পড়া যায়-

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

তারপর ডান পা মসজিদের সীমানায় রাখবে এবং ই'তিকাফের নিয়ত করে মসজিদে প্রবেশ করবে।

* মসজিদে হারামে প্রবেশের পর বাইতুল্লাহর উপর নজর পড়ার সাথে সাথে তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলবে। এরপর একবার বা তিনবার "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়বে। তারপর নিজের ভাষায় প্রাণ খুলে দু'আ করবে। এই সময় দু'আ কবূল হয়। এই দু'আর সময় হাত না উঠানো ভালো। মানাসিক-১২৮,৫৬৪

* মসজিদে হারামে যেখানেই নামায পড়া হোক নামায অবস্থায় সিনা একেবারে কাবা শরীফ বরাবর থাকা জরুরী। কাবা শরীফ বরাবর সীনা না থাকলে নামায হবে না। বাদায়েউস সানায়ে ১/৩১২

* মসজিদে হারামে জামা'আতে নামায পড়ার সময় পুরুষের পাশে বা সরাসরি পুরুষের সামনে নামায আদায় করবে না। তবে নামায অবস্থায় যদি কোনো পুরুষ পাশে দাঁড়িয়ে নামাযে শরীক হয়ে যায়, তাহলে পুরুষের নামায নষ্ট হবে। তবে হ্যাঁ যেহেতু মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে তাই সেখানেই নামায পড়বে।

* বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকাও সাওয়াবের কাজ। তাই ইশক-মুহাব্বতের সাথে গুনাহ মাফের আশায় বেশি-বেশি তাকিয়ে থাকুন।

* মসজিদে প্রবেশের পর কোনো প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে জায়নামায বা অন্য কিছু রেখে জায়গা দখল করে যাবে না কিংবা কারো সাহায্যে জায়গা ধরে রাখবে না। মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে আসারও চেষ্টা করবে না। যেকোনোভাবে অন্যকে কষ্ট দেওয়া গুনাহের কাজ। এই মহা পবিত্র স্থানে সবধরনের গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরী।

* মসজিদে গল্প করবে না এবং উচ্চ স্বরে কথাও বলবে না।

তাওয়াফ: মসজিদে হারাম অতিক্রম করার পর তাওয়াফের স্থান শুরু হয়। তাওয়াফের স্থানকে মাতাফ বলে। মাতাফে পৌঁছে তাওয়াফ করবে। ইজতিবার হুকুম পুরুষদের জন্য। মহিলাদের জন্য নয়। (মানাসিক-১৩০)

* মহিলারা রমল করবে না। মানাসিক-১৩৩

* হজ্বে তামাত্তুকারীগণ উমরার তাওয়াফ শুরু করার আগে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিবে। পুনরায় হজ্বের ইহরাম বাঁধার আগে আর তালবিয়া পড়ার অনুমতি নেই।

* তাওয়াফ শুরু করার আগে হাজরে আসওয়াদের বরাবর দাঁড়িয়ে তার দিকে সীনা ও চেহারা ফিরিয়ে দাঁড়াবে।

অভিজ্ঞতা: ভিড়ের মধ্যে হাজরে আসওয়াদ বরাবর আসতে পেরেছে কিনা তা বুঝার সহজ উপায় হলো, মসজিদে হারামের এক দিকে শুধু একটি মিনার আছে, সেই মিনার থেকে একটু সামনে অগ্রসর হবে। কিংবা ঐ দিকেই মসজিদে হারামের দ্বিতীয় তলায় সবুজ বাতি জ্বলে থাকতে দেখবে, ঐ বাতি বরাবর দাঁড়িয়ে বাইতুল্লাহমুখী হলেই হাজরে আসওয়াদ বরাবর হয়ে যাবে।

* হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসে তাওয়াফের নিয়ত করবে।

তাওয়াফের নিয়ত: হে আল্লাহ! আমি উমরার তাওয়াফ করছি। আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং কবুল করে নিন।

* এরপর নামাযে তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় যেভাবে হাত উঠানো হয় সেভাবে উভয় হাতের তালু হাজরে আসওয়াদ ও বাইতুল্লাহর দিকে ফিরিয়ে বলবেঃ

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ۔

শুধু بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ বললেও চলবে। (মানাসিক-১৩০)

আজকাল ভিড়ের কারণে যেহেতু হাজরে আসওয়াদের কাছে যাওয়া যায় না, তাছাড়া ওখানে খোশবু লাগানো থাকে তাই ইশারায় হাজরে আসওয়াদ চুমু খাওয়াই ভালো। হাজরে আসওয়াদ বরাবর দাঁড়িয়ে উভয় হাতের তালু হাজরে আসওয়াদের উপর রাখার মতো করে ইশারা করবে। অত:পর তালুতে শব্দ করা ছাড়া চুমু খাবে। কেউ যদি কখনো হাজরে আসওয়াদকে সরাসরি চুমু খাওয়ার সুযোগ পায় তাহলে হাজরে আসওয়াদের উপর দুই হাত রেখে দুই হাতের মাঝে পাথরের উপর নি:শব্দে চুমু খাবে। যদি এভাবে চুমু খেতে না পারে তাহলে সম্ভব হলে হাতদিয়ে স্পর্শ করে হাতে চুমু খাবে। মানাসিক-১৩১

* হাজরে আসওয়াদ চুম্বন শেষে সীনা সোজা করে, কাবা শরীফকে বামে রেখে হাটতে শুরু করবে।

* বাইতুল্লাহ সংলগ্ন উত্তর দিকে দেয়ালঘেরা স্থানকে হাতীম বলে। হাতীম বাইতুল্লাহরই অংশ। তাই হাতীমের বাহির থেকে তাওয়াফ করবে। হাতীমের ভিতর থেকে তাওয়াফ করলে তাওয়াফ হবে না। মানাসিক-১৫৩

* তাওয়াফ করা অবস্থায় বাইতুল্লাহর দিকে সীনা করা নিষেধ। তখন কোনো কারণে বাইতুল্লাহর দিকে সীনা ফিরে গেলে, যতটুকু স্থান সীনা ফিরা অবস্থায় তাওয়াফ করা হয়েছে ততটুকু স্থান পুনরায় সহীহভাবে তাওয়াফ করতে হবে। রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৪

* পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করতে অক্ষম ব্যক্তি হুইল চেয়ার বা অন্য কোনো বাহনে চড়ে তাওয়াফ করতে পারবে। মানাসিক-১৫২

* তাওয়াফের সময় ফরয নামায বা জানাযা নামাযের জামা'আত শুরু হলে তাওয়াফ স্থগিত করে জামা'আতে শরীক হবে। নামায শেষে যেখানে তাওয়াফ স্থগিত করা হয়েছিলো সেখান থেকে তাওয়াফ শুরু করবে। তবে বিরতির আগে তিন চক্কর বা তার চেয়ে কম তাওয়াফ করে থাকলে এই চক্করগুলি না ধরে নতুন করে তাওয়াফ শুরু করা উত্তম। রদ্দুল মুহতার-২/৪৯৭

* তাওয়াফের সময় বাইতুল্লাহর দিকে ইচ্ছা করে তাকানো মাকরূহ। আনওয়ারে মানাসেক পৃ.৩৭৬

* সাত চক্করে এক তাওয়াফ পূর্ণ হয়। এক তাওয়াফে স্বেচ্ছায় সাতের অধিক চক্কর দেওয়া নিষেধ। যদি কেউ স্বেচ্ছায় সাতের অধিক চক্কর দেয় তাহলে অষ্টম চক্কর নতুন তাওয়াফ বলে গণ্য হবে এবং তাকে ঐ অতিরিক্ত চক্করসহ সাত চক্কর পুরা করতে হবে। তবে ভুলবশত সাতের অধিক হয়ে গেলে অসুবিধা নেই। রদ্দুল মুহতার-২/৪৯৬

* রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছে সম্ভব হলে দুই হাত বা শুধু ডান হাত দ্বারা তা স্পর্শ করবে। সম্ভব না হলে করবে না। রুকনে ইয়ামানীকে ইশারায় স্পর্শ করার কোনো বিধান নেই। (হাজরে আসওয়াদকে সামনে নিয়ে দাঁড়ালে বাইতুল্লাহর বাম দিকের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ রুকনে ইয়ামানী। এই কোণের নিচের দিকের কিছু অংশ কাবা শরীফের গেলাফমুক্ত রাখা হয়েছে।) রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করতে গিয়ে যদি সীনা বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে যায় তাহলে ঐ স্থানটুকুর তাওয়াফ পুনরায় করতে হবে। রদ্দুল মুহতার-২/৪৯৮

* হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে পুনরায় হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছলে এক চক্কর পূর্ণ হবে। হাজরে আসওয়াদের বরাবর পৌঁছে তার দিকে ফিরে দাঁড়াবে। এর পর 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে সম্ভব হলে সরাসরি অন্যথায় ইশারায় হাজরে আসওয়াদকে চুমু খাবে। তারপর বাইতুল্লাহকে বামে রেখে নতুন চক্কর শুরু করবে। আগের নিয়ম অনুযায়ী চক্কর পুরা করবে। এভাবে সাত চক্করে এক তাওয়াফ হবে। খেয়াল রাখবে, তাওয়াফের সাত চক্করে আটবার হাজরে আসওয়াদ চুমু খেতে হবে। তাওয়াফ শুরু করার সময় একবার আর প্রত্যেক চক্কর শেষে একবার। রদ্দুল মুহতার-২/৪৯৮

* তাওয়াফ করাকালীন প্রয়োজনে পানি পান করা যাবে। মানাসিক ১৬৪

* তাওয়াফের সময় যদিও কথাবার্তা বলা জায়িয কিন্তু একান্তই প্রয়োজন ছাড়া কোনো কথা বলবে না। যিকির ও দু'আর মধ্যে মশগুল থাকবে। তাওয়াফ অবস্থায় কিতাব দেখে কোনো দু'আ পড়ার প্রয়োজন নেই। তাওয়াফের মধ্যে এমন কোনো নির্দিষ্ট দু'আ নেই যা না পড়লে তাওয়াফ সহীহ হবে না। তাওয়াফের সময় যেকোনো দু'আ ও যিকির করা যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাওয়াফ অবস্থায় দুই স্থানে দু'টি দু'আ পড়ার কথা বর্ণিত আছে। যারা পারবে তারা ঐ দুই স্থানে দু'আ দু'টি পড়বে। যথা:

ক. রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে তিনি এই দু'আ পড়তেন: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন, আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.নং -৩০২৪৮)

খ. হাজরে আসওয়াদ এবং মাকামে ইবরাহীমের মাঝে এই দু'আ পড়তেন:

اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ

'হে আল্লাহ! আপনার প্রদত্ত রিযিকে আমায় তুষ্ট রাখুন এবং তাতে আমার জন্য বরকত দান করুন। আর আমার যাবতীয় অজ্ঞাত বিষয়াদিতে কল্যাণ নিহিত রাখুন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.নং- ৩০২৪৯

অভিজ্ঞতা: এমন কিছু যিকির আছে যেগুলো তাওয়াফের সময় আদায় করলে যিকিরের আমলও হয়ে যাবে সাথে সাথে কত চক্কর হল এবং এখন কততম চক্কর চলছে তাও মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ। তবে এগুলোকে সুন্নাত মনে করবে না, শুধু বৈধ মনে করবে। যিকিরগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ:

১ম চক্করে سبحان الله পড়তে থাকা।

২য় চক্করে الحمد لله পড়তে থাকা।

৩য় চক্করে لااله الاالله পড়তে থাকা।

৪র্থ চক্করে الله اكبر পড়তে থাকা।

৫ম চক্করে سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم পড়তে থাকা।

৬ষ্ঠ চক্করে যে কোনো সহীহ দুরূদ শরীফ পড়তে থাকা।

৭ম চক্করে যে কোনো ইস্তিগফার পড়তে থাকা।

উল্লেখ্য, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত তাওয়াফ অবস্থায় পড়ার দু'আ দুটি নির্দিষ্ট দুই স্থানে পড়বে। আর অন্যান্য স্থানে এই যিকিরগুলো করবে। তাহলে দু'আ-যিকির উভয়টির উপর আমল করা হবে এবং চক্করের নাম্বারও মনে থাকবে। তাছাড়া তাওয়াফ অবস্থায় প্রত্যেকে মনের আবেগ ও প্রয়োজন মোতাবেক নিজ ভাষায় যে কোনো দু'আই করতে পারবে। স্মরণ রাখবে তাওয়াফ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা থেকে যিকির করা উত্তম। আনওয়ারে মানাসেক পৃ.৩৮২

তাওয়াফ শেষে করণীয়: তাওয়াফ শেষ করে দুই রাকা'আত ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামায পড়তে হবে। তাওয়াফ নফল, ওয়াজিব, ফরয যাই হোক তাওয়াফ শেষ করে দুই রাকা'আত নামায পড়া ওয়াজিব। এই দুই রাকা'আত নামায মাকামে ইবরাহীমকে সামনে রেখে পড়া মুস্তাহাব। তাওয়াফের স্থান ছেড়ে মাতাফের এক

কোণে এমনভাবে দাঁড়াবে যাতে মাকামে ইবরাহীম এবং বাইতুল্লাহ উভয়টি সামনে থাকে। যদি এভাবে দাঁড়ানো সম্ভব না হয় তাহলে হারামের সীমানার মধ্যে যেকোনো জায়গায় এই নামায আদায় করা যাবে। তবে যেহেতু মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট যায়গা রয়েছে তাই সেখানে পড়বে। রদ্দুল মুহতার-২/৪৯৮

* মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে এই দুই রাকা'আত নামায তাওয়াফ শেষ করে সাথে সাথে আদায় করে নেয়া উত্তম। মানাসিক- ১৫৫

* এই দুই রাকা'আতের প্রথম রাকা'আতে সূরা কাফিরুন আর দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ইখলাস পড়া উত্তম। তবে অন্য যে কোনো সূরা দিয়েও তা আদায় করা যাবে। মানাসিক-১৫৭

* আসরের পর তাওয়াফ করলে তাওয়াফের নামায মাগরিবের ফরযের পর সুন্নাতের আগে পড়বে। মানাসিক- ১৫৭

* তাওয়াফের নামায শেষে দু'আ করবে। এখন দু'আ কবূলের সময়। তাই প্রাণ খুলে দু'আ করবে।

* এরপর পেট ভরে-তৃপ্তি সহকারে যমযমের পানি পান করবে। নামায শেষে এই মুবারক পানি পান করা মুস্তাহাব। দাঁড়িয়ে কিংবা বসে যেভাবে সম্ভব পান করা যাবে। পান করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলবে। অত:পর এই দু'আ পড়বে:-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ .

পান শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে। মানাসিক পৃ. ১৩৯

যমযমের পানির কিছু বৈশিষ্ট্য:

১. যমযম কুয়ার পানি যতই ব্যবহার করা হোক তা কখনো শেষ হয় না, হবেও না ইনশাআল্লাহ। এখন প্রতিদিন মেশিনের মাধ্যমে লাখ লাখ লিটার পানি উত্তোলন করা হচ্ছে কিন্তু পানিতে কোনো ঘাটতি পড়ছে না। অথচ প্রতিদিন এই পরিমাণ পানি পৃথিবীর অন্য যেকোনো কুয়া থেকে উত্তোলন করা হলে নিশ্চয়ই তার পানি শেষ হয়ে যেত।

২. যমযমের পানি তৃষ্ণা নিবারণের সাথে সাথে ক্ষুধাও দূর করে।

৩. যমযমের পানি কোনো ঔষধ ব্যবহার করা ছাড়াই অনেক দিন রাখা যায়। একারণে পানির মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসে না। অথচ সাধারণ পানি অনেক দিন রাখলে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যায়। (কিতাবুল মাসাইল ৩/২৫৩)

অভিজ্ঞতা: মাতাফের বিভিন্ন জায়গায় যমযমের পানির ট্যাংক রাখা আছে। কিছু ট্যাংকের গায়ে 'নট কোল্ড' লেখা আছে। সেগুলো স্বাভাবিক পানি। আর অধিকাংশ

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ট্যাংকের গায়ে কিছু লেখা নেই। সেগুলো ঠাণ্ডা পানি। যেটা স্বাস্থ্যের অনুকূলে হবে সেটা তৃপ্তিসহ পান করবে। তাওয়াফ থেকে ফারেগ হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই পানির চাহিদা সৃষ্টি হয়। তখন আল্লাহ তা'আলারও হুকুম পানি পান করা। এভাবে পরম করুণাময় আল্লাহ বান্দার স্বভাবের চাহিদাকে ইবাদাত বানিয়ে দিয়েছেন।

মুলতাযামে উপস্থিতি: হাজরে আসওয়াদ ও বাইতুল্লাহর দরজার মধ্যবর্তী দেয়ালকে মুলতাযাম বলে। যমযমের পানি পান করে মুলতাযামে উপস্থিত হওয়া মুস্তাহাব। মুলতাযামে এসে বাইতুল্লাহর দেয়ালের সাথে বুক ও ডান গাল লাগিয়ে দিবে এবং ডান হাত উপরের দিকে উঠিয়ে বাইতুল্লাহকে জড়িয়ে ধরবে। তাকবীর ও দরূদ শরীফ পড়ে কেঁদে কেঁদে খুব দু'আ করবে। এখানে দু'আ কবূল হয়। তবে বেশি শব্দ করে কাঁদবে না। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৯)

অভিজ্ঞতা: আজকাল প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে মুলতাযামে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয় না। আর অন্যকে কষ্ট দেওয়া হারাম, সুতরাং অন্যকে কষ্ট দিয়ে মূলতাযামে উপস্থিত হওয়া আদৌ সঙ্গত নয়। কারণ হারাম কাজ করে কোনো মুস্তাহাব আদায় করা বৈধ নয়। তাছাড়া আজকাল কে বা কারা কাবা ঘরের দেয়ালের চতুর্দিকে মানুষের উচ্চতা পরিমাণ আতর লাগিয়ে রাখে। ফলে দেয়াল স্পর্শ করলেই শরীরে বা কাপড়ে আতর লেগে যায়। অথচ ইহরাম অবস্থায় শরীর বা কাপড়ে যে কোনো ধরণের খোশবু লাগানো নিষেধ। তাই এই আশংকার কারণে বর্তমানে ইহরাম অবস্থায় বাইতুল্লাহ শরীফ স্পর্শ করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। আর মূলতাযামে উপস্থিত হওয়া এবং বাইতুল্লাহ শরীফ স্পর্শ করা যেহেতু মুস্তাহাব আমল, তাই উল্লেখিত সমস্যার কারণে তা আদায় করতে না পারলে কোনো ক্ষতি নেই।

উমরার প্রথম ওয়াজিব: ফরয তাওয়াফের পরে সা'ঈ করা।

সা'ঈর আলোচনা:

সা'ঈর প্রস্তুতি: সা'ঈ হল, 'সাফা-মারওয়ার' এই দুই পাহাড়ের মাঝে সাতবার চক্কর দেওয়া। সাফা থেকে সা'ঈ শুরু করে মারওয়াতে পৌঁছলে এক চক্কর হবে। এরপর মারওয়া থেকে সাফায় আসলে দ্বিতীয় চক্কর হবে। এভাবে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাত চক্কর দেওয়াকে সা'ঈ বলে। সা'ঈ শুরু হবে সাফা থেকে শেষ হবে মারওয়ায়।

* তাওয়াফের পর দেরি না করে সা'ঈ করে নেওয়া সুন্নাত। অবশ্য ওযরের কারণে দেরি হলে কোনো সমস্যা নেই। মানাসিক পৃ.১৭০

* উযূ অবস্থায় সা'ঈ করা এবং সা'ঈর সময় কাপড় পবিত্র থাকা মুস্তাহাব। মহিলাদের জন্য হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র অবস্থায় সা'ঈ করা সুন্নাত। গোসল ফরয হলে গোসল করে পবিত্র হয়ে সা'ঈ করা সুন্নাত। মানাসিক পৃ.১৮০

* সা'ঈর নিয়ত করবে।

সা'ঈর নিয়ত: 'হে আল্লাহ! আমি সা'ঈ করার ইচ্ছা করছি, তুমি তা সহজ করে দাও এবং কবূল করে নাও'।

* এরপর তাওয়াফ শুরু করার সময় যেভাবে ইশারার মাধ্যমে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা হয়েছিলো সেভাবে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করবে। সা'ঈ শুরু করার পূর্বে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা মুস্তাহাব। মানাসিক পৃ. ১৪০

* এরপর মসজিদে হারামের বাবুস সাফা দিয়ে সাফা পাহাড়ে উঠবে। সা'ঈর জন্য সাফা বা মারওয়া পাহাড়ের চুড়ায় উঠার প্রয়োজন নেই; বরং ৭/৮ হাত উপরে উঠাই যথেষ্ট।

সা'ঈর পদ্ধতি: সাফা পাহাড়ে উঠে বাইতুল্লাহমুখী হয়ে দাঁড়াবে। সম্ভব হলে এখান থেকে কাবা শরীফ দেখার চেষ্টা করবে। এরপর দু'আর জন্য হাত উঠাবে। তিনবার তাকবীর ও তাহমীদ পড়বে। তথা আল্লাহু আকবার এবং আলহামদুলিল্লাহ পড়বে। এরপর তাহলীল তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও দুরূদ শরীফ পড়ে নিজের জন্য এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য দু'আ করবে। এখানে দু'আ কবূল হয়। মানাসিক পৃ. ১৭১-৭২

* সাফা পাহাড়ে চড়ার সময় এ আয়াতটি পড়তে পারেন- (সূরা বাকারা:১৫৮)

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ

* এরপর ডান দিকের রাস্তা ধরে স্বাভাবিকভাবে মারওয়া পাহাড়ের দিকে হাটতে শুরু করবে। সাফা-মারওয়ার মাঝে যে স্থানে সবুজ বাতি জ্বলে আছে সেই স্থানেও মহিলারা এখানেও স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে। মানাসিক পৃ. ১৭২

* সা'ঈ করার সময় বিশেষত যে স্থানটুকু জুড়ে সবুজ বাতি জ্বলে আছে সেই স্থান অতিক্রম করার সময় সম্ভব হলে এই দু'আ পড়বে- মানাসিক পৃ. ১৭২

رب اغفر وارحم, وتجاوزعما تعلم, انك انت الاعزالاكرم

* মারওয়ায় পৌঁছে কাতারের দাগ দেখে কেবলা নির্ধারণ করে এক কিনারে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। এখানেও হাত তুলে দু'আ করবে। সাফা পাহাড়ে যেসব যিকির বা দু'আ করা হয়েছিলো মারওয়ায়ও সেগুলো করবে। এখানেও দু'আ

কবূল হয়। সাফা থেকে মারওয়ায় আসার মাধ্যমে সা'ঈর এক চক্কর পূর্ণ হলো। মানাসিক পৃ. ১৭৩

* মারওয়া থেকে আবার সাফায় গেলে দ্বিতীয় চক্কর পূর্ণ হবে। প্রত্যেক বার সাফা-মারওয়ায় উঠে যিকির ও দু'আ করবে এবং সবুজ বাতিযুক্ত স্থানে স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে। এভাবে সাত চক্কর পুরা করবে। সপ্তম চক্কর মারওয়ায় শেষ হবে। মানাসিক পৃ. ১৭৩

* সপ্তম চক্কর শেষে মসজিদুল হারামে বা মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট যায়গা রয়েছে ঐ স্থানে দুই রাকা'আত নফল নামায পড়া মুস্তাহাব। মানাসিক পৃ. ১৮০

* সা'ঈ করার সময় যদি কোনো নামায শুরু হয়ে যায় তাহলে সা'ঈ স্থগিত করে নামাযে শরীক হবে। নামায শেষে যেখানে স্থগিত করা হয়েছিলো সেখান থেকে সা'ঈ শুরু করবে।

* সা'ঈ করার সময় উযূ ভেঙ্গে গেলে পুনরায় উযূ করা জরুরী নয়। কারণ সা'ঈর জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়।

অভিজ্ঞতা: তাওয়াফের সাত চক্করে যে সাত ধরণের যিকিরের কথা বলা হয়েছিল, সা'ঈর সাত চক্করেও সেগুলো আদায় করতে পারেন। এতে যিকির করাও হবে আবার চক্করের নাম্বারও মনে থাকবে। কোনো ধরণের যিকির না করলেও সা'ঈ সহীহ হবে।

অনেকে সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফা যাওয়াকে এক চক্কর মনে করে, এ ধারণা ভুল। সা'ঈ করার স্থানটা চার তলা। প্রত্যেক তলায়ই সা'ঈ করা যায়। তাই বেশি ভীড়ের মধ্যে সা'ঈ না করে যেখানে ভীড় কম সেখানে সা'ঈ করা ভালো। সা'ঈর স্থানে সাফা পাহাড় সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে চলন্ত সিঁড়ি আছে, সুতরাং তৃতীয় বা চতুর্থ তলায় উঠতেও কোনো কষ্ট হবে না।

উমরার দ্বিতীয় ওয়াজিব: চুল কাটার আলোচনা।

* সা'ঈ করার পর উমরার এ কটি কাজ বাকী থাকে। তা হলো মাথার চুল কাটা। মহিলাদের সমস্ত চুলের অগ্রভাগ থেকে কমপক্ষে এক ইঞ্চি পরিমাণ কাটতে হবে। রদ্দুল মুহতার ২/৫১৫

অভিজ্ঞতা: চুল কাটা শেষে তামাত্তু হজ্জকারী সম্পূর্ণ হালাল হয়ে যাবে। এখন গোসল করে সব ধরণের হালাল কাজ করতে পারবে। তবে হারামের সীমানার মধ্যে যে-সব কাজ নিষেধ তা করতে পারবে না। যেমন: ঝগড়া করা, মারপিট করা, শিকার করা, গাছ কাটা ইত্যাদি। (হারামের সীমানা হলো: কাবা ঘর থেকে পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে নয় মাইল করে। আর উত্তর দিকে তিন মাইল।) মানাসিক পৃ.১৮২

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

* উমরা শেষে মক্কায় থাকা যায় আবার মদীনায়ও যাওয়া যায়। তবে যারা মক্কায় থাকবে তাদের কিছু করণীয় আছে। যেমন:

১. মহিলাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঘরে আদায় করা। নামাযের জন্য মহিলাদের মসজিদে না যাওয়া। তারা বাসায় নামায পড়লেই মসজিদে পড়ার চেয়ে বেশি সাওয়াব পাবে। তবে কেউ যদি তাওয়াফের জন্য মসজিদে যায় আর তখন নামায শুরু হয়ে যায়, তাহলে মসজিদেই জামা'আতে শরীক হয়ে যাবে। পুরুষরা নিজ নিজ মহিলাদেরকে তাদের নামাযের জন্য নির্ধারিত স্থানে পাঠিয়ে দেবে। যদি নামাযের আগে তাদেরকে বলে রাখা হয় যে, নামাযের পর আমি অমুক স্থানে থাকবো তুমি ওখানে আসবে, তাহলে নামাযের পর তাদের খুঁজে পেতে কষ্ট হবে না।

উল্লেখ্য, মক্কা শহর অনেক আগেই মিনা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে আরাফাকেও মক্কার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং আরাফার বাহিরেও মক্কা শহর সম্প্রসারিত হচ্ছে। তাই মক্কায় আসার পর মিনা, মুযদালিফা ও আরাফায় অবস্থানের দিনসহ মক্কা থেকে বিদায়ের পূর্ব পর্যন্ত যদি কারো ১৫ দিন থাকা হয় তাহলে সে মুকীম বলে গণ্য হবে এবং চার রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয নামায চার রাকা'আতই পড়বে।

আর যদি মক্কায় আসার পর মিনা মুজদালিফা ও আরাফা মিলিয়ে ১৫ দিন থাকা না হয় তাহলে, মক্কা, মিনা, আরাফা ও মুযদালিফায় কসর করবে। চার রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয নামায দুই রাকা'আত পড়বে। তবে যদি তাওয়াফ বা সাঈ করতে গিয়ে মসজিদে হারামে নামায আদায় করতে বাধ্য থাকে তখন ইমাম যেহেতু মুকীম তাই তার পিছনে সম্পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে অর্থাৎ চার রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয নামায চার রাকাতই পড়তে হবে। (মুফতী তাকী উসমানীসহ আরো অনেক বড় বড় মুফতীগণ বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই ফাতাওয়াই দিয়ে থাকেন, দ্রষ্টব্য. মাসাইলুল হজ্জ ওয়াল উমরাহ পৃ.১০৭)

২. প্রত্যেকবার মসজিদে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার সময় উভয় ক্ষেত্রের সুন্নাতগুলি আদায় করবে। এসব সুন্নাত মুখস্থ না থাকলে "নবীজীর সুন্নাত" নামক কিতাব থেকে দেখে নিবে।

৩. সকল গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা, বিশেষ করে কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরী।

৪. মহিলাদের বে-পর্দা না হওয়া বিশেষ করে চেহারা খুলে না রাখা। চেহারা খুলে রাখলে নিজেরও গুনাহ হয় অন্য পুরুষদেরকেও গুনাহের কাজে সাহায্য করা হয়।

তামাত্তু হজ্জকারী মহিলা উমরার ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার পর পুনরায় হজ্বের ইহরাম বাঁধার আগ পর্যন্ত স্বাভাবিক নেকাব পড়তে পারবে।

৫. টিভি না দেখা।

৬. মোবাইল, ক্যামেরা বা এজাতীয় অন্য কিছু দিয়ে মানুষ কিংবা অন্যকোনো প্রাণীর ছবি না তুলা। ভিডিও ও না করা।

৭. বেশি-বেশি নফল তাওয়াফ করা। মসজিদে আয়েশা থেকে ইহরাম বেঁধে নফল উমরাও করা যেতে পারে। (তবে এই সময় বেশি বেশি উমরা করার চেয়ে বেশি বেশি নফল তাওয়াফ করা উত্তম।)

নফল তাওয়াফের নিয়ম: হাজরে আসওয়াদ এর কোণা বরাবর এসে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে। এরপর নফল তাওয়াফের নিয়ত করবে, অর্থাৎ এভাবে বলবে, 'হে আল্লাহ! আমি নফল তাওয়াফের ইচ্ছা করছি, আপনি তা সহজ করে দিন এবং কবূল করে নিন'। তারপর কান বরাবর হাত তুলে তাকবীর দেবে এবং হাতের ইশারায় হাজরে আসওয়াদ চুমু খাবে। এরপর সিনা সোজা করে উমরার তাওয়াফের মত সাত চক্কর দেবে। তাওয়াফ শেষে দুই রাকা'আত নামায পড়বে। যমযমের পানি পান করবে। নফল তাওয়াফের পর সা'ঈ নেই। এই সময় বেশি বেশি উমরা করার চেয়ে বেশি বেশি নফল তাওয়াফ করা উত্তম। (মানাসিক পৃ. ১৮২)

৯. তবে কেউ উমরা করতে চাইলে উমরাও করতে পারবে। উমরা করার জন্য হারামের সীমানার বাহিরে গিয়ে নতুন করে উমরার ইহরাম বাঁধতে হবে। উত্তর দিকে হারামের সীমানা মাত্র তিন মাইল তাই, উত্তর দিক থেকে হারামের বাইরে যাওয়া সহজ। সাধারণত সকলে এ দিক থেকেই হারামের বাইরে যায়। উত্তর দিকে হারামের সীমানার পরে তানঈম নামক স্থানে 'মসজিদে আয়িশা' অবস্থিত। এই মসজিদ থেকে হযরত আয়িশা রা. উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে ছিলেন। এখানে এসে উমরার জন্য নতুন করে ইহরাম বাঁধতে পারবে। (ইহরামের বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে)। ইহরাম বাঁধার পর পূর্ববর্ণিত নিয়মে তাওয়াফ, সা'ঈ, ও মাথায় চুলের আগা থেকে এক ইঞ্চি চুল কাটবে। মানাসিক পৃ. ১৮২

তাওয়াফ ও সা'ঈ সংক্রান্ত মহিলাদের বিশেষ মাসাইল

* উমরাহ ও হজ্বের সকল কাজ নির্বিঘ্নে করার জন্য ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে এমন ওষুধ সেবন করতে পারবে। তবে এ কারণে যেহেতু শরীরের ক্ষতি হয় তাই এরূপ না করা উত্তম।

* হায়েয ও নেফাস অবস্থায় তাওয়াফ করা নিষেধ। এ অবস্থায় মসজিদে হারামেও প্রবেশ করা যাবে না। তাই ঐ দিনগুলোতে হোটেল বা বাসায় অবস্থান

করবে এবং যিকির-আযকার, দু'আ ইত্যাদিতে মশগুল থাকবে। বাজে ও বেহুদা কথাবার্তা থেকে সম্পূর্ণ বেঁচে থাকবে।

* হায়েয অবস্থায় কুরআন মাজীদ দেখে কিংবা মুখস্থ পড়া নিষেধ। তবে তালবিয়াসহ সব ধরণের যিকির-আযকার করা যাবে।

* হায়েয বন্ধকারী ওষুধ সেবন করার পর তা বন্ধ থাকলে হায়েযের নির্ধারিত দিনগুলোতেও তাওয়াফ করা যাবে।

* ভিড়ের মধ্যে মহিলাগণ নফল তাওয়াফ করতে যাবে না। যখন ভিড় কম থাকে তখন পুরুষ থেকে যথাসম্ভব পৃথক হয়ে তাওয়াফ করবে। অন্যথায় নফল তাওয়াফ করার প্রয়োজন নেই।

* বর্তমানে হাজরে আসওয়াদে পুরুষদের ভিড় লেগেই থাকে। তাই মহিলাদের জন্য সরাসরি হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে যাওয়া ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে নেকী অর্জন করতে গিয়ে যেন গুনাহ না হয়ে যায়। মানাসিক পৃ.১১৫

* মহিলাদের তাওয়াফে রমল ও ইযতিবা নেই। তাছাড়া মহিলারা এতদ্রুত হাঁটবে না যাতে শরীরের অবকাঠামো ও সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। মানাসিক পৃ.১১৫

* ভিড় থাকলে তাওয়াফের দুই রাকা'আত ওয়াজিব নামায মাকামে ইবরাহীমের পিছনে পড়ার প্রয়োজন নেই; বরং যেখানে সহজ হয় সেখানেই আদায় করবে। এক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে নামায পড়াই ভালো। মানাসিক পৃ.১১৫

* মুলতাযামে পুরুষদের ভিড় থাকলে সেখানেও যাবেন না। আজ-কাল সর্বক্ষণ ভিড় লেগেই থাকে সুতরাং মূলতাযামে না যাওয়া উচিত।

* তাওয়াফ করা অবস্থায় হায়েয শুরু হয়ে গেলে তাওয়াফ বন্ধ করে মসজিদের বাইরে (বাসায় বা হোটেলে) চলে যাওয়া জরুরী। সেক্ষেত্রে তিন চক্কর বা তার চেয়ে কম হয়ে থাকলে পবিত্র হওয়ার পর নতুন করে তাওয়াফ শুরু করবে। চার বা চারের অধিক চক্কর হয়ে থাকলে তাওয়াফের ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। তাই পবিত্র হওয়ার পরে বাকীগুলো পুরা করা উত্তম জরুরী নয়। কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০৩

* সা'ঈর সময় সবুজ বাতিযুক্ত স্থানে যেখানে পুরুষরা খুব দ্রুত হাঁটে মহিলারা স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে। মানাসিক পৃ.১১৫

* মহিলারা হায়েয-নেফাস অবস্থায় তাওয়াফ করতে না পারলেও সা'ঈ করতে পারবে। কারণ সা'ঈর জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়। মানাসিক পৃ.১৭৭

হজ্বের আলোচনা

সম্প্রতি মুআল্লিমগণ ৭ই যিলহজ্জ রাত থেকে হাজীদেরকে মিনায় নেয়া শুরু করে, তাই আমরা ৭ই যিলহজ্জ থেকে হজ্বের কার্যাবলীর আলোচনা শুরু করবো। তবে মূল আলোচনার পূর্বে সংক্ষেপে হজ্বের ফরয এবং ওয়াজিবগুলো উল্লেখ করছি।

হজ্বের ফরয তিনটি: ১. ইহরাম বাঁধা ২. উকূফে আরাফা অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ যুহরের পর থেকে ১০ই যিলহজ্বের সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত সামান্য সময়ের জন্য হলেও আরাফায় অবস্থান করা ৩. তাওয়াফে যিয়ারাত করা অর্থাৎ ১০ই যিলহাজ্ব থেকে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে হজ্বের তাওয়াফ করা।

হজ্বের ওয়াজিবসমূহ: ১. ৯ই যিলহজ্জ রাতের শেষে অর্থাৎ সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত উকূফে মুযদালিফার সময়। (উক্ত সময়ের মধ্যে এক মিনিটের জন্যও যদি কেউ মুযদালিফার সীমানায় আসে তাহলে উকূফে মুযদালিফার ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।) ২. সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা ৩. নির্দিষ্ট দিনগুলোতে জামারাতে কংকর মারা ৪. কিরান বা তামাত্তু হজ্জকারীর জন্য কুরবানী করা ৫. হালাল হওয়ার জন্য মাথার চুলের আগা কাটা ৬. মীকাতের বাইরে থেকে আগমনকারীদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা। (বাংলাদেশী হাজ্বীদের জন্যও এই তাওয়াফ ওয়াজিব।)

মিনায় যাওয়ার প্রস্তুতি: মিনায় অতিপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নেয়ার জন্য সর্বোচ্চ দুই তিন কেজি ওজনের ছোট্ট একটি ব্যাগ নিবে। বড় ব্যাগ বাসায় রেখে যাবে। অন্যথায় মিনা, আরাফা ও মুযদালিফায় প্রচণ্ড ভিড়ের মাঝে বড় ব্যাগ বা লাগেজ নিয়ে মুসীবতে পড়তে হবে। ছোট ব্যাগে প্রয়োজন অনুযায়ী কাপড়, প্লেট, গ্লাস, ঔষধ ও টিস্যু পেপার নেবে। একটা হাওয়াই বালিশ ও একটা গায়ে দেয়ার চাদর নিতে পারে। শীতকাল হলে প্রয়োজনীয় গরম কাপড় নিতে ভুলবে না।

* স্বামী সাথে থাকলে তার প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখা।

* ইহরাম বাঁধার আগে পূর্বের মত পরিষ্কার হয়ে নেয়া।

* পূর্বে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী ইহরাম বেঁধে নেবে। এখন শুধু হজ্বের ইহরাম বাঁধবে।

হজ্বের ইহরামের নিয়ত:

'হে আল্লাহ! আমি হজ্বের ইচ্ছা করছি, তুমি তা সহজ করে দিও এবং কবূল করে নিও।' এই নিয়ত করে তালবিয়া পড়লেই ইহরাম বাঁধা হয়ে যাবে।

* মহিলাদের জন্য নিজ বাসা বা হোটেলে ইহরাম বাঁধা ভালো।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

* ইহরাম বাঁধার পর থেকে তালবিয়া পড়তে শুরু করবে। বেশি-বেশি তালবিয়া পড়বে। ১০ই যিলহজ্জ জামারায়ে আকাবা তথা বড় শয়তানের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে পারবে। জামারায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ শুরু করার সাথে সাথে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দেবে। আর ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ থেকে কঠোরভাবে বেঁচে থাকবে।

* ১০-১২ই জিলহজ্বের মধ্যে হজ্বের ফরয তাওয়াফের পরে সা'ঈ করা ওয়াজিব। কেউ চাইলে এই সা'ঈটা আগেও করে নিতে পারে। আগে এই সা'ঈ করতে চাইলে, হজ্বের ইহরাম বাঁধার পর একটা নফল তাওয়াফ করে হজ্বের ওয়াজিব সা'ঈর নিয়তে সা'ঈ করবে। পরবর্তীতে হজ্বের ফরয তাওয়াফ করার সময় সা'ঈ করতে হবে না। মানাসিক পৃ.১৮৭

* বর্তমানে সাধারণত ৭ই যিলহজ্জ রাতে মুআল্লিম হাজীদেরকে মিনায় নিয়ে যায়। তাই যারা আগে সা'ঈ করতে চায় তারা আসরের আগে ইহরাম বেঁধে নেবে। আসরের পর নফল তাওয়াফ করে সা'ঈ করবে।

* মিনায় যাওয়ার সময় হলে যারা পথ-ঘাট চিনে না তারা মুআল্লিম সাহেবের গাড়ির জন্য অপেক্ষা করবে। মুআল্লিম সাহেবের গাড়িতে করে মিনার তাবুতে যাবে। আর যারা পথ-ঘাট চিনে, অর্থাৎ যারা মিনায় গিয়ে নিজের তাবু খুঁজে বের করতে পারবে বলে মনে করে তারা ৭ই যিলহজ্জ মিনায় না গিয়ে ৮ই যিলহজ্জ মিনায় যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আট তারিখ সকালে ইহরাম বাঁধবে। এরপর অগ্রিম সা'ঈ করতে চাইলে নফল তাওয়াফ করে সা'ঈ করে নিবে। অন্তত ছোট্ট ব্যাগটি হাতে নিয়ে সাফা-মারওয়ার পূর্ব পাশের চত্বরে আসবে। এখানে এসে একটা টানেল দেখতে পাবে, তার প্রবেশ পথে লেখা রয়েছে 'نفق طريق المشاة' অর্থাৎ পায়দল পথচারীদের টানেল। এই টানেল দিয়ে পূর্ব দিকে তিন মাইল হাঁটলে মিনায় পৌঁছে যাবে।

৮ই যিলহজ্জ করণীয়: মূলত ৮ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া সুন্নাত। যারা আগেও হজ্জ করেছে এবং রাস্তা-ঘাট সম্পর্কে অভিজ্ঞ তারা এই সুন্নাতের উপর আমল করে আট তারিখ সকালে মিনায় যেতে পারে। মানাসিক পৃ. ১৮৮

* ৮ই যিলহজ্জ মিনায় অবস্থান করা সুন্নাত। অবস্থান ছাড়া এ দিন মিনায় হজ্বের অন্যকোনো কাজ নেই।

অভিজ্ঞতা: বর্তমানে হাজ্বীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় একসাথে সকল হাজীর জন্য মিনায় স্থান সংকুলান হয় না। এ কারণে অনেক হাজীর খিমা মুযদালিফার সীমানায় পড়ে যায়। তো এ ক্ষেত্রে মূলকথা হলো, কারো খিমা যদি মুযদালিফার

সীমানায় পড়ে যায় তাতেও তার মিনায় অবস্থানের সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। আবার উকূফে মুযদালিফাও ঐ তাবুতে করলেই চলবে। এছাড়া ১০ই যিলহজ্জ সকালে মিনায় যেতে হয় সেক্ষেত্রেও ঐ তাবুতে থাকলেই চলবে। তবে কংকর মারার সময় অবশ্য মিনায় যেতেই হবে।

* মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায (আট তারিখের যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও নয় তারিখের ফজর) পড়া মুস্তাহাব। মানাসিক পৃ.১৮৮

মিনায় অবস্থান কালে করণীয়:

ক. পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মত পড়া। পুরুষের সাথে জামাতে না পড়তে যাওয়া।
খ. বেশি-বেশি কুরআন তিলাওয়াত ও যিকির-আযকার করা।
গ. হজ্বের মাসআলা-মাসাইলের কিতাব পড়া।
ঘ. নয় তারিখ ফজরের নামাযের পর থেকে তাকবীরে তাশরীক পড়তে শুরু করা। নামায শেষে প্রথমে তাকবীরে তাশরীক পড়া

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَا اللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ

(আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ) এরপর তালবিয়া পড়া। তাকবীরে তাশরীকের আমল তের তারিখ আসর পর্যন্ত চলবে। রদ্দুল মুহতার ২/১৮০

বি.দ্র. আট তারিখ মিনায় অবস্থানের হুকুম দিয়ে মূলত আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। কারণ আট তারিখ মিনায় অবস্থান করা ফরয বা ওয়াজিব নয়। তেমনিভাবে আট তারিখে এখানে কোনো ফরয বা ওয়াজিব আমলও নেই। তাই এ দিনটিতে মক্কায় অবস্থান করলে প্রতি রাকাআতে এক লক্ষ রাকা'আতের সাওয়াব পাওয়া যেত। অন্য দিকে মিনায় অবস্থান না করলে কোনো ফরয-ওয়াজিবও ছুটত না। এখন আল্লাহ তা'আলা দেখতে চান, কে আল্লাহর হুকুম এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরীকা মোতাবেক মিনায় চলে আসে আর কে নিজ বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করে মক্কায় থাকে ?

হাদীসের ভাষায় হাজীগণ হলো 'যুয়ূফুর রহমান' আল্লাহর মেহমান। আট তারিখে আল্লাহ তা'আলা হাজী সাহেবদের মিনায় মেহমানদারী করাতে চান, অর্থাৎ হাজীদের জন্য বিশেষ রহমত নাযিল করতে চান। তাই যারা আট তারিখে মক্কায় না থেকে মিনায় চলে আসবে, আশা করা যায় তারা মিনাতেই প্রতি রাকা'আতে এক লক্ষ রাকা'আতের চেয়েও বেশি সাওয়াব পাবে। আর যারা নিজেদের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে মক্কায় থেকে যাবে তারা মীনার এই ফযীলত থেকে বঞ্চিত হবে।

অভিজ্ঞতা: মিনায় প্রায় তিন/ চার বেলা খেতে হয়। এই খাবারের ব্যবস্থা তিনভাবে হতে পারে।
ক. মুআল্লিমকে টাকা দিলে মুআল্লিম খাবার সরবরাহ করে।
খ. কখনো গ্রুপ লিডার খাবারের ব্যবস্থা করে।
গ. মিনায় রাস্তার পাশে অনেক রকমের খাবার কিনতে পাওয়া যায় সেখান থেকে নিজেও খাবার সংগ্রহ করা যায়। যদি মুআল্লিমের মাধ্যমে খাবারের ব্যবস্থা করতে চায়, তাহলে প্রত্যেক তিনজনে দুইটা খাবারের 'অর্ডার' দিবে। এতে খাবার অপচয় হবে না । আর কম হলে কিনে নিতে পারবে। মুআল্লিমের সরবরাহকৃত খানা পরিমাণে অনেক বেশি হয়ে থাকে, এছাড়া ওখানের খাবার তেমন সুস্বাদু নয়, তাই বেশি খাওয়া যায় না।

৯ই যিলহজ্জ এর আমল: সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া। বর্তমানে মুআল্লিমরা আট তারিখ রাতেই অনেককে আরাফায় পৌঁছে দেয়। আবার কেউ ভিড়ের ভয়ে আট তারিখ রাতেই আরাফায় চলে যায়। অথচ যথাসম্ভব আট তারিখ রাতে আরাফায় না যাওয়া উচিত। কারণ আট তারিখ রাতে আরাফায় থাকলে কোনো সাওয়াব হয় না। পক্ষান্তরে আট তারিখ মিনায় রাত্রি যাপন করা সুন্নাত। নয় তারিখ ফজরের নামায মিনায় পড়া সুন্নাত। সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফায় রওনা করা মুস্তাহাব। সুতরাং আট তারিখ রাতে আরাফায় না গিয়ে মিনায় অবস্থান করা উচিত। তবে কারো সব সাথী যদি চলে যায় আর নিজের ও আরাফায় হেঁটে যাওয়ার এবং তাবু খুঁজে পাওয়ার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে সাথীদের সাথে চলে যাওয়াই ভালো। কিন্তু মুস্তাহাব হলো, নয় তারিখ সূর্যোদয়ের পরে আরাফায় যাওয়া। মানাসিক পৃ.১৮৯

* আরাফায় যাওয়ার পথে তালবিয়া, তাকবীর, তাহলীল ও অন্যান্য যিকির এবং দুরূদ শরীফ পড়তে থাকবে। মানাসিক পৃ.১৮৯

* জাবালে রহমত দৃষ্টিগোচর হলে বেশি-বেশি যিকির, দু'আ ও ইস্তিগফার করতে থাকবে। মানাসিক পৃ.১৯০

আরাফায় করণীয়: আরাফায় পৌঁছে যুহরের আগেই গোসল করে ফেলবে। উকূফের জন্য গোসল করা সুন্নাত। গোসল করা সম্ভব না হলে উযূ করে নেবে। মানাসিক পৃ. ১৯১

* খানা-পিনা ও অন্যান্য জরুরত থেকে ফারেগ হয়ে নেবে। অবশ্য খাবার নির্দিষ্ট সময় মুআল্লিম সরবরাহ করবে। সুতরাং খাবারের জন্য বিশেষ কোনো ফিকির করার প্রয়োজন নেই।

* নিজ তাবুতে আউয়াল ওয়াক্তে যুহরের নামায আদায় করবে।

বি.দ্র. আরাফায় যুহর, আসর একসাথে যুহরের ওয়াক্তে পড়বে না। যুহরের ওয়াক্তে যুহর আর হানাফী মাযহাব মতে আসরের ওয়াক্তে আসর পড়বে। তবে কেউ যদি তাবুতে যুহর আসর একত্রে পড়ে ফেলে তাহলে তার সাথে তর্ক-বিতর্কে জড়াবে না। মানাসিক পৃ. ১৯৬

* আরাফার দিনের নফল রোযা হাজীদের জন্য না রাখা ভালো। কেননা পরের দিন হজ্বের অনেক কাজ করতে হবে। তাই নয় তারিখ রোযা রাখলে দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। ফলে কাজগুলো পালনের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে। ।

আরাফায় অবস্থানের সময়-সীমা: উকূফে আরাফা অর্থাৎ আরাফায় অবস্থান করা হজ্বের গুরুত্বপূর্ণ ফরয। উকূফে আরাফা করতে না পারলে হজ্জ হবে না। ৯ই যিলহজ্জ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উকূফে আরাফার মূল সময়। সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকেই আরাফায় অবস্থান করা সুন্নাত। সূর্যাস্তের আগে আরাফায় পৌঁছে গেলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। সূর্যাস্তের আগে আরাফা ত্যাগ করা জায়েয নেই। তবে কেউ যদি উক্ত সময়ে আরাফায় উপস্থিত হতে না পারে, তাহলে আগত রাতের সুবহে সাদিক পর্যন্ত যে কোনো সময় সামান্য কিছুক্ষণ আরাফায় অবস্থান করলেও ফরয আদায় হয়ে যাবে। এমনকি যদি কোনো অসুস্থ, অচেতন হাজীকে সাথীরা কোনোভাবে এক মিনিটের জন্যও উক্ত সময়ের ভিতর আরাফার ময়দানে উপস্থিত করতে পারে তাহলেও তার ফরয আদায় হয়ে যাবে। মানাসিক পৃ. ২০৪-২০৫

চারটি রাত পূর্ববর্তী দিনের অংশ হিসেবে গণ্য হয়: সাধারণত চান্দ্র মাসে রাত আগে আসে দিন পরে আসে। কিন্তু হজ্বের চার দিন হাজীদের সুবিধার্থে শরী'আত রাতকে দিনের পরে ধরেছে। তাই ৯,১০,১১ও১২ই যিলহজ্জ দিন শেষে যে রাত আসে তা ঐদিনের অংশ হিসেবে গণ্য হয়। এই জন্যই ৯ তারিখ দিবাগত রাতে সুবহে সাদিকের পূর্বে উকূফে আরাফা করতে পারলেও উকূফে আরাফার ফরয আদায় হয়ে যায় এবং ১০,১১,১২ তারিখ রাতে পাথর মারা মাকরূহ হওয়া সত্ত্বেও পাথর মারার ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। তবে ফরয তাওয়াফ ১২ তারিখ মাগরিবের আগে করা জরুরী। রদ্দুল মুহতার ২/৫২১

উকূফের সময় করণীয়: যুহরের নামায শেষে সম্ভব হলে জাবালে রহমতের কাছাকাছি কোথাও অবস্থান নেবে। দাঁড়িয়ে কেবলামুখী হয়ে উকূফ করা সুন্নাত। সূর্যাস্ত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব না হলে কমপক্ষে দাঁড়িয়ে উকূফ শুরু করবে। যতক্ষণ সম্ভব হয় দাঁড়িয়ে থাকবে। তারপর বসে, শুয়ে যেভাবে সম্ভব উকূফ করবে। উকূফের পূর্ণ সময় আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করতে থাকবে। কারো সাথে অপ্রয়োজনীয় কথা-বার্তা বলবে না। একাগ্রচিত্তে আল্লাহ

তা'আলার ইবাদাতে মশগুল থাকবে । পুরোটা সময় দু'আ, যিকির, ইস্তিগফার, তালবিয়া ও কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকবে। আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিতির অনুভূতি নিয়ে বেশি-বেশি তালবিয়া পড়বে। মুনাজাতের সময় হাত উঠিয়ে মুনাজাত করবে। হাদীস শরীফে এই সময়ে দু'আ কবূলের ওয়াদার কথা বলা হয়েছে। তাঁবুর ভিতর উকূফ করলেও উকূফ হয়ে যাবে। তবে উত্তম হলো তাঁবুর বাহিরে খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করা। কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দু'আ পড়তে চাইলে 'মুনাজাতে মাকবূল' কিতাব থেকে পড়তে পারবে। মানাসিক পৃ.১৯৯

যেখানে উকূফ গ্রহণযোগ্য নয়: আরাফার ময়দানে মসজিদে নামিরা সংলগ্ন পশ্চিম দিকের কিছু নীচু স্থানকে 'বতনে উরানা' বলে। এখানে অবস্থান করলে উকূফে আরাফার ফরয আদায় হবে না। মানাসিক পৃ.১৯০

সূর্যাস্তের পর করণীয়: সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামায না পড়ে আরাফা থেকে মুযদালিফায় রওনা করতে হবে (মুযদালিফা আরাফার মতই একটা ময়দান । নয় তারিখ দিবাগত রাতে ফজরের নামাযের পর মুযদালিফায় উকূফ করা ওয়াজিব) । অনেকে সূর্যাস্তের আগেই আরাফা থেকে মুযদালিফায় রওনা করে। তাদের একাজ সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত ভুল। যারা সূর্যাস্তের আগে আরাফার সীমানার বাইরে যাবে তারা যদি সূর্যাস্তের পূর্বে ফিরে না আসে তাহলে তাদের উপর দম ওয়াজিব হবে। তবে কেউ যদি সূর্যাস্তের আগে বাসে উঠে বসে থাকে তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে বাস যেন আরাফার সীমানার বাইরে না যায়। মানাসিক পৃ. ২১০

উল্লেখ্য, মহিলাদের জন্য মাহরামের সাথে বাসে যাওয়া উচিৎ। পায়দল না যাওয়া চাই।

* মুযদালিফায় যাওয়ার পথে বেশি-বেশি তালবিয়া, তাকবীর, তাহলীল, তাসবীহ, দুরূদ ও ইস্তিগফার পড়তে থাকবে।

* মুযদালিফায় পৌঁছে ইশার ওয়াক্তে এক আযান দিয়ে প্রথমে মাগরিব এরপর কোনো রকম বিরতী না দিয়ে অর্থাৎ মাগরিবের পর সুন্নাত, নফল না পড়ে বা অন্যকোনো কাজে মশগুল না হয়ে ইশা পড়তে হবে। মাগরিব-ইশা, ইশার ওয়াক্তে পড়বে। ইশা আদায়ের পর মাগরিবের সুন্নাত পড়বে। তারপর ইশার সুন্নাত ও বিতির পড়বে। মানাসিক পৃ. ২১৪

* ইশার ওয়াক্তের মধ্যে মুযদালিফায় পৌঁছা সম্ভব না হলে পথে মাগরিব ও ইশা পড়ে নিবে। এরপর ঘটনাক্রমে ইশার ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগেই যদি মুযদালিফায় পৌঁছে যায় তাহলে মাগরিব ইশা পুনরায় পড়তে হবে। তাই এধরণের ক্ষেত্রে উত্তম হলো ইশার ওয়াক্ত ২০/২৫ মিনিট বাকী থাকতে নামায

পড়তে দাঁড়ানো। যাতে নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথে ওয়াক্ত ও শেষ হয়ে যায়। আর দুইবার নামায পড়তে না হয়। মানাসিক পৃ.২১৬-২১৭

* কেউ ইশার ওয়াক্ত হওয়ার আগে মুযদালিফায় পৌঁছে গেলে তখন মাগরিব পড়বে না ; বরং ইশার ওয়াক্ত হওয়ার পর মাগরিব-ইশা একত্রে পড়বে। মানাসিক পৃ. ১১৮

বি. দ্র. আরাফা ও মুযদালিফার মাঝে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার প্রশস্থ একটা ময়দান আছে। সেখানে অনেক টয়লেট ও গাছপালা আছে। যারা আরাফা থেকে হেঁটে মুযদালিফায় যায় তাদের অনেকে এই মাঠকে মুযদালিফা মনে করে এখানে অবস্থান নেয়। আর এখানেই মাগরিব-ইশা একত্রে আদায় করে। অথচ এখানে মাগরিব-ইশা একত্রে আদায় করা জায়িয নেই। আর ফজরের পরে এখানে উকূফ করলে মুযদালিফায় উকূফ করার ওয়াজিবও আদায় হবে না। যারা এই ভুলের শিকার হবে তাদের উপর দম ওয়াজিব হবে।

* ৯ই যিলহজ্জ দিবাগত রাতে মুযদালিফায় থাকা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। মানাসিক পৃ.২১৮

এ রাতে করণীয়: সাধারণত আরাফা থেকে মুযদালিফায় আসতে আসতে হাজীগণ ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েন। তাই ইশার নামায পড়ে, খানা খেয়ে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়বে, যাতে সুবহে সাদিকের পর গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমলে মশগুল থাকতে পারে। তবে কারো পক্ষে সম্ভব হলে দুই-চার রাকা'আত নফল নামায এবং কিছু দু'আ-দুরূদ ও যিকির-আযকার করতে পারলে ভালো। মানাসিক পৃ.২১৮

* এখান থেকে ছোলা বুটের মতো কিংবা সর্বোচ্চ খেজুরের বিচির আকৃতির সাতটি পাথর সংগ্রহ করে রাখবে। কেননা ১০ তারিখ বড় শয়তানকে মারার জন্য সাতটি পাথর মুযদালিফা থেকে সংগ্রহ করে রাখা মুস্তাহাব। মানাসিক পৃ.২২২

বি.দ্র. পাথর নিক্ষেপের জন্য কমপক্ষে (৭+২১+২১+২১) ৭০টি পাথর সংগ্রহ করে রাখলে ভালো। কয়েকটি বেশি সংগ্রহ করে রাখা আরো ভালো। সংগ্রহকৃত পাথর থেকে কিছু যদি বেঁচে যায় তাহলে অন্য কারো প্রয়োজন হলে তাকে দিতে পারে। অন্যথায় পবিত্র কোনো স্থানে রেখে দিবে।

মুযদালিফায় উকূফের সময়:

৯ তারিখ দিবাগত রাতের শেষে অর্থাৎ সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত উকূফে মুযদালিফার সময়। উক্ত সময়ের মধ্যে একমিনিটের জন্যও যদি কেউ মুযদালিফার সীমানায় আসে তাহলে উকূফে মুযদালিফার ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। তবে সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে চারদিক ভালোভাবে ফর্সা হওয়া পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করা সুন্নাত। কেউ যদি সুবহে সাদিকের আগে মুযদালিফা

ত্যাগ করে কিংবা সূর্যোদয়ের পরে মুযদালিফায় আসে তাহলে ওয়াজিব আদায় হবে না। অতএব তাকে দম দিতে হবে। তবে কেউ অসুস্থতার কারণে মুযদালিফায় আসতে না পারলে কিংবা মহিলারা ভিড়ের কারণে মুযদালিফায় উকূফ করতে না পারলে তাদের উপর দম ওয়াজিব হবে না। মানাসিক পৃ. ২১৯

উকূফের সময় করণীয়: আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের নামায পড়ে নেবে। এরপর চারদিক বেশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত উকূফ করবে। দাঁড়িয়ে কিংবা খোলা আকাশের নিচে উকূফ করার প্রয়োজন নেই। তাবু মুযদালিফায় পড়ে থাকলে নিজ তাবুতে বসেই উকূফ করবে। আরাফায় উকূফের সময় যে যে আমল করা হয়েছে এখানেও সেগুলো করবে। অর্থাৎ তালবিয়া, তাকবীর, তাহলীল, তাসবীহ, দুরূদ, দু'আ ও ইস্তিগফারে মশগুল থাকবে। কোনো প্রকার বে-হুদা কথাবার্তায় লিপ্ত হবে না।

১০ তারিখের কার্যাবলীর বর্ণনা:

যিলহজ্বের ১০ তারিখ হজ্বের গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজ রয়েছে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো।

১০ তারিখের প্রথম কাজ: শুধু বড় শয়তানকে পাথর মারা। এটা হজ্বের অন্যতম ওয়াজিব আমল।

* চারদিক যখন বেশ ফর্সা হবে তখন (সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পূর্বে) মুযদালিফা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা করবে। সূর্যোদয়ের সময় বা তার পরে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা করা খেলাফে সুন্নাত। মানাসিক পৃ.২২১

* পথে বেশি-বেশি তালবিয়া পড়তে থাকবে।

* যাদের মিনার তাবু মুযদালিফায় পড়েছে তাদের এখনই তাবু থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন নেই। তারা উকূফ শেষে নাস্তা করে খোঁজ-খবর নিয়ে ভীড় কম হয় এমন সময়ে বড় শয়তানকে পাথর মারতে বের হবে।

পাথরের ধরণ: ১০ তারিখ বড় শয়তানকে মারার জন্য যে পাথর সংগ্রহ করা হবে এবং পরবর্তী দিনগুলোতে যেসব পাথর মারা হবে সেগুলোর আকার হবে ছোলা বুট কিংবা সর্বোচ্চ খেজুরের বিচির মতো। বড় পাথর মারা মাকরূহ। পাথর পবিত্র হতে হবে। অপবিত্র পাথর মারা মাকরূহ। অপবিত্র হওয়ার আশংকা থাকলে ধুয়ে নিলেই চলবে। পাথর পবিত্র হোক কিংবা অপবিত্র হোক সর্বাবস্থায় ধুয়ে নেয়া মুস্তাহাব। বড় পাথর ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে নেওয়াও মাকরূহ। তাই ছোট ছোট পাথর সংগ্রহ করে নেবে। দশ তারিখের পাথর মুযদালিফা থেকে সংগ্রহ করাই মুস্তাহাব, তবে পরবর্তী দিনগুলোর পাথর যে কোনো স্থান থেকেই সংগ্রহ করতে পারবে। কিন্তু শয়তানের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত পাথর যা শয়তানের আশেপাশে পড়ে

আছে সেগুলো সংগ্রহ করা যাবে না। মানাসিক পৃ.২২২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৭ দারুল কুতুব

জামারা সমূহের পরিচয়: মিনা থেকে মক্কায় যাওয়ার পথে "মসজিদে খায়ফের" নিকটে পাথর নিক্ষেপের প্রথম স্থানকে ছোট শয়তান বা 'জামারা সুগরা' বলে। পাথর নিক্ষেপের দ্বিতীয় স্থানকে মেঝ শয়তান বা 'জামারা উস্তা' বলে। মিনার পশ্চিম প্রান্তের পাথর নিক্ষেপের সর্বশেষ স্থানকে বড় শয়তান বা 'জামারা আকাবাহ' বলে। ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৮

১০ তারিখ বড় শয়তানকে পাথর মারার সময়: বড় শয়তানকে পাথর মারার সময় ২৪ ঘণ্টা। অর্থাৎ ৯ তারিখ দিবাগত রাতের সুবহে সাদিক থেকে ১০ তারিখ দিবাগত রাতের সুবহে সাদিক পর্যন্ত। তবে ১০ তারিখ সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য ঢলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত মুস্তাহাব সময়। সুবহে সাদিকের পর সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এবং সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বৈধ সময়। (কিন্তু সুবহে সাদিকের পর যেহেতু উকূফে মুযদালিফা করতে হয় তাই এ সময় পাথর নিক্ষেপের সুযোগ নেই। তবে তখন ভিড় কম থাকায় মহিলারা কিছুক্ষণ উকূফ করে পাথর মারতে পারবে।) সূর্যাস্তের পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত মাকরূহ সময়। তবে ভিড়ের কারণে মহিলা কিংবা মাযূর ব্যক্তিরা রাতে পাথর মারলে মাকরূহ হবে না। মানাসিক পৃ.২২৩-২২৪

অভিজ্ঞতা: উল্লেখিত সময়ের মধ্যে যখন ভিড় কম থাকে খোঁজ-খবর নিয়ে তখন পাথর মারতে যাবে। সাধারণত রাতের বেলা ভিড় কম হয়, পুরুষরা তাই মহিলাদেরকে রাতের বেলা পাথর মারতে নিয়ে যাবে।

তালবিয়া বন্ধ: পাথর মারতে যাওয়ার সময় পথে বেশি-বেশি তালবিয়া পড়বে। কারণ কিছুক্ষণ পরই তালবিয়া বন্ধ করে দিতে হবে।

বড় শয়তানের কাছে পৌঁছে প্রথম পাথর নিক্ষেপের পূর্বমুহূর্তে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দেবে। এখন থেকে হজ্বের শেষ পর্যন্ত আর তালবিয়া পড়া জায়েয নেই। মানাসিক পৃ. ২২৫

পাথর নিক্ষেপের পদ্ধতি: সম্ভব হলে মিনাকে ডানে আর কাবা শরীফকে বামে রেখে স্তম্ভগুলোর দক্ষিণ পাশে চেহারা উত্তরমুখী করে দাঁড়াবে। অন্যথায় যেভাবে সম্ভব দাঁড়াবে। অতঃপর ডান হাতের বৃদ্ধা ও শাহাদাত আঙ্গুলী দ্বারা পাথর ধরে প্রতিবার একটি করে সাত বারে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে। বিরতি না দিয়ে ধারাবাহিকভাবে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করা সুন্নাত। পাথর দেয়ালের বেষ্টনীর মধ্যে ফেলতে হবে। কোনো পাথর যদি বেষ্টনীর মধ্যে না পড়ে তাহলে সেটা ধর্তব্য হবে না। সেটার স্থানে আরেকটি পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। তাই অতিরিক্ত

দুই-তিনটি পাথর সাথে রাখা ভালো। বেষ্টনীর ভিতর যে খুঁটি বা দেয়াল আছে যাকে শয়তান বলা হয় তার গায়ে পাথর মারার প্রয়োজন নেই। তবে খাম্বার গোঁড়ায় পাথর ফেলতে পারলে ভালো। একসাথে সাতটি পাথর মারলে একটি ধরা হবে। বাকী ছয়টি পুনরায় মারতে হবে। মানাসিক পৃ.২৪৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৮

* প্রত্যেকটি কংকর নিক্ষেপের সময় এ দু'আ পড়বে-

بسم الله الله اكبر رغما للشيطان و رضا للرحمن

সম্ভব হলে এই দু'আটিও পড়বে- মানাসিক পৃ.২২৪

اللهم اجعله حجامبرورا, وسعيا مشكورا, وذنبا مغفورا.

* সপ্তম পাথর নিক্ষেপের পর দ্রুত ওখান থেকে চলে আসবে। ওখানে দাঁড়িয়ে কোনো দু'আ-দুরূদ পড়বে না। ফিরার পথে হাঁটতে হাঁটতে দু'আ-দুরূদ পড়তে পারবে। তবে তালবিয়া পড়বে না। মানাসিক পৃ.২২৪

অভিজ্ঞতা: পাথর মারার স্থানটা কয়েক তলাবিশিষ্ট। একেকটা রাস্তা একেক তলায় চলে গেছে। যে তলা থেকে পাথর মারার ইচ্ছা আগে থেকে চিন্তা-ভাবনা করে সে তলার রাস্তা ধরবে। যে তলায় ভিড় কম হবে বলে মনে হবে, সে তলা থেকে পাথর মারবে। অনেকে প্রতীকী শয়তানের (খুঁটির) গায়ে জুতা, ছাতি ইত্যাদি নিক্ষেপ করে, এটা জায়েয নেই। ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৭

উল্লেখ্য, শয়তানের খুঁটির চতুর্পার্শ্বে যে দেয়াল আছে, ভিড় এড়িয়ে এ দেয়ালের পশ্চিম পার্শ্বে চলে গেলে ভিড় অনেক কম হয়। এ সুযোগ নেওয়া যেতে পারে।

মুযদালিফা থেকে জামারাত (পাথর মারার স্থানসমূহ) ও মক্কা শরীফের দূরত্ব: মুযদালিফা থেকে জামারাতের দিকে যাওয়ার সময় মিনার সীমানা শুরুর স্থান থেকেই পায়ে হাঁটার টিনশেড রাস্তা শুরু হয়, এখান থেকে জামারাতের দূরত্ব তিন কি.মি.। অতঃপর ছোট শয়তান থেকে মেঝ শয়তানের দূরত্ব ৩০০ মিটার এবং মেঝ শয়তান থেকে বড় শয়তানে দূরত্ব ৩৩০ মিটার ।

বড় শয়তান থেকে সামনের দিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে প্রায় এক কি.মি. চলার পর বামদিকে হারাম শরীফে যাওয়ার পায়ে হাঁটার রাস্তা আসে। এখান থেকে আরো এক কি.মি. চলার পর পাহাড়ের ভেতরের সুড়ঙ্গ পথ শুরু হয়। পরপর দুটি সুড়ঙ্গ পথের দৈর্ঘ্য দেড় কি.মি.। মিনার দিক থেকে হারামে আসার সময় মধ্যম গতিতে হাঁটলে উভয় সুড়ঙ্গ অতিক্রম করতে প্রায় ২২-২৪ মি. সময় লাগে। মোট কথা বড় শয়তান থেকে সুড়ঙ্গ পথে মাওলিদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত দূরত্ব প্রায় সাড়ে তিন কি.মি.।

অন্যকে দিয়ে পাথর মারানো: নিজের পাথর নিজে মারা ওয়াজিব। নিজে সুস্থ ও সক্ষম থাকা অবস্থায় অন্যকে দিয়ে পাথর মারানো জায়েয নেই। তবে কেউ যদি

এমন অসুস্থ হয় যে, দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারে না কিংবা পাথর মারতে গেলে রোগ বেড়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা হয় তাহলে সে অন্যের মাধ্যমে পাথর মারাতে পারবে। এই হুকুম পুরুষ-মহিলা সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কোনো মহিলা যদি ভিড়ের অজুহাতে অন্যকে দিয়ে পাথর মারায় তাহলে তার পাথর মারার ওয়াজিব আদায় হবে না। মানাসিক পৃ.২৪৮

* মাযূর ব্যক্তির পক্ষ থেকে পাথর মারতে হলে তার অনুমতি লাগবে। অনুমতি ছাড়া পাথর মারলে ওয়াজিব আদায় হবে না। তবে ছোট বাচ্চা, অচেতন ও পাগলের অনুমতি ছাড়াই তাদের অভিভাবকগণ তাদের পক্ষ থেকে পাথর মারতে পারবে। মানাসিক পৃ.২৪৭-২৪৮

সময় মতো পাথর মারতে না পারলে: ১০ তারিখ দিবাগত রাতের সুবহে সাদিকের আগে বড় শয়তানকে পাথর মারতে না পারলে দম ওয়াজিব হবে। তেমনিভাবে কেউ যদি কোনো সমস্যার কারণে পরবর্তী দিনগুলোতে পাথর মারতে না পারে তাহলেও তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর এই তিন দিনের জন্য একটি দমই যথেষ্ট হবে। মানাসিক পৃ.২৪১, রদ্দুল মুহতার ৩/৬১৯ রশীদিয়া কুতুবখানা

১০ তারিখের দ্বিতীয় কাজ: কুরবানী করা। এটাও ওয়াজিব আমল।

* বড় শয়তানকে পাথর মারার পর তামাত্তু ও কিরান হজ্জকারীর জন্য হজ্বের কুরবানী করা ওয়াজিব। মানাসিক পৃ.২২৬

* ইফরাদ হজ্জকারীর জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। তবে করতে পারলে ভালো। মানাসিক পৃ.২২৬

কুরবাণীর পশুর বিবরণ: ঈদুল আযহার কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে যে-সব শর্ত রয়েছে হজ্বের কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রেও সে-সব শর্ত প্রযোজ্য। অতএব, উট পাঁচ বছরের, গরু-মহিষ দুই বছরের, ছাগল, দুম্বা এবং ভেড়া এক বছরের হতে হবে। উট, গরু,ও মহিষের মধ্যে সর্বোচ্চ সাতজন শরীক হতে পারবে। যার সামর্থ্য আছে তার জন্য উট কুরবানী করা উত্তম। মানাসিক পৃ.৪৭৮

অভিজ্ঞতা: কুরবানী দুইভাবে করা যেতে পারে; ১. মিনার উত্তর পাশে ‘মুআইসীম’ নামক একটা ক্যাম্প আছে। যেকেউ ওখানে গিয়ে বকরী কিনে নিজ হাতে জবাই করতে পারে। অথবা ওখানে যারা পশু বিক্রি করে তাদের বললে তারা সামনেই বকরী জবাই করে দেবে।

২. মক্কায় বাইতুল্লাহ শরীফের দক্ষিণে তিন মাইল দূরে ‘হালাকা’ ও ‘নাক্কাসা’ নামক পশু বিক্রির দুইটি বাজার আছে। কেউ চাইলে ঐ বাজারে গিয়ে পশু কিনে কুরবানী করতে পারে, আবার এমনও করা যেতে পারে যে, পুরা কাফেলার পক্ষ

থেকে নির্ভরযোগ্য ৪/৫জন লোক বাজারে যাবে। তারা পশু কিনে প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন নিয়ত করে জবাই করবে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে অনেকে ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করায়। অথচ ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করানো সতর্কতার পরিপন্থী। কেননা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যে সময়ে কুরবানী করার কথা বলে, সাধারণত সে সময়ের মধ্যে কুরবানী করতে পারে না। তো যদি তাদের দেওয়া সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে চুল ছাঁটা হয়, আর কুরবানীর পশু তখন পর্যন্ত জবাই করা না হয়, তাহলে কুরবানীর আগে মাথার চুল ছাঁটার অপরাধে দম ওয়াজিব হবে। কারণ, তামাত্তু ও কিরান হজ্জকারীর জন্য কুরবানী করার আগে চুল ছাঁটা নিষেধ। অথচ সে জানতেই পারবে না যে, তার উপর দম ওয়াজিব হয়েছে। এভাবে তার হজ্জ ত্রুটিযুক্ত থেকে যাবে। তাই যথাসম্ভব ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করাবে না। তবে, কেউ যদি কোনো উপায়ে নিশ্চিত হতে পারে যে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তার কুরবানী করে দিয়েছে, তাহলে তখন চুল ছাঁটাতে কোনো সমস্যা নেই। এবং সেক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করাতেও কোনো অসুবিধা নেই। তবে বাস্তবতা হল, এটা জানা সম্ভব হয় না। তাই এই ঝুঁকি নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মানাসিক পৃ.২২৬

কুরবানীর সময়: ১০ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিকের পর থেকে ১২ ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত যেকোনো সময় কুরবানী করলে কুরবানীর ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। তবে ১০ তারিখ বড় শয়তানকে পাথর মারার আগে কুরবানী করলে দম ওয়াজিব হবে। তাই বলা যায়, হাজীদের জন্য কুরবানীর সময় শুরু হলো দশ তারিখ বড় শয়তানকে পাথর মারার পর থেকে। মানাসিক পৃ.২৬৩

একাধিক কুরবানী করা: যার সামর্থ্য আছে তার জন্য একাধিক কুরবানী করা ভালো। হাদীস শরীফে হজ্বের মধ্যে বেশি-বেশি তালবিয়া পড়তে ও কুরবানী করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। তাছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হজ্বের সময় একাধিক কুরবানী করেছিলেন। একাধিক কুরবানী করলে অতিরিক্তটার ক্ষেত্রে এভাবে নিয়ত করতে পারে, যদি দম ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে দম অন্যথায় নফল কুরবানী। তিরমিযী হাদীস নং৮২৭, মানাসিক পৃ.২৩৪

কুরবানীর স্থান: হজ্বের কুরবানীর পশু এবং দম অর্থাৎ জরিমানা এর পশু হারামের সীমার মধ্যে জবাই করা জরুরী। হারামের বাইরে জবাই করলে কুরবানী এবং দম কোনোটাই আদায় হবে না। হারামের যেকোনো স্থানেই কুরবানী করা যায়। মিনায় কুরবানী করা জরুরী নয়। রদ্দুল মুহতার ২/৫৩২

হাজ্বীদের জন্য ঈদুল আযহার কুরবানীর হুকুম: ১০ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিক থেকে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময় যদি কেউ মুসাফির থাকে,

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তাহলে তার উপর ঈদুল আযহার কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। অতএব, কোনো হাজীসাহেব যদি উক্ত সময়ে মুসাফির থাকে তাহলে তার জন্য ঈদুল আযহার কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। আর যদি মুকীম হয়ে থাকে তাহলে হজ্বের কুরবানীর সাথে ঈদুল আযহার জন্য ভিন্ন কুরবানী করতে হবে। ঈদুল আযহার কুরবানী মক্কা-মিনাতেও করতে পারে, কিংবা দেশের বাড়িতেও করতে পারে। রদ্দুল মুহতার ৩/৬৪৪রশীদিয়া

মুকীম ও মুসাফির: মক্কা, মিনা, আরাফা ও মুযদালিফা মিলে যাদের ১৫ দিন থাকা হচ্ছে এবং ১৫ দিন থাকার নিয়তও করেছে তারা মুকীম। যারা প্রথমে মদীনায় গিয়েছিলে, হজ্বের আগে মক্কায় এসেছে, তারা মক্কায় আসার পর থেকে মক্কা ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত মক্কা, মিনা, আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থানের দিনগুলিসহ ১৫ দিন থাকার নিয়ত করলে তারাও মুকীম হয়ে যাবে। যারা মুকীম হবে তারা নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে থাকলে, তাদের উপর ঈদুল আযহার কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। যারা মক্কা-মিনা মিলিয়ে ১৫ দিন থাকার নিয়ত করবে না তারা মুসাফির থাকবে। তাদের উপর ঈদুল আযহার কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। রদ্দুল মুহতার ২/৫১৫

হজ্বের কুরবানীর গোশতের হুকুম: হজ্বের কুরবানীর গোশতের হুকুম ঈদুল আযহার কুরবানীর গোশতের মতোই। নিজেও খেতে পারবে, অন্যকেও খাওয়াতে পারবে, দান-সদকাও করতে পারবে, জমিয়েও রাখতে পারবে। তবে জরিমানা স্বরূপ যে দম দেওয়া হয় তার গোশত নিজেরা খাওয়া যাবে না। রদ্দুল মুহতার ৩/৬৩৬ রশীদিয়া

যার কুরবানীর সামর্থ্য নেই: তামাত্তু ও কিরান হজ্জকারীর উপর হজ্বের কুরবানী করা ওয়াজিব । কারো যদি এই কুরবানী করার সমার্থ্য না থাকে তাহলে তাকে কুরবানীর পরিবর্তে ১০টি রোযা রাখতে হবে। ১০ তারিখের আগে তিনটি রোযা রাখতে হবে। বাকী সাতটি হজ্জ থেকে পরিপূর্ণরূপে ফারেগ হয়ে সুযোগ মত যে-কোনো সময় রাখতে পারবে। ১০ তারিখের আগে যদি ৩টি রোযা না রাখা হয় তাহলে কুরবানী করাই নির্ধারিত হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে ১০ তারিখ কুরবানীর কোনো ব্যবস্থা না হলে কুরবানী না করেই সে চুল ছেঁটে বা তাকসীর করে হালাল হয়ে যাবে। এরপর পরবর্তীতে যখন সক্ষম হবে তখন হারামের সীমানার মধ্যে দুইটি পশু জবাই করতে হবে। একটি হজ্বের কুরবানীর জন্য আরেকটি কুরবানী না করে হালাল হওয়ার দম হিসেবে। মানাসিক পৃ. ২৬৩-৬৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৪ দারুল কুতুব

উল্লেখ্য, ১০ই যিলহজ্জ হজ্বের অনেক কাজ থাকায় পুরুষ হাজীদের জন্যই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঈদের নামায মাফ করে দেওয়া হয়েছে আর মহিলাদেরতো

প্রশ্নই আসেনা। তাই কোন মহিলা ঈদের নামায পড়তে যাবে না। রদ্দুল মুহতার ২/৫১৯

১০ই যিলহজ্জ তৃতীয় কাজ: চুল কাটা। এটা হজ্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব আমল।

চুল কাটার সময়: ১০ই যিলহজ্জ কুরবানী করার পর চুল কাটতে হবে। কুরবানী করার পর থেকে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত চুল কাটার সময়। এই সময়ের মধ্যে চুল কাটতে না পারলে দম ওয়াজিব হবে। হারামের সীমানার মধ্যে চুল কাটতে হবে। মিনায় চুল কাটা সুন্নাত। হারামের সীমানার বাইরে চুল কাটলে যদিও হালাল হওয়া যাবে কিন্তু দম ওয়াজিব হবে। মানাসিক পৃ. ২৩০

চুল কাটার পদ্ধতি: কেবলামুখী হয়ে বসে 'আল্লাহু আকবার' বলে মাথার ডান দিকের চুল কাটতে শুরু করবে। মহিলারা সমস্ত চুলের অগ্রভাগ থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ কেটে ফেলবে। চুল কাটার আগে নখ কিংবা শরীরের অন্য কোনো পশম কাটলে দম ওয়াজিব হবে। মানাসিক পৃ.২২৬-২৭

বি. দ্র. উমরার ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার সময় যেসব অভিজ্ঞতার কথা লেখা হয়েছে, এখানেও সেগুলো কাজে লাগাতে পারে।

* চুল কাটার পর স্বামীর সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছাড়া ইহরামের কারণে নিষিদ্ধ সবকিছু হালাল হয়ে যাবে। তাওয়াফে যিয়ারাত অর্থাৎ হজ্বের ফরয তাওয়াফ করার পর স্বামীর সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক হালাল হয়ে যাবে। মানাসিক পৃ.২৩১

* চুল কেটে গোসল করে ফরয তাওয়াফ করার জন্য যেতে পারে। আবার গোসল না করেও যেতে পারে।

১০ই যিলহজ্বের চতুর্থ কাজঃ তাওয়াফে যিয়ারাত। তাওয়াফে যিয়ারাত হজ্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয।

ফরয তাওয়াফের সময়: ১০ তারিখ সুবহে সাদিক থেকে এই তাওয়াফের সময় শুরু হয়। ১২ তারিখ সূর্যাস্তের আগে তাওয়াফ করা ওয়াজিব। কেউ যদি উক্ত সময়ের মধ্যে এই তাওয়াফ করতে না পারে তাহলে জীবনের যেকোনো সময়ে তাওয়াফ করলে ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের আগে তাওয়াফ করতে না পারার কারণে দম ওয়াজিব হবে। মানাসিক পৃ.২৩২-৩৩

উল্লেখ্য, তামাত্তু ও কিরানকারীর জন্য ১০ তারিখ বড় শয়তানকে পাথর মারা, কুরবানী করা এবং চুল কাটা এই তিনটি কাজ ধারাবাহিকভাবে করা ওয়াজিব। কিন্তু ফরয তাওয়াফ এবং এই তিন কাজের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরী

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

নয়। অতএব কেউ চাইলে হালাল হওয়ার আগেও ফরয তাওয়াফ করতে পারবে। তবে ঐ তিনটি কাজ করার পর এই তাওয়াফ করা সুন্নাত। মানাসিক পৃ.২৩৩

তাওয়াফে যিয়ারাত এর পদ্ধতি: উমরার তাওয়াফ যেভাবে করেছে তাওয়াফে যিয়ারাতও সেভাবে করবে।

* তাওয়াফে যিয়ারাত বা হজ্বের ফরয তাওয়াফ যত অসুস্থই হোক নিজেই করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই এই তাওয়াফ অন্যের মাধ্যমে করানো যাবে না। অতএব কেউ যদি অসুস্থ হয় তাহলে হুইল চেয়ারে করে তাওয়াফ করবে। প্রয়োজন হলে হুইল চেয়ার ঠেলার জন্য কাউকে ভাড়া নিবে। এক্ষেত্রে তাওয়াফকারীর হুঁশ থাকলে সাহায্যকারীর তাওয়াফের নিয়ত করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় সাহায্যকারী নিজেও তাওয়াফের নিয়ত করবে আর অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকেও তাওয়াফ করার নিয়ত করবে। মূল তাওয়াফকারী অচেতন থাকা অবস্থায় সাহায্যকারী যদি নিজের এবং সাহায্যকৃত ব্যক্তির তাওয়াফের নিয়ত না করে তাহলে ঐ অচেতন ব্যক্তির তাওয়াফ আদায় হবে না। মানাসিক ১৪৮-৪৯

* সুস্থ ব্যক্তিদের জন্য তাওয়াফে যিয়ারাত পায়ে হেঁটে করা ওয়াজিব। মানাসিক পৃ.২৩৩

হজ্বের সা'ঈ করা। সা'ঈও হজ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব আমল।

* যারা মিনায় যাওয়ার আগে হজ্বের সা'ঈ করেছে তাদের এখন সা'ঈ করার প্রয়োজন নেই। যারা সা'ঈ করেনি তারা সা'ঈ করবে। মানাসিক পৃ. ২৩২

* উমরার আলোচনায় সা'ঈর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে সেখান থেকে সা'ঈর পদ্ধতি আবার দেখে নেবে এবং সে অনুযায়ী সা'ঈ করবে।

* ফরয তাওয়াফ করে সা'ঈ করা উত্তম। ফরয তাওয়াফের পরে যেকোনো সময় সা'ঈ করা যায়। সা'ঈর কোনো শেষ সময় নেই। রদ্দুল মুহতার ৩/ ৬৬৬ রশীদিয়া

১০ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত থেকে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করা সুন্নাত।

ফরয তাওয়াফ এবং সা'ঈ (আগে না করে থাকলে) সম্পন্ন করে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মিনায় চলে আসবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ করার পর দ্রুত মিনায় চলে এসেছিলেন। ১০ তারিখ ও ১১ তারিখ রাত এবং ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত মিনায় থাকা সুন্নাত। এ সময় শরী'আত সম্মত ওযর ছাড়া মিনার বাইরে অবস্থান করা মাকরূহ। তবে কেউ চাইলে তাওয়াফ-সা'ঈ করার জন্য মক্কায় যেতে পারবে। ১০ তারিখ তাওয়াফ করে ফিরতে ফিরতে যদি রাত

হয়ে যায় তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। কারণ অধিকাংশ রাত মিনায় থাকলেই মিনায় রাত্রি যাপনের সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। মানাসিক পৃ.২৩৪-৩৬

বি. দ্র. ১০ তারিখ রাতে কেউ যদি অসুস্থতার কারণে মক্কায় থাকে, আর ১১ তারিখ যুহরের ওয়াক্ত হওয়ার পর মিনায় ফিরে, তাহলে ফিরার পথেই তিনটি শয়তানকে পাথর মেরে তাবুতে ফিরতে পারে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, মক্কা থেকে মিনায় আসার পথে প্রথমে বড় শয়তান পড়বে। কিন্তু বড় শয়তানকে পাথর মারবে না; বরং ছোট শয়তানকে আগে মারবে এরপর মেঝ শয়তানকে তারপর সবশেষে বড় শয়তানকে। এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা কারো কারো মতে ওয়াজিব। তবে অধিকাংশ ফুকাহাদের মতে সুন্নাত। মানাসিক পৃ.২৪১

১১ই যিলহজ্জ করণীয়: যুহরের ওয়াক্ত হওয়ার পর থেকে আগত সুবহে সাদিক পর্যন্ত যেকোনো সময়ে ছোট, মেঝ ও বড় শয়তানকে সাতটি করে পাথর মারা ওয়াজিব। ১১ ও ১২ তারিখ যুহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর থেকে পাথর মারার সময় শুরু হয়। এ দিন পাথর মারার সময় যদিও সুবহে সাদিক পর্যন্ত কিন্তু, সূর্যাস্তের আগে পাথর মারা সুন্নাত। আর সূর্যাস্তের পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সক্ষম লোকদের জন্য মাকরূহ সময়। মহিলা, বাচ্চা ও কমজোর লোকদের জন্য রাতে পাথর মারা মাকরূহ নয়। সুতরাং মহিলা ও মাযূর ব্যক্তিরা তাড়াহুড়া করে প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করবেন না। বরং ভিড় কমলে পথর মারতে যাবে। পাথর মারার স্থান পাঁচ তলা করা সত্ত্বেও হুড়াহুড়ির কারণে এখনও অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটে। মানাসিক পৃ. ২৩৭-৪০

উল্লেখ্য, এ দিন তিনটি শয়তানকে পাথর মারতে হবে। প্রথমে ছোট শয়তানকে পাথর মেরে একটু সামনে গিয়ে হাত তুলে খুব মনোযোগ দিয়ে, কান্নাকাটি করে, দীর্ঘ সময় ধরে নিজের জন্য এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য দু'আ করবে। এরপর মেঝ শয়তানকে পাথর মেরে একটু সামনে গিয়ে হাত তুলে দু'আ করবেন। সবশেষে বড় শয়তানকে পাথর মারবে। কিন্তু এখানে দু'আর জন্য দাঁড়াবে না। আসার পথে হাঁটতে-হাঁটতে দু'আ করতে পারে। বড় শয়তানকে পাথর মেরে দ্রুত মিনার তাবুতে ফিরে এসে অবস্থান করবে। মানাসিক পৃ.২৪১-৪২

* পাথর মারার বিস্তারিত বিবরণ ১০ ই যিলহজ্বের করণীয় এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

* আগের দিন ফরয তাওয়াফ না করে থাকলে আজকে ফরয তাওয়াফ করুন।

১২ই যিলহজ্জ করণীয়: এ দিনও তিন শয়তানকে পাথর মারা ওয়াজিব। ১২ তারিখের পাথর মারার সময়-সীমা ১১ তারিখের মতোই। এ দিন রাতে কেউ মিনায় থাকতে না চাইলে সূর্যাস্তের আগেই পাথর মেরে মিনা ত্যাগ করতে হবে।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সূর্যাস্তের পর থেকে সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত মিনা ত্যাগ করা মাকরূহ। কেউ যদি মিনা ত্যাগের আগেই সুবহে সাদিক হয়ে যায়, তাহলে তার জন্য পাথর না মেরে মিনা ত্যাগ করা জায়েয নেই। তখন পাথর না মেরে মিনা ত্যাগ করলে দম ওয়াজিব হবে। মানাসিক পৃ.২৪৩

* ১২ তারিখ রাতও মিনায় কাটানো উত্তম । নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১২ তারিখ রাত মিনায় কাটিয়েছেন।

* আগের দিন ফরয তাওয়াফ না করে থাকলে আজ সূর্যাস্তের আগে আগে করে নেবে। অন্যথায় দম ওয়াজিব হয়ে যাবে। মানাসিক পৃ. ২৩৩

১৩ তারিখ করণীয়: ১৩ তারিখ মিনায় থাকলে গত দুই দিনের ন্যায় আজও তিন শয়তানকে পাথর মারতে হবে। ১৩ তারিখ সুবহে সাদিকের পর যারা মিনায় থাকবে তাদের জন্য ঐ দিনও পাথর মারা ওয়াজিব। ১৩ তারিখ সুবহে সাদিকের পর থেকে যুহর পর্যন্ত পাথর নিক্ষেপ করার মাকরূহ সময়। আর যুহরের সময় শুরু হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত মাসনূন সময়। সূর্যাস্তের সাথে সাথে পাথর নিক্ষেপের সময় শেষ। সূর্যাস্তের আগে যদি কেউ পাথর নিক্ষেপ করতে না পারে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হয়ে যাবে। মানাসিক পৃ.২৪৪

বি.দ্র. পাথর নিক্ষেপের জন্য কমপক্ষে (৭+২১+২১+২১) ৭০টি পাথর সংগ্রহ করে রাখলে ভালো। কয়েকটি বেশি সংগ্রহ করে রাখা আরো ভালো। সংগ্রহকৃত পাথর থেকে কিছু যদি বেঁচে যায় তাহলে অন্য কারো প্রয়োজন হলে তাকে দিতে পারে। অন্যথায় পবিত্র কোনো স্থানে রেখে দিবে। মানাসিক পৃ.২৪৪

১১, ১২ ও ১৩ তারিখের অন্যান্য আমল: কংকর মারা ও প্রয়োজনীয় কাজের পর বাকী সময় নফল ইবাদাতে মশগুল থাকবে। অর্থাৎ যিকির, কুরআন তিলাওয়াত, নফল নামায, দু'আ, দুরূদ ও ইস্তিগফারে মশগুল থাকবে। অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলে কিংবা ঘুরা-ফেরা করে এই অমূল্য সময় অপচয় করবে না। ঘুরা-ফেরা এবং গল্প-গুজব করার জন্য অনেক সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু এই মহা মূল্যবান মূহুর্তগুলো হয়তো জীবনে আর আসবে না। তাই খুব আন্তরিকতার সাথে নফল ইবাদতে মশগুল থাকবে। গুনাহ মাফ করিয়ে নেবে। আল্লাহর কাছে যা চাওয়ার চেয়ে নেবে। সাথীদের সাথে দ্বীনী মাসায়েলের মুযাকারা করবে এবং তা'লীম জারী রাখবে।

১৩ ই যিলহজ্জ পাথর মারার পর করণীয়: পাথর মারার পর সামানপত্র সব নিয়ে মক্কায় ফিরে আসবে। মক্কায় দাখিল হওয়ার পূর্বে 'মুহাসসাব' নামক স্থানের (বর্তমান নাম 'মুআবাদাহ' যা মক্কার কবরস্থানের পূর্ব দিকে অবস্থিত) মসজিদে যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশা পড়া উত্তম। এত দীর্ঘ সময় সেখানে থাকতে না

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

চাইলে কিছুক্ষণ অবস্থান করে কিছু দু'আ-দুরূদ পড়ে চলে আসবে। এর দ্বারাও এখানে অবস্থানের একটি সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। এখানের অবস্থান শেষে মক্কায় নিজ বাসায় চলে আসবে। মানাসিক পৃ.২৫১

মহিলাদের হজ্জ সংক্রান্ত বিশেষ মাসাইল

* প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে মহিলারা ৯ তারিখ রাতে মুযদালিফায় না থেকে সরাসরি মিনা বা মক্কায় চলে যেতে পারবে। অত:পর মিনা থেকে ভোরে বা মক্কা থেকে রাতে মিনা এসে পাথর মেরে যাবে। একারণে তাদের উপর কোনো দম ওয়াজিব হবে না। মানাসিক পৃ. ২১৯

* হায়েয-নেফাস অবস্থায় মহিলাদের কংকর মারতে কোনো সমস্যা নেই। মানাসিক পৃ.২৪৯

* মহিলাদের জন্য রাতে কংকর মারা নিরাপদ। কারণ তখন ভিড় কম থাকে। আর রাতে কংকর মারা তাদের জন্য মাকরূহ নয়। মানাসিক পৃ.২৩৭

* শুধু ভিড়ের ওযরে মহিলাদের জন্য অন্যকে দিয়ে কংকর মারানো জায়েয নেই। কারণ রাতে ভিড় কম থাকে, তখন স্বাচ্ছন্দ্যে কংকর মারতে পারে। মহিলাদের জন্য অন্যকে দিয়ে কংকর মারানো শুধু তখনই জায়েয, যখন এমন দুর্বলতা বা অসুস্থতা দেখা দেয়, যার কারণে বসে বসে ফরয নামায পড়া জায়েয হয়ে যায়, অর্থাৎ যখন জামারাত পর্যন্ত যাওয়া এবং নিজ হাতে কংকর মারার শক্তি হারিয়ে ফেলে। মানাসিক পৃ.২৪৭

ঋতুবতী মহিলার তাওয়াফে যিয়ারাত (ফরয তাওয়াফ) এর হুকুম: হায়েয অবস্থায় তাওয়াফ করা নিষেধ। হজ্বের ফরয তাওয়াফের সময় হায়েযগ্রস্থ হলে ফরয তাওয়াফও করতে পারবে না। যদি কোনো মহিলা ১২ যিলহজ্জ সূর্যাস্তের আগে এমন সময় পবিত্র হয় যখন গোসল করে তাওয়াফ করা সম্ভব, তাহলে তখনই তাওয়াফ করতে হবে। অলসতাবশতঃ কিংবা অন্য কোনো কারণে না করলে দম দিতে হবে। কিন্তু যদি সূর্যাস্তের পূর্বে গোসল ও তাওয়াফ করার মত সময় না থাকে, তাহলে দেরি হওয়ার কারণে দম দিতে হবে না। রদ্দুল মুহতার ২/৫১৯

পবিত্র হওয়ার আগেই দেশে ফেরা: যদি কোনো মহিলা হায়েয বা নেফাস অবস্থায় থাকার কারণে হজ্বের ফরয তাওয়াফ করতে না পারে, এদিকে পবিত্র হওয়ার আগেই ফিরতি ফ্লাইটের তারিখ এসে যায়, আর কোনোভাবে তারিখ পিছানো সম্ভব না হয়, তাহলে সে হায়েয বা নেফাস অবস্থায় তাওয়াফ করে নিবে। এর দ্বারা হজ্বের ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে অপবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করার কারণে পূর্ণ একটি উট বা গরু দম হিসেবে হারামের সীমানার মধ্যে জবাই করতে হবে। আর এই ত্রুটির জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ইস্তিগফার করতে হবে।

সাবধান ! ঋতুবতী মহিলা এমন ওযরের সময়ও হজ্বের ফরয তাওয়াফ না করে দেশে যাবে না। কারণ তাওয়াফে যিয়ারাত না করে দেশে গেলে আবার মক্কায় এসে তাওয়াফ করতে হবে। তাওয়াফ আদায় করার আগ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর 'সম্পর্ক' বৈধ হবে না। রদ্দুল মুহতার ২/৫১৯

* হায়েয অবস্থায় থাকার কারণে বিদায় তাওয়াফ না করতে পারলে সমস্যা নেই। এ কারণে দমও ওয়াজিব হবে না। মানাসিক পৃ. ২৫২

* মিনা থেকে মক্কায় গিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করবে। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আউয়াল ওয়াক্তে পড়বে। বেশি-বেশি নফল তাওয়াফ করবে। উমরা করতে চাইলে তাও করতে পারবে।

বিদায়ী তাওয়াফ: তাওয়াফে যিয়ারাতের পরই বিদায়ী তাওয়াফের সময় শুরু হয়ে যায়। বিদায়ী তাওয়াফের জন্য পৃথক নিয়ত করাও জরুরী নয়। ফরয তাওয়াফের পর কেউ যদি কোনো নফল তাওয়াফ করে তা হলে ঐ তাওয়াফই বিদায়ী তাওয়াফের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। দেশে ফেরার আগে বিদায়ের উদ্দেশ্যেই বিদায়ী তাওয়াফ করা উত্তম। নফল তাওয়াফ যেভাবে করা হয় বিদায়ী তাওয়াফও সেভাবে করবে। তাওয়াফ শেষে দুই রাকা'আত ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামায পড়বে। নামায শেষে খুব কান্নাকাটি করে আল্লাহর দরবারে দু'আ করবে। এরপর যমযমের পানি পান করবে। বিদায়ের সময় যমযমের পানি পান করা মুস্তাহাব। অতঃপর ব্যথিত হৃদয়ে পুনরায় হারাম শরীফে আসার আশা হৃদয়ে ধারণ করে বিদায় নিবে। মীকাতের বাহির থেকে আগত হাজীদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা ওয়াজিব। মানাসিক পৃ.২৫২, রদ্দুল মুহতার ২/৫২৩-২৪

* বিদায়ী তাওয়াফের পরও মক্কায় অবস্থান করা যাবে এবং পুরুষরা জামা'আতে নাময পড়ার জন্য মসজিদুল হারামে ইবাদতের জন্য যেতে পারবে। অবশ্য বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে যেহেতু বিদায়ী তাওয়াফ করা মুস্তাহাব, তাই বিদায়ী তাওয়াফের পরও যদি কেউ মক্কায় অবস্থান করে তাহলে বিদায়ের প্রাক্কালে পুনরায় বিদায় তাওয়াফ করে নেওয়া ভালো। রদ্দুল মুহতার ২/৫২৩

যিয়ারাত করার মতো মক্কার কয়েকটি স্থান:

ক. মক্কা শরীফের কবরস্থান জান্নাতুল মা'লা বা মুআল্লা। এখানে অনেক সাহাবা রা. ও তাবিঈনের কবর আছে। এই কবরস্থান যিয়ারত করা যেতে পারে। মাউলিদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় এক কি.মি. হাঁটার পর বাম দিকে জান্নাতুল মা'লা অবস্থিত।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

চিত্র: জান্নাতুল মা'লা বা মুআল্লা

কবর যিয়ারতের তরীকা: মহিলাদের জন্য কবরস্থানে না যাওয়া ভালো। তবে দূর থেকে সালাম দিতে পারবে। হাদীসে অনেক ধরনের সালামের কথা পাওয়া যায়। সেগুলো থেকে একটি উল্লেখ করা হলো- السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر

সালাম দেওয়ার পর বসে বা দাঁড়িয়ে কিছু দু'আ-দুরূদ ও কুরআন তিলাওয়াত করে কবরবাসীদের জন্য হাদিয়া পাঠাবে। হাত তুলে মুনাজাত করার কোনো প্রয়োজন নেই। এরপর আদব ও ইহতেরামের সাথে চলে আসবে।

খ. মসজিদে জিন: এখানে জিনেরা উপস্থিত হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করে ঈমান এনে ছিল। এই মসজিদও মাউলিদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পশ্চিম দিকের রাস্তায় অবস্থিত।

গ. মসজিদে তানঈম: এটাকে মসজিদে আয়িশা রা. বলা হয়। হযরত আয়িশা রা. উমরা করার জন্য এখান থেকে ইহরাম বেঁধে ছিলেন।

ঘ. মসজিদুল কাবাশ: এখানে হযরত ইবরাহীম আ. ইসমাঈল আ. কে কুরবানী করার চেষ্টা করেছিলেন। এটি মিনার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত।

ঙ. জাবালে সাওর: হিজরতের সময় এই পাহাড়ের এক গুহায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর রা. আশ্রয় নিয়েছিলেন।

চ. গারে হেরা: মক্কা থেকে মিনা যাওয়ার পথে বাম পাশে জাবালে নূরের একটি গুহা। এই গুহায় সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয়েছিলো। মুআলে-মুল হুজ্জাজ পৃ.৩০৬-৯

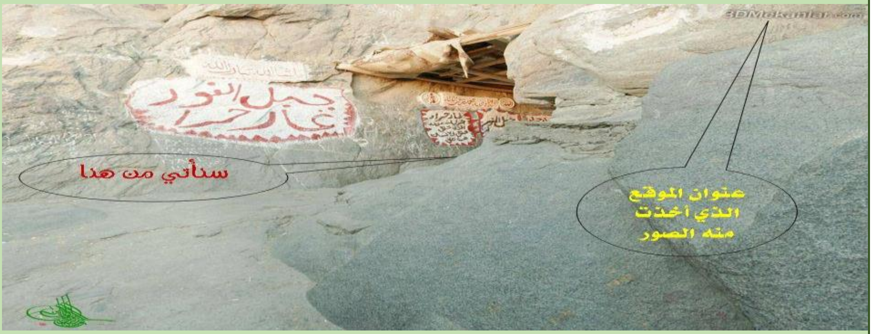

অন্যের দ্বারা হজ্জ করানো বা বদলী হজ্জ:

কোনো মহিলা হজ্জ ফরয হওয়ার পর মাহরাম না পাওয়ার কারণে হজ্জ করতে পারেনি এখন বার্ধক্যের কারণে অবস্থা এমন হয়েছে যে, সে চলতে ফিরতে পারে না আর ভবিষ্যতে সুস্থ হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই, সেও অন্যের মাধ্যমে হজ্জ করাতে পারবে। মানাসিক পৃ.৪৩৫-৩৭

* বদলী হজ্জ সহীহ হওয়ার প্রধান একটি শর্ত হলো, হজ্বের খরচের অধিকাংশ টাকা যার পক্ষ থেকে হজ্জ করা হচ্ছে তার বহন করা আর হজ্জ আদায়কারীর হজ্বের কোনো বিনিময় না চাওয়া এবং বিনিময় হিসেবে তাকে কোনো কিছু না দেওয়া। মানাসিক পৃ.৪৩৭-৩৮

* হজ্জ ফরয হওয়ার পর হজ্জ করার আগেই যদি কারো ইন্তেকাল হয়ে যায় এবং সে মৃত্যুর পূর্বে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করানোর ওসীয়ত করে যায়, আর তার রেখে যাওয়া সম্পদের একতৃতীয়াংশ দ্বারা হজ্জ আদায় করাও সম্ভব হয়, তাহলে ওয়ারিশদের জন্য তার পক্ষ থেকে হজ্জ করানো জরুরী। মানাসিক পৃ.৪৩৭-৪৪১

* হজ্জ ফরয হওয়ার পর হজ্জ করার আগেই ইন্তেকাল হয়ে গেছে। কিন্তু মৃত্যুর আগে হজ্জ করানোর ওসীয়ত করে যায়নি। এক্ষেত্রে ওয়ারিশদের জন্য তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা বা করানো জরুরী নয়। তবে কেউ করলে আশা করা যায় মৃত ব্যক্তির ফরয আদায় হয়ে যাবে। মানাসিক পৃ. ৪৩৬

* যে ব্যক্তির নিজের উপর হজ্জ ফরয হয়েছে কিন্তু এখনো আদায় করেনি, তার দ্বারা বদলী হজ্জ করানো মাকরূহে তাহরীমী। তবে যার উপর হজ্জ ফরয হয়নি এবং তিনি হজ্বের মাসাইল সম্পর্কে অবগত আছেন তার দ্বারা হজ্জ করাতে কোনো সমস্যা নেই। মানাসিক পৃ.৪৫২

* যে ব্যক্তি আগে হজ্জ করেছে এবং হজ্বের মাসায়েল সম্পর্কে অবগত, তার মাধ্যমে বদলী হজ্জ করানো ভালো। মানাসিক পৃ. ৪৫২

* যার পক্ষ থেকে হজ্জ করা হচ্ছে তার মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে। মানাসিক পৃ.৪৪২

* যে বদলী হজ্জ করায় তার পক্ষ থেকে হজ্বের উদ্দেশ্যে যে টাকা দেওয়া হয় তা থেকে কিছু বেঁচে গেলে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। তবে হজ্জ করানেওয়ালা বা তার ওয়ারিশগণ যদি ফেরত না নিয়ে হজ্জকারীকে দিয়ে দেয় তাহলে ভিন্ন কথা। এক্ষেত্রে হজ্বের টাকা প্রদানের সময়ই হজ্জকারীকে একথা বলে দেওয়া ভালো যে, কোনো টাকা বেঁচে গেলে তা আপনার। আপনি সেগুলো নিজের জন্য খরচ করতে পারবেন। মানাসিক পৃ.৪৫৯

* বদলী হজ্জ করার ক্ষেত্রে ইফরাদ হজ্জ করাই ভালো। তবে হজ্জকরানেওয়ালা যদি তামাত্তু বা কিরান করার অনুমতি দেয় তাহলে তাও করা যাবে। জাওয়াহিরুল ফিকহ:১/৫০৮, কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৬৮, কেফায়াতুল মুফতী:৪/৩৪৫, ইমদাদুল আহকাম:২/১৮৩, আহসানুল ফাতাওয়া:৪/৫২৩, ফাতাওয়া উসমানী:২/২২২।

* বদলী হজ্বের ক্ষেত্রে দম এবং কুরবানীর দায়দায়িত্ব হজ্জকারীর জিম্মায় থাকবে। অর্থাৎ কোনো কারণে দম ওয়াজিব হলে কিংবা কিরান বা তামাত্তু করার কারণে কুরবানী দিতে হলে হজ্জকারী নিজের টাকা দ্বারা দিবে। তবে পাঠানেওয়ালা স্বেচ্ছায় টাকা দিলে সে টাকা দ্বারা দম বা কুরবানী করতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু দমে এহসার (ইহরাম বাঁধার পর কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে হজ্বের সময় মক্কায় পৌঁছাতে না পারলে যে দম দিতে হয়) হজ্জকরানেওয়ালার টাকা দিয়ে দিতে হবে। মানাসিক পৃ.৪৬১

* বদলী হজ্জ করানোর পর যদি হজ্জকরানেওয়ালা সুস্থ হয়ে যায় এবং নিজেই হজ্জ করার মত শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করে তাহলে তার বদলী হজ্জ নফল সাব্যস্ত হবে এবং তাকে পুনরায় হজ্জ করতে হবে। মানাসিক পৃ.৪৩৫

* মহিলার পক্ষ থেকে পুরুষ বদলী হজ্জ করতে পারবে এবং পুরুষের পক্ষ থেকে মহিলা বদলী হজ্জ করতে পারবে। তবে পুরুষের বদলী হজ্জ মহিলার মাধ্যমে না করানো ভালো। সুনাসে নাসা'ঈ হা.নং ২৬৩৯, রদ্দুল মুহতার ৪/২১ বইরুত

* বালেগ ব্যক্তির পক্ষ থেকে মুরাহেক (অর্থাৎ এমন ছেলে বা মেয়ে যে বালেগ হওয়ার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে) এর হজ্জ করাও গ্রহণযোগ্য হবে। রদ্দুল মুহতার ৪/২০বৈরুত

* মৃত ব্যক্তি হজ্বের ওসীয়ত করে গেলে তার একতৃতীয়াংশ সম্পদ যদি এই পরিমাণ হয়, যা দ্বারা মৃতের বসবাসের এলাকা থেকে হজ্জ করানো সম্ভব, তাহলে মৃতের বসবাসের এলাকা থেকেই হজ্বের জন্য পাঠাতে হবে। অতএব বাংলাদেশে বসবাসকারী ব্যক্তি সৌদিতে অবস্থানকারী কাউকে দিয়ে হজ্জ করাতে পারবে না। তবে টাকা কম হওয়ার ক্ষেত্রে যেখান থেকে সম্ভব সেখান থেকেই হজ্জ করাতে হবে। গুনইয়াতুন নাসিক ৩৩০- কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৭৩-৭৬

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করা :

এই অধ্যায়ের শুরুতে কয়েকটি পরিভাষা জেনে নেওয়া দরকার:

১. দম: এর অর্থ হলো পূর্ণএকটি বকরী, ভেড়া কিংবা দুম্বা অথবা গরু, মহিষ বা উট এর একসপ্তমাংশ হারামের সীমানার মধ্যে জবাই করা।

২. বাদানাহ: পূর্ণ একটি গরু, মহিষ কিংবা উট হারামের সীমানার মধ্যে জবাই করা।

৩. সদকাহ: একটি ফেতরা পরিমাণ গম (এক কেজি সাতশত গ্রাম) বা সমপরিমাণ টাকা দান করা। তবে হারাম এর সীমানার মধ্যের ফকীরকে দেওয়া উত্তম। আততা'রীফাতুল ফিকহিয়্যাহ পৃ.৪৩,৯৭, রদ্দুল মুহতার ২/৫৪৩, হেদায়া ১/২৬৬

উল্লেখ্য, একটি সদকা একজন ফকীরকে দেওয়া চাই। একই ফকীরকে এক সাথে একাধিক সদকা দিলে একটি সদকা আদায় হবে। রদ্দুল মুহতার ৩/৬০০-৬০২ যাকারিয়া

৪.জাযা: জাযা শব্দের অর্থ একেক জায়গায় একেক রকম হবে। (অর্থাৎ দম, বাদানাহ, সদকা অর্থে ব্যবহৃত হবে) তাই এখানে বিশেষ কোনো অর্থ উল্লেখ করা হলো না।

উল্লেখ্য যে, ইহরাম অবস্থার নিষিদ্ধ কাজসমূহ যেভাবেই করা হোক জাযা লাযেম হবে। এক্ষেত্রে জেনে করা-না জেনে করা, ইচ্ছায় করা-অনিচ্ছায় করা, সুস্থ মস্তিষ্কে করা-অসুস্থ মস্তিষ্কে করা এবং চেতন অবস্থায় করা-অচেতন অবস্থায় করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে জেনে বুঝে নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহও। মানাসিক পৃ. ২৯৮-৯৯

* কেউ যদি ইহরাম অবস্থায় শরীরের বড় একটি অঙ্গের (যেমন: মাথা, চেহারা, হাত, পা,) পূর্ণাঙ্গে আতর, সেন্ট, বডি-স্প্রে বা অন্য কোনো খোশবু ব্যবহার করে, তাহলে একটি দম ওয়াজিব হবে। আর যদি শরীরের ছোট অঙ্গের (যেমন : আঙ্গুলি, নাক, কান) পূর্ণাঙ্গে খোশবু ব্যবহার করে কিংবা শরীরের যে কোনো স্থানে সামান্য খোশবুও ব্যবহার করে তাহলে সদকাহ ওয়াজিব হবে। মানাসিক পৃ.৩১৩

* ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধিযুক্ত সাবান দিয়ে এক-দুইবার হাত বা মাথা ধুইলে সদকাহ ওয়াজিব হবে। তিন বা ততোধিকবার ব্যবহার করলে দম ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে শ্যাম্পু ও সাবানের হুকুম অভিন্ন। গুনইয়াতুন নাসিক পৃ.২৪৯, তাতারখানিয়া৩/৫৯২- কিতাবুল মাসাইল৩/১৬৩

* ইহরাম অবস্থায় মাথায় বা শরীরের অন্য কোনো বড় অঙ্গের পূর্ণাঙ্গে খোশবুদার তেল, ক্রীম বা লোশন ব্যবহার করলে দম ওয়াজিব হবে। মানাসিক পৃ. ৩২৪

* খোশবু দিয়ে রান্না করা খাবার খেতে কোনো অসুবিধা নেই। কিতাবুল মাসাইল ৩/১৬৮

* রান্না করা খাবার ছাড়া অন্য খাবারের সাথে খোশবুর মিশ্রণ থাকলে খোশবুর পরিমাণ যদি খাবারের চেয়ে কম হয় তাহলে তা খেলে কোনো জাযা ওয়াজিব হবে না। আর খোশবুর পরিমাণ খাবারের চেয়ে বেশি হলে তা মুখভরে খাওয়ার দ্বারা দম ওয়াজিব হবে। খোশবু মিশ্রিত পানীয়র হুকুমও একই। গুনইয়াতুন নাসিক ২৪৬- কিতাবুল মাসাইল ৩/১৬৮,

* লবঙ্গ এবং এলাচি মিশ্রিত চা যদি এমন হয় যে, তা থেকে লবঙ্গ কিংবা এলাচির সুঘ্রাণ ছড়াচ্ছে, তাহলে তা পান করার দ্বারা দম ওয়াজিব হবে। কিতাবুল মাসাইল ৩/১৬৯

* কেউ যদি একই মজলিসে শরীরের একাধিক স্থানের লোম মুন্ডায় বা ছাঁটে তাহলে একটি দমই যথেষ্ট হবে। তবে যদি ভিন্ন ভিন্ন মজলিসে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের লোম মুন্ডায় বা ছাঁটে তাহলে প্রত্যেক অঙ্গের জন্য একটি করে দম ওয়াজিব হবে। মানাসিক পৃ.৩২৫

* ইহরাম অবস্থায় মহিলারা মাথার চুল আঙ্গুলের এক কর পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি কাটলে দম ওয়াজিব হবে। মানাসিক পৃ.৩২৭

* নিজের কোনো কাজ দ্বারা (যেমন: উযূ বা গোসল করার সময় কিংবা আঁচড়ানোর সময়) যদি মাথার চুল পড়ে যায় তাহলে প্রত্যেক তিনটি চুলের জন্য এক মুষ্টি খাদ্যশস্য সদকাহ করবে। গুনইয়াতুন নাসিক পৃ.২৫৬-কিতাবুল মাসাইল ৩/১৮৩

* একই মজলিসে চার হাত-পায়ের নখ কাটলে একটি দম ওয়াজিব হবে। একাধিক মজলিসে একাধিক অঙ্গের নখ কাটলে প্রত্যেক অঙ্গের জন্য একটি করে দম ওয়াজিব হবে। এক অঙ্গের সবগুলি নখ না কাটলে যে কয়টি আঙ্গুলের নখ কাটবে প্রত্যেকটির জন্য একটি করে সদকাহ ওয়াজিব হবে। যেমন : কেউ যদি চার হাত-পা থেকে চারটি বা তার চেয়ে বেশি নখ কাটে তা হলে প্রতিটি নখের জন্য একটি সদকা ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে এক বৈঠক ও ভিন্ন ভিন্ন বৈঠকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মানাসিক পৃ.৩৩১

উল্লেখ্য, ইহরাম অবস্থায় যে-সব নিষিদ্ধ কাজ করলে দম ওয়াজিব হয় সে-সব কাজ যদি কেউ অসুস্থতা বা বিশেষ কোনো ওযরের কারণে করতে বাধ্য হয় তা হলে, দম না দিয়ে যদি ছয়টা ফিতরা দেয় কিংবা তিনটা রোযা রাখে তাহলেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। মানাসিক পৃ.৩৩২

* কোন মহিলা উমরাকারী যদি উমরার চার তাওয়াফ করার আগেই স্বামীর সাথে সহবাস করে কিংবা হজ্জকারী যদি উকূফে আরাফার আগেই স্বামীর সাথে সহবাস করে তাহলে উমরা এবং হজ্জ ফাসেদ হয়ে যাবে এবং একটি দম ওয়াজিব হবে। আর হজ্জকারীর জন্য অন্যান্য হাজীদের মত হজ্বের যাবতীয় কাজ আদায় করাও ওয়াজিব হবে। তাছাড়া উমরাকারী এবং হজ্জকারী উভয়কেই এই উমরা এবং হজ্জ কাযা করতে হবে। মানাসিক পৃ.৩৩৭

* যদি কেউ উকূফে আরাফার পরে হলক এবং তাওয়াফে যিয়ারাতের আগে সহবাস করে তাহলে বাদানাহ ওয়াজিব হবে। মানাসিক পৃ.৩৪১

* উকূফে আরাফা এবং হলকের পরে কিন্তু তাওয়াফে যিয়ারাতের আগে সহবাস করলে দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু মুহাক্কিক আলেমগণের মতে এক্ষেত্রেও বাদানাহ ওয়াজিব হবে। মানাসিক পৃ.৩৪১

* ইহরাম অবস্থায় যদি সঙ্গম ছাড়া যৌনোত্তেজনার সাথে সঙ্গমপূর্ব অন্যকোনো আচরণ করে, তাহলে নাপাক পানি বের হোক বা না হোক দম ওয়াজিব হবে। মানাসিক পৃ.৩৪৩

* ইহরাম অবস্থায় যে সব বন্য পশু-পাখি শিকার করা নিষেধ তা শিকার করলে অর্থাৎ মেরে ফেললে ঐ পশুর মূল্য পরিমাণ টাকা সদকাহ করতে হবে। মানাসিক পৃ.৩৬১

* দুই একটি উকুন মারলে বা অন্যের দ্বারা মারালে দুই এক মুষ্টি খাদ্যশস্য সদকাহ করে দিবে। তিন বা ততোধিক উকুন মারলে বা মারালে একটি ফিতরা পরিমাণ সদকাহ ওয়াজিব হবে। মুহরিম ব্যক্তি অন্যের উকুন মেরে দিলে তার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। মানাসিক পৃ.৩৭৮

* হারামের সীমানায় নিজে নিজে উৎপন্ন এমন তাজা ঘাস বা গাছ যা সাধারণত মানুষ রোপণ করে না- কাটলে, পুড়ালে বা উপড়ালে তার মূল্য সদকাহ করা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে মুহরিম এবং হালাল ব্যক্তির একই হুকুম। মানাসিক পৃ .৩৮২

যিয়ারাতে মদীনা

জেদ্দা থেকে মদীনা সফর: জেদ্দা থেকে বাসে, ছোট গাড়ীতে এবং বিমানে করে মদীনায় যাওয়া যায়। বিমানের ভাড়াও তেমন বেশি না। যাদের প্রথমে মদীনা যাওয়ার ইচ্ছা আর এটাই উত্তম তারা ইহরাম বাঁধা ছাড়া বাড়ি থেকেই মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা করবে। পথে বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পড়তে থাকবে। রাস্তার ২/১ স্থানে গাড়ী থামবে, সেখানে খানা-পিনা, পেশাব-পায়খানা ও উযূ -গোসলের ব্যবস্থা আছে। সেখান থেকে নিজের প্রয়োজন পুরা করতে পারবে। কিছু কেনার প্রয়োজন হলে কিনতে পারবে। অতঃপর যখন মদীনা শহরের অদূরে মদীনার বাস স্ট্যান্ড আসবে সেখানে কাগজপত্র চেক হবে। বিশেষকরে বাড়ি ভাড়ার ডকুমেন্ট দেখা হবে। চেক সম্পন্ন হওয়ার পর মুআল্লিম অফিস থেকে নির্দিষ্ট বাড়ীতে পৌঁছানোর জন্য একজন গাইড দেয়া হবে। এখানে চেকিং-এ কখনো কখনো বেশ দেরী হয়। কাগজপত্র ঠিক থাকলে তাড়াতাড়ি হয়। চেকিং-এর সময় মুআল্লিম অফিসের ভিতরে পেশাব-পায়খানা, উযূ-গোসল, নামায ও নাস্তার ব্যবস্থা থাকে। এখান থেকে জরুরত পুরা করতে পারবে। আর হজ্বের সফরে যখনই কোনো বাস বা গাড়ীতে উঠবে গুরুত্বসহ গাড়ীর নাম্বার ডায়রিতে লিখে রাখবে। তাহলে বাস খুঁজে পেতে কষ্ট হবে না। গাইড যাত্রীদেরকে নির্দিষ্ট বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।

আর বাসের ড্রাইভার প্রত্যেককে একটা কার্ড দিবে। এই কার্ড যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করবে। মদীনা থেকে ফেরার সময় ২৪ ঘণ্টা পূর্বে পাসপোর্ট খুঁজতে এই কার্ড নিয়ে মুআল্লিম অফিসে যাবে। সেখানে তারা এই কার্ড রেখে দিয়ে অন্য কার্ড দিবে। এই কার্ডের মাধ্যমে মক্কায় যাওয়ার বাস পাবে এবং হজ্বের সফর শেষে জেদ্দায় যাওয়ার জন্য মুআল্লিমের বাস পাবে। কাফেলা ছোট হলে একটু অপেক্ষা করলে বাসের স্থানে মাইক্রোবাসও নিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে পাশের কাউন্টারের লোকদের থেকে বা হজ্জ ক্যাম্পের লোকদের থেকে সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে।

মদীনায় দ্বিগুণ বরকত: হযরত আনাস রা.বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার জন্য এই বলে দু'আ করেছেন, ' হে আল্লাহ! মক্কায় তুমি যে বরকত দান করেছ মদীনায় তার দ্বিগুণ দান কর।' বুখারী ১/২৫৩

মদীনায় প্লেগ ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবেনা: হযরত আবূ হুরাইরা রা. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মদীনার প্রবেশ পথসমূহে ফেরেশতাগণ পাহারায় রয়েছেন, তাই প্লেগ (সংক্রামক মহামারি) ও দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না।' বুখারী ১/২৫২

মদীনায় মৃত্যুর ফযীলত: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,' যে ব্যক্তির মদীনায় মৃত্যু বরণ করা সম্ভব হয় সে যেন সেখানেই মৃত্যু বরণ করে, (অর্থাৎ মদীনায় বসবাস করে যাতে সেখানেই তার মৃত্যু হয়) কেননা যে মদীনায় মৃত্যু বরণ করবে তার (ঈমানের) বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিব। (ইবনে মাজাহ হা. নং ৩১১২)

যারা হজ্জ করতে যায় তাদের জন্য মদীনা যিয়ারাতে যাওয়া উচিত। অনেকের মতে, যাদের সামর্থ্য আছে তাদের জন্য মদীনায় রওযা মুবারক যিয়ারাত করতে যাওয়া ওয়াজিব। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি প্রেম-মহব্বত, ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যার অন্তরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি প্রেম-মহব্বত রয়েছে সে সুযোগ পেলেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যিয়ারাতে যাবে এটাই স্বাভাবিক। যেমন আশেক সুযোগ পেলেই মাশুকের কাছে ছুটে যায়। অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে বিশেষ হায়াতে রয়েছেন। তিনি তাঁর কবরের কাছে গিয়ে যারা দুরূদ-সালাম পেশ করে তাদের দুরূদ সালাম শুনতে পান এবং তার জাওয়াবও প্রদান করেন। আর দূর থেকে যারা দুরূদ-সালাম পেশ করে তাদের দুরূদ-সালাম ফেরেশতাগণ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে পৌঁছে দেন।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মদীনার উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি:
* গোসল করে সুন্নতী লেবাস পরিধান করবে।

* নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত অনুযায়ী জীবন গড়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে।

* নিজের স্বামী দাড়ি না রেখে থাকলে এখন থেকে দাড়ি রাখার জন্য তাকে তৈরী করবে। প্রত্যেকের চিন্তা করা উচিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি জীবিত অবস্থায় দাড়ি ছাড়া আমার স্বামীকে দেখতেন, তাহলে আমার স্বামীর দিকে কোন দৃষ্টিতে তাকাতেন? তিনি কি দাড়ি ছাড়া আমার স্বামীকে দেখে মোটেও খুশি হতে পারতেন। আর আমার স্বামীও কি তাঁর অসন্তুষ্টির কাজ করতে সাহস পেতেন ?

* বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পড়তে থাকবে। মদীনা সফরে দুরূদ শরীফই একমাত্র ওযীফা। মদীনার যত নিকটবর্তী হতে থাকবে দুরূদ পাঠের পরিমাণ তত বাড়িয়ে দিবে।

* দুই রাকা'আত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করবে, হে আল্লাহ! আমার জন্য মদীনায় প্রবেশ বরকতপূর্ণ করুন, আমাকে সবধরনের বে-আদবী থেকে হেফাযত করুন, আমাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্ণাঙ্গ ফয়েজ ও বারাকাত দান করুন। এরপর মদীনার সফর শুরু করুন।

মদীনায় উপস্থিত হওয়ার পর করণীয়: প্রথমে মদীনার বাসায় গিয়ে মাল-সামান গুছিয়ে রেখে গোসল করবে এবং নতুন কিংবা পরিষ্কার পোশাক পরিধান করবে। খাওয়ার প্রয়োজন হলে খেয়ে নিবে।

মসজিদে নববীর ফযীলত: সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এর বর্ণনা অনুযায়ী মসজিদে নববীতে এক রাকা'আত নামায পড়া মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য মসজিদে এক হাজার রাকা'আত নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। সহীহ বুখারী হা. নং ১১৯০, সহীহ মুসলিম হা.নং ১২৯৪

* সুনানে ইবনে মাজাহ-এর এক হাদীসে আছে, মসজিদে নববীতে এক রাকাআতে পঞ্চাশ হাজার রাকাআতের সাওয়াব পাওয়া যায়। সুনানে ইবনে মাজাহ হা.নং ১৪১৩

মহিলাদের মসজিদে নববীতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে যাওয়ার দরকার নাই। মহিলারা ঘরে নামায পড়লে আল্লাহ তা'আলা উক্ত নেকী তার আমল নামায় লিখে দিবেন।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

রিয়াযুল জান্নাতে নামাযঃ মহিলারা রিয়াযুল জান্নাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে যেতে পারবে। তাদের জন্য নির্দিষ্ট সময় রয়েছে তাই ঐ সময়টি কখন তা জেনে ঐ উদ্দেশ্যে রওনা হবে।

রিয়াযুল জান্নাত: আবূ হুরাইরা রা. বলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,আমার ঘর ও মেম্বারের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য থেকে একটি বাগান, আর আমার মেম্বার আমার হাউয (কাউসার) এর উপর। বুখারী হা.নং ১১৯৬

অভিজ্ঞতাঃ মসজিদে নববীর বর্তমান মেম্বরের পূর্বপার্শ্ব থেকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওযার দেয়াল বা জালি পর্যন্ত স্থানকে রিয়াযুল জান্নাত বলে। মসজিদে নববীতে লাল রঙের কার্পেট বিছানো আছে। আর রিয়াযুল জান্নাতে ছাই ও সাদা রঙ মিশ্রিত কার্পেট বিছানো আছে। ঐ কার্পেট দেখেই রিয়াযুল জান্নাত শনাক্ত করতে পারবে। এই স্থানে সবসময় ভিড় থাকে। তবুও সুযোগ মতো ওখানে প্রবেশ করে কমপক্ষে দুই রাকা'আত নামায পড়ার চেষ্টা করবে।

মসজিদে নববীতে প্রবেশ: মসজিদে নববীতে প্রবেশের সময় খুব গুরুত্বের সাথে মসজিদে প্রবেশের সুন্নাতগুলি আদায় করবে। খেয়াল রাখবে সুন্নাতওয়ালার দরবারে এসে যেন কোনো কাজ সুন্নাতের পরিপন্থী না হয়। মসজিদে প্রবেশের পর সম্ভব হলে এবং মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে রিয়াযুল জান্নাতে দুই রাকা'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বে। ফরয নামাযের সময় হয়ে থাকলে আগে ফরয পড়ে নেবে।

রওযায়ে আতহারে সালাম পেশ: সাধারণত মহিলাদেরকে রওযার সামনে যেতে দেয়া হয় না। তাই তাহিয়্যাতুল মসজিদ শেষে দুর থেকেই উভয় জাহানের সরদার, রহমাতুল লিল আলামীন, পেয়ারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে সালাম পেশ করবে। মনে রাখবে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জাওয়াব পেতে হলে এবং তাঁর শাফায়াত লাভে ধন্য হতে হলে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত অনুযায়ী জীবনযাপন করা জরুরী। যারা এখনও সুন্নাত মোতাবেক জীবন যাপন শুরু করেনি তারা রওযায় উপস্থিত হওয়ার আগেই তাওবা ইস্তিগফার করে ভবিষ্যতে সুন্নাত মোতাবেক জীবনযাপন করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নেবে।

এসময় যত বেশি সম্ভব দুরূদ শরীফের হাদিয়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে পেশ করবে। মনে করবে যেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখছে, আর তিনিও তাকে দেখছেন। অবনত দৃষ্টিতে হৃদয়ের

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সবটুকু ভক্তি, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাসহ পেয়ারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে সালাম পেশ করবে।

এভাবে সালাম পেশ করবে: السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته

السلام عليك يارسول الله

السلام عليك يا حبيب الله

السلام عليك يا خيرالخلق

السلام عليك يا سيد المرسلين

السلام عليك يا شفيع المذنبين

এই স্থানে খুব ভিড় থাকায় সালাম পেশ করার জন্য হয়তো বেশি সময় পাবে না। তাই তাড়াহুড়া না করে ধীরে ধীরে যে কয়টা শব্দ বলতে পারে তাই বলবে। শুধু ‘আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ’ এতটুকু বললেই সালাম আদায় হয়ে যাবে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম পেশের পর উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূবকর সিদ্দীক রা. কে এভাবে সালাম পেশ করবে-

السلام عليك يا خليفة رسول الله جزاك الله عنا خير الجزاء

‘আসসালামু আলাইকা ইয়া খলীফাতা রাসূলিল্লাহ জাযাকাল্লাহু আন্না খায়রাল জাযা’

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূক রা.কে এভাবে সালাম পেশ করবে- السلام عليك يا امير المؤمنين جزاك الله عنا خيرالجزاء

‘আসসালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মুমিনীন জাযাকাল্লাহু আন্না খায়রাল জাযা ’

অন্যের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছানো: কেউ যদি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সালাম পৌঁছাতে বলে, তাহলে তার নাম নিয়ে সালাম পৌঁছাবে। অর্থাৎ এভাবে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে অমুক সালাম দিয়েছে।

রওযার সামনে ঈমানের সাক্ষ্যঃ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমনে দাঁড়িয়ে নিজের ঈমানের সাক্ষ্য দেওয়া উচিত। তাই কালিমায়ে শাহাদাত পড়বে। তখন কালিমায়ে শাহাদাত এভাবে পড়তে পারে-

أشهد ان لااله الا الله وحده لاشريك له وأشهد أنك عبده ورسوله, وخيرته وأشهد أنك بلغت الرسالة و أديت الأمانة و نصحت الأمة و أقمت الحجة و جاهدت فى الله حق جهاده, وعبدت ربك حتى اتاك اليقين. مناسك ملا على القارى ص ৫০৯

মদীনায় অবস্থানের দিনসমূহে করণীয়ঃ

ক. মহিলাদের জন্য বাসায় নামায পড়াই ভালো। তবে রিয়াযুল জান্নাতে নামাযের উদ্দেশ্যে গেলে ঐ সময় কোনো নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে মসজিদে নববীতে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে নামায পড়বে।

খ. মদীনায় থাকাকালীন পারলে এক খতম কুরআন পড়বে।

গ. মদীনার মিসকীনদেরকে বেশি বেশি দান-সদকা করবে।

ঘ. মদীনায় কেউ খারাপ আচরণ করলেও তার সাথে উত্তম আচরণ করবে। কোনো রকম বিতর্কে জড়াবে না।

ঙ. মদীনার অধিবাসীদের সাথে খুব অন্তরঙ্গ ও মুহাব্বতপূর্ণ আচরণ করবে।

চ. মদীনায় অবস্থানের দিনগুলোতে প্রতিদিন হাজার হাজার বার দুরূদ শরীফ পড়বে।

ছ. গুনাহ থেকে ও সুন্নাতের খেলাফ কোনো কাজ করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে।

জ. কোনো কিছু কেনাকাটার প্রয়োজন হলে ব্যবসায়ীকে সহযোগিতা করার নিয়তে কিনবে।

মদীনার কিছু স্থান যিয়ারাত করা মুস্তাহাব:

ক. মদীনার কবরস্থান 'বাকীউল গরকদ': এখানে দশ হাজারের বেশি সাহাবা কেরাম রা. কে দাফন করা হয়েছে। এখানে দাফনকৃত কয়েকজন উল্লেখযোগ্য সাহাবা কেরামের নাম উল্লেখ করা হলো: ১. হযরত উসমান রা. ২. হযরত খাদীজা ও মাইমূনা রা. ব্যতীত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য সকল স্ত্রী ৩. হযরত ফাতেমা রা. ৪. হযরত ইবরাহীম রা. (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছেলে) ৫. রুকাইয়্যা রা. (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মেয়ে) ৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. ৭. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. ৮. হযরত সা'দ ইবনে আবী ওক্কাস রা. ৯. হযরত আব্বাস রা. (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা) ১০. হযরত হাসান ইবনে আলী রা. ১১. ইমাম মালেক রাহ.. এছাড়াও আল্লাহর আরো অনেক প্রিয় বান্দা এখানে শায়িত আছেন। মুআলি-মুল হুজ্জাজ পৃ.৩২৬

খ. শুহাদায়ে অহুদের কবর ও অহুদ পাহাড়ঃ মদীনা থেকে উত্তর দিকে প্রায় তিন মাইল দূরে অহুদ পাহাড় অবস্থিত। এই পাহাড় সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'অহুদ এমন একটি পাহাড় যা আমাকে ভালোবাসে এবং আমিও তাকে ভালোবাসি' । তৃতীয় হিজরীতে এই পাহাড়ের পাদদেশে মক্কার

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মুশরিকদের সাথে অহুদ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবা কেরাম রা. শাহাদাত বরণ করেন। বিশেষ করে হযরত হামযা রা. কে এই যুদ্ধে অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ করা হয়। অহুদের শহীদগণের কুরবানীর কারণেই আজ আমরা ইসলাম পেয়েছি, ঈমানদার হতে পেরেছি। তাই তাঁদের প্রতি আমাদের সীমাহীন ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা পোষণ কারা উচিত। তারা যেমন দ্বীনের জন্য জান কুরবান করে দিয়েছেন, আমাদেরও তাঁদের মতো দ্বীনের জন্য ত্যাগ ও কুরবানী করা দরকার।

গ. মসজিদে কুবাঃ মদীনা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় দুই মাইল দূরে মসজিদে কুবা অবস্থিত। এটাই পৃথিবীর বুকে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম মসজিদ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিযরতের সময় মদীনায় প্রবেশের পূর্বে এই এলাকায় কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। তখন তিনি সাহাবা কেরাম রা. কে নিয়ে এই মসজিদ নির্মাণ করেছেন। মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসার পর এই মসজিদের ফযীলত সব চেয়ে বেশি।

ঘ. মসজিদে কিবলাতাইনঃ মদীনায় আসার পরও কিছু দিন মসজিদে আকসা কেবলা ছিল। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কামনা করছিলেন যেন কাবা শরীফকে কেবলা বানানো হয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বাইতুল্লাহকে মুসলিম উম্মাহর কেবলা ঘোষণা করলেন। এই কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা এই মসজিদে ঘটেছিল। এ কারণে এই মসজিদে দুইটি মেহরাব, একটি বাইতুল্লাহর দিকে আরেকটি মসজিদে আকসার দিকে। এছাড়াও মদীনায় যিয়ারাতযোগ্য আরো অনেক মসজিদ ও ঐতিহাসিক স্থাপনা রয়েছে। কোনো অভিজ্ঞ লোকের মাধ্যমে জেনে নিয়ে সে সব স্থানে গিয়ে বরকত হাসিল করতে পারে। কিন্তু সব সময় খেয়াল রাখতে হবে ঘুরতে গিয়ে যেন মসজিদে নববীর জামা'আত ছুটে না যায়।

দেশে ফেরার আদবঃ দেশে ফেরার আগে দুই রাকা'আত নামায পড়বে। নামায শেষে দ্বীন ও দুনিয়ার প্রয়োজন পূরণের জন্য, হজ্জ ও যিয়ারাত কবূলের জন্য, বার বার বাইতুল্লাহ ও রওযা মুবারকের যিয়ারাত নসীব হওয়ার জন্য এবং সহীহ সালেম বাড়ি ফেরার জন্য খুব দিল লাগিয়ে মুনাজাত করবে। আশেক মা'শুক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় অন্তরের অবস্থা যেমন হয় নিজের অন্তরের অবস্থা তেমন করার চেষ্টা করবে। দেশে পৌঁছে নিজ এলাকায় প্রবেশের পর এই দু'আটি পড়বে- ائبون تائبون عابدون لربنا حامدون । যারা ইস্তেকবাল করতে বা দেখা করতে আসবে, বাসায় প্রবেশের আগেই তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করবে।

হজ্জ কবূল হওয়ার আলামতঃ যদি হজ্বের পর ভালো কাজের আগ্রহ ও চেষ্টা বৃদ্ধি পায়। হজ্বের আগের জীবন ও পরের জীবনের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত

হয়। দ্বীনদারীর অবস্থা আগের তুলনায় অনেক ভালো হয়ে যায়। দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমে যায়। তাহলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা হজ্জ কবূল করেছেন। কারণ এগুলো হজ্জ কবূল হওয়ার আলামত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হজ্বে মাবরূর নসীব করুন। আমীন।

এক নজরে হজ্বের এক সপ্তাহ

তারিখ	ফরয	ওয়াজিব	সুন্নাত	মুস্তাহাব ও অন্যান্য
৭ জিলহজ্জ	হজ্বের ইহরাম বাঁধা	ঘ) নফল তাওয়াফ করে হজ্বের সা'ঈ করে নেয়া যায়। উল্লেখ্য,ওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করা সুন্নত।	খ) ১. ইহরাম বাঁধার পূর্বে হাযামাত বানান। ২. স্ত্রী সাথে থাকলে প্রয়োজন সেরে নেওয়া।	ক) ১. চার পাঁচ দিনের জন্য জরুরী সামান নিয়ে হাত ব্যাগ প্রস্তুত করা। ২.বড় ব্যাগ বাসায় রেখে যাওয়া
৮ জিলহজ্জ	নেই	নেই	ক) ১. মিনা ময়দানে অবস্থান করা । ২. বেশি বেশি তালবিয়া পড়া।	খ) ১. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করা। ২. বেশি বেশি তিলাওয়াত ও যিকির করা।
৯ জিলহজ্জ	খ) আউয়াল ওয়াক্তে যুহর আদায় করে আরাফায় খিমার মধ্যে উকূফ করা।	ঘ) ১. সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করে, মাগরীব না পড়ে তালবিয়া পড়তে পড়তে মুযদালিফায় রওনা হওয়া। ২. মুযদালিফায় পৌছে ইশার ওয়াক্ত হলে মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়া। উল্লেখ্য, মুযদালিফায় রাত্রী যাপন করা এবং সেখান থেকে ৭০টি ছোট কংকর সংগ্রহ করা সুন্নত।	ক) ১. সুর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফায় রওনা হওয়া। ২. যুহরের নামাজের পূর্বে গোসল করে নেয়া।	গ) ১. বেলা ডুবা পর্যন্ত দু'আ দূরুদ ও কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকা। ২. কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উকূফ করা।
১০ জিলহজ্জ	ঙ) ফরয তাওয়াফ করা।	খ) ১. আউয়াল ওয়াক্তে ফজর	গ) ১. সূর্যোদয়ের	ক) ১. সুবহে সাদেকের পরে

	উল্লেখ্য, ৭ই জিলহজ্জ সা'ঈ না করে থাকলে এ তাওয়াফের পরে সা'ঈ করা।	পড়ে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত উকূফে মুযদালিফা করা অর্থাৎ অবস্থান করা। ঘ) ১. দিনে শুধু বড় শয়তানকে ৭টি কংকর মেরে দ্রুত চলে আসা। ২. ১০,১১,১২ তারিখের মধ্যে নিজেরা কুরবানী করা, ব্যাংকরে মাধ্যমে না করা। ৩. মাথা মুন্ডানো। উল্লেখ্য: এই কাজগুলি ধারাবাহিকভাবে করা।	সামান্য পূর্বে মুযদালিফা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া। চ) ১. রাত্রে মিনায় অবস্থান করা।	গোসল করা । ২. বেশি-বেশি তালাবিয়া, যিকির, দূ'আ ও তিলাওয়াত করতে থাকা।
১১ জিলহজ্জ	খ) ফরয তাওয়াফ না করে থাকলে করে নেওয়া	ক) ১. বাদ যুহর সূর্যাস্তের আগে আগে পর্যায়ক্রমে ছোট, মাঝারী ও বড় শয়তানকে সাতটি করে কংকর মারা।	গ) ১. রাত্রে মিনায় অবস্থান করা।	১. ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে ছোট শয়তানকে পাথর মারার পর সামনে অগ্রসর হয়ে কিবলা মুখী হয়ে তাসবীহ তাহলীল ও দু'আ করা। মাঝারী শয়তানকে পাথর মারার পর অনুরূপ ভাবে দু'আ করা। তবে বড় শয়তানকে পাথর মেরে সেখানে দাঁড়িয়ে দু'আ করবে না বরং দ্রুত সেখান থেকে চলে আসবে। ২. প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপের সময় 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' পড়া।
১২ জিলহজ্জ	খ) ফরয তাওয়াফ না করে থাকলে আজ সূর্যাস্তের পূর্বেই তাওয়াফ করে নেওয়া জরুরী।	ক) ১.বাদ যুহর সূর্যাস্তের আগে আগে পর্যায়ক্রমে ছোট, মাঝারী ও বড় শয়তানকে সাতটি করে কংকর মারা।	গ) ১.রাত্রে মিনায় অবস্থান করা।	
১৩ জিলহজ্জ	নেই	ক) ১. বাদ যুহর পর্যায়ক্রমে ছোট, মাঝারী ও বড় শয়তানকে সাতটি করে কংকর মেরে মক্কায় ফিরে আসা। (উল্লেখ্য: ১৩	খ) ১.প্রত্যেক দিন কংকর মারার সময় ধারাবাহিকতা (অর্থাৎ ছোট, মাঝারী ও বড়)	

		জিলহাজ্জ সুবহে সাদিকের পর যারা মিনায় থাকবে তাদের জন্য ১৩ জিলহাজ্জ শয়তানগুলোকে পাথর মারা ওয়াজীব) গ) ১. মক্কা শরীফ থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করা।	ঠিক রাখা।	

বি:দ্র: প্রতিদিনের আমলের মধ্যে ক,খ,গ,ঘ,ঙ,চ অনুযায়ী সিরিয়াল রক্ষা করতে হবে।

ছবি নং-১

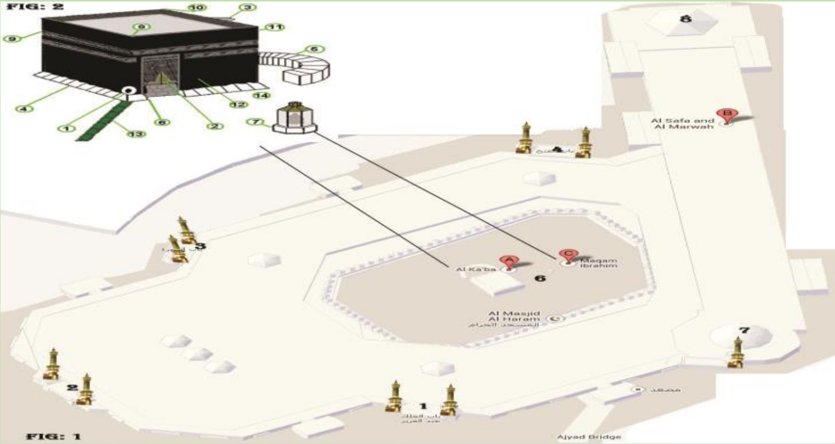

ছবি-১

১. বাবে আব্দুল আযীয
২. বাবে ফাহাদ
৩. বাবে উমরা
৪. বাবে ফাতাহ
৫. বাদশাহ আব্দুল্লাহ কর্তৃক নির্মাণাধীন সম্প্রসারণ অঞ্চল
৬. কা'বা শরীফ
৭. সাফা
৮. মারওয়া

ছবি – ১ (বাইতুল্লাহর অংশ)

১. হাজরে আসওয়াদ (কা'বার পূর্ব কোণা)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

২. অনুপ্রবেশ দরজা (কা'বা এর উত্তর-পূর্ব প্রাচীর)
৩. মি-যাব-ই-রহমত (ছাদের পানি পড়ার পয়নালা)
৪. গাটার (বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা)
৫. হাতীম অর্ধবৃত্তাকার (কা'বা এর উত্তর - পশ্চিম প্রাচীর)
৬. মুলতাযাম, হাজরে আসওয়াদ এবং প্রবেশের দরজা মধ্যে প্রাচীর অংশ
৭. ইব্রাহীম (আ:) এর পায়ের ছাপ যেটা গ্লাস এবং মেটাল দ্বারা ঘেরাও করা আছে।
৮. হাজরে আসওয়াদ এর কিনারা (পূর্ব)
৯. ইয়ামানীর কোণ (দক্ষিণ পশ্চিম), এই কোণে একটি বৃহৎ উল্লম্ব পাথর (তীর্থযাত্রীদের ঐতিহ্যগতভাবে) স্থাপন করা আছে।
১০. সিরিয়ার কোণ (উত্তর পশ্চিম)
১১. ইরাকের কোণ (উত্তর - দক্ষিণ), এই কোণের ভিতরে, পর্দার পিছনে, বাবে তাওবাহ আছে। পশ্চিমে রয়েছে "রুকন-আল-সামী" (পূর্ব-ভূমধ্য সাগরীয় কোণ) এবং দক্ষিণে "রুকন-আল-সামী"।
১২. কিসওয়া, কালো রেশম এবং স্বর্ণের কাপড়ের গিলাফ।
১৩. প্রতিবার তওয়াফ (প্রদক্ষীণ) এর শুরু এবং শেষ এই মার্বেল তৈরী এর দ্বারা চিহ্ন স্থান।
১৪.গ্যাব্রিয়েল স্থান। জামরা

১.উপর থেকে তোলা ছবি

২.হাতে আকা ছবি

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

৩. পাশ থেকে তোলা ছবি

সংক্ষিপ্ত ম্যাপ:

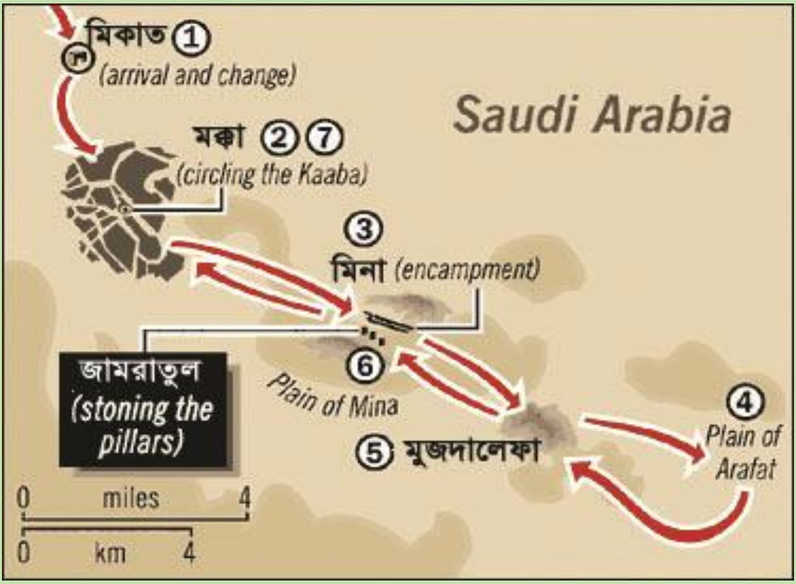

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা:

এই বরাবর (সা:) এই বরাবর আবু বকর (রা:) এই বরাবর ওমর (রা:)